প্রথম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৫১

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু—

ভূমিকা

বিংশশতাব্দী প্রকাশিত হ'ল। রঙমহল কর্তৃপক্ষ নাটকখানিকে সাহসের সঙ্গে সাদরে গ্রহণ করেছেন ব'লে রঙমহলের কর্ণধার সুপ্রসিদ্ধ-নট শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাহসের কথা বলছি এই কারণে যে, বিংশশতাব্দীর মূল বক্তব্য রক্ষণশীলতার বিরোধী এবং এমন বৈজ্ঞানিক বিষয় এসে পড়েছে যাতে বাংলার ভাবপ্রবণ দর্শক-শ্রেণীর রক্ষণ শীল মন গ্রহণ করবে কিনা এ সম্বন্ধে দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক।

বইখানি Revolving Stage-এ অভিনীত হয়েছে। মফঃস্বলে যাঁরা পর্দ্দার দৃশ্যপট দিয়ে অভিনয় করবেন তাঁরা যেন, প্রত্যেক দৃশ্যে আসবাবপত্র ব্যবহারের অজুহাতে প্রতি দৃশ্যে Curtain বা Screen ব্যবহার না করেন। একটা discover scene ও একটা cover scene ফেলে অভিনয় করলে অভিনয় ভাল হবে—তাতে গতি আসবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম যেখানে বক্তা কথা বলেন—সে কথা তিনি Screen-এর বাইরে এসে বলবেন, তারপর সাজান মঞ্চের দৃশ্য। তারপর তাকে ঢাকবে একটা পর্দ্দা দৃশ্যপট—শ্যামাদাসের মায়ের বাড়ী তাতে হেমন্ত এবং শৈলজা প্রবেশ করবে। তেমনি চতুর্থ দৃশ্যে টেলিফোনের কথা নেপথ্যে হবে। রঙ্গমঞ্চে থাকবে—ডাঃ বোস। তারপর আসবে অনিমা। দ্বিতীয় অঙ্কের যে দৃশ্য শ্যামাদাস ব্রজবিহারীর সঙ্গে কথা বলবে—সেটা পর্দ্দা দৃশ্যপট হবে। তারা কথা বলতে বলতে প্রবেশ করবে। এবং সেই দৃশ্যেই করুণা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই শ্যামাদাস গিনিপিগের খাঁচা হাতে বেয়ারার সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করবে। তা'হলেই দেখবেন হাঙ্গামা হবে না। আসবাব না থাকাতেও কোন অঙ্গহানি হবে না, অথচ অভিনয়ে গতি আসবে।

অভিনয়ের সময় সংক্ষেপের জন্য কোন কোন স্থান সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া হয়েছে। সে স্থানগুলি চিহ্নিত করে দেওয়া সম্ভবপর হ'ল না। ইতি—

বিনীত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কোন একটি রঙ্গমঞ্চে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হইতেছে। যবনিকা অপসারণের পর দেখা গেল রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন। হাত জোড় করিয়া তিনি বলিলেন]

বক্তা—আপনারা অনুগ্রহ ক'রে চুপ করুন। আপনাদের সানুনয় নিবেদন জানাচ্ছি। আজ যিনি আপনাদের সম্মুখে বক্তা রূপে উপস্থিত তাঁর পরিচয় আপনারা পেয়েছেন। তিনি বয়সে নবীন হলেও জ্ঞানে প্রবীণ। বিজ্ঞান জগতে বাংলার তিনি গৌরব। দেশে দেশান্তরে তিনি বিজ্ঞানে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছেন। মাত্র তাই নয়। বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন ক'রে তিনি নিজেকে শুধু গবেষণার কাজেই আবদ্ধ রাখেন নি। বাঙালীর জীবনে তিনি বিজ্ঞানকে সার্থক ভাবে কার্য্যকরী ক'রে তুলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তাঁর নব-প্রতিষ্ঠিত Bengal Scientific Research-এর কথা আপনারা সকলেই জানেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা মাত্র একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টা নয়, লাভ করবার উদ্দেশ্যে ব্যবসা করাই মাত্র তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের মনকে সত্য বিজ্ঞান-বিশ্বাসী এবং বিজ্ঞান-অভিমুখী ক'রে তুলতে চান। শুধু কর্ম্মীদেরই নয়—সমগ্র বাঙালী জাতির মন এবং দৃষ্টিকে এইদিকে ফেরাতে চান। আমি আশা করি, আপনারা জাতীয় গৌরব এবং ভবিষ্যৎ আশা ভরসা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে মন দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনবেন। তাঁর বক্তব্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই শেষের অংশের প্রতি তিনি আপনাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে চান। তাই তাঁরই

অনুরোধক্রমে তাঁব বক্তব্যেব মধ্যেই আমাকে এই কথা ক'টি নিবেদন করতে হ'ল।

দৃশ্যান্তব

[রঙ্গমঞ্চের মঞ্চ ঘুরিয়া গেল। দেখা গেল— টেবিল চেয়ার সাজানো মঞ্চেব উপব শ্যামাদাস শাস্ত্রী দাঁড়াইযা বক্তৃতা করিতেছে। চেয়ারগুলিতে কযেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপবিষ্ট। বিশিষ্ট ব্যক্তিগুলিকে বেশভূষায ধনী বলিযা মনে হয় না—অধ্যাপক নেতা শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তি]

শ্যামাদাস—আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। পবিশেষে বিশেষভাবে যে কথাটি আপনাদের কাছে বলতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের জীবনমরণ সমস্যার কথা। আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে ধ্বংস। পৃথিবীব সমস্ত জাত যখন বিজ্ঞানকে মনেপ্রাণে গ্রহণ ক'রে দ্রুততম গতিতে আবিষ্কারের পর আবিষ্কার ক'রে জীবন-পথে এগিয়ে চলেছে তখন যদি আমরা প্রাচীনকালের অনুভূতিসর্ব্বস্ব জীবনযাপন করতে চাই—তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। দর্শন সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রশিল্প প্রভৃতি ললিতকলায় বাঙালীর জীবন সমৃদ্ধ। দালালী ব্যবসায়েও আমাদেব বড়বাজারের বন্ধুরা চতুর। টাকাও তাঁরা তাতে অনেক উপার্জ্জন করেছেন। কিন্তু তাতে জাতীয় সম্পদ এক কণাও বৃদ্ধি পায় নি। কালে কালে অনেক ধর্ম্মগুরু আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদেব প্রেরণায় মানুষ উচ্ছ্বাসত হযে ভগবানকে আকুলভাবে আহ্বান করেছে। কিন্তু তবু তিান আবির্ভূত হন নি, পাপের উচ্ছেদ হয় নি। ধর্ম্ম-জীবনের মহিমা আজ ফুটে উঠেছে আমাদের দারিদ্র্যে। আমরা নিরন্ন, আমরা অর্দ্ধ নগ্ন, আমাদের পেটে ভাত নাই—পরনে কাপড় নাই—আমাদের পরমায়ু সংক্ষিপ্ত। এ সমস্তরই কারণ হ'ল আমাদের বিজ্ঞান-বিমুখতা। আমরা বাল্যকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত বইয়ে পড়ছি—ভূমিকম্প হয পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপ বৃদ্ধিব

জন্যে—কিন্তু তবু আমরা ভূমিকম্প হ'লেই কল্পনা করি বাসুকী মাথা নাড়ছেন। আমরা জানি 'গ্রহণ' কি কারণে হয়; তবু আমরা গ্রহণ হ'লেই খোল করতাল বাজিয়ে মেতে উঠি, রাত্রি দুপুরে গঙ্গাস্নানে ছুটে যাই, রান্নাঘরের তৈজসপত্র ফেলে দিয়ে পরলোকের পথ প্রশস্ত করি। এর চেয়ে শোচনীয় মানসিক পরিণতি আর কি হ'তে পারে? পরলোক-সর্ব্বস্ব জাত—তাই তার ইহলোক নাই। স্বর্গে সুধাস্বাদের কামনায়—মর্ত্ত্যভূমে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাই। পরলোকে মুক্তির জন্য—ইহলোকে চিরদাসত্ব বরণ ক'রে নিয়েছি। এ জাতের তাই স্বাভাবিক গতি—ফোঁটা তিলক কেটে—পরলোক নামক এক অস্তিত্বহীন অবাস্তব মহা বিস্মৃতির দিকে—

[প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে সম্মুখের আসন হইতে উপবিষ্ট একটি ফোঁটা তিলক কাটা একজন ধনীজনোচিত-বেশভূষাবিশিষ্ট প্রৌঢ় উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নাম ব্রজবিহারী]

ব্রজ—আপনার কথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। আপনি থামুন।

মঞ্চে উপবিষ্ট জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি—আপনি বসুন। আপনার বক্তব্য থাকলে আপনি পরে বলবেন।

ব্রজ—এ অন্যায়—অত্যন্ত অন্যায়। আমি এর প্রতিবাদ করছি।

ব্রজবিহারীর পার্শ্বোপবিষ্ট তাঁহার তরুণী ভাগ্নী করুণা—মামা! মামা!

ব্রজ—থাম তুমি করুণা। (শ্যামাদাসকে) আপনি বৈজ্ঞানিক; আপনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলুন। কিন্তু এ ভাবে ঈশ্বর ধর্ম্ম এসব নিয়ে ঠাট্টা করবার আপনার কোন অধিকার নেই।

(শ্যামাদাস পাদপ্রদীপের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল)

শ্যামা—আপনি যদি দয়া ক'রে উপরে উঠে এসে আপনার বক্তব্য বলেন তবে ভাল হয়।

(ব্রজবিহারী দম্ভভরা পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া গেল)

করুণা—মামা !

শ্যামা—একি ? করুণা—তুমি ? এস, তুমিও ওপরে এস।

(করুণাও উপরে উঠিয়া গেল)

শ্যামা—তোমার মামা উনি ?

করুণা—হ্যাঁ।

(ব্রজবিহারী উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া)

ব্রজ—হ্যাঁ, করুণা আমার ভাগ্নী। এক সময় করুণা আপনার ছাত্রী ছিল সে আমি জানি। কিন্তু সে পরিচয় করবার আমার সময় নয়। আমি আপনার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে এসেছি।

শ্যামা—ভাল কথা। বলুন আপনার কি প্রতিবাদ আছে—বলুন।

ব্রজ—কেন আপনি ঈশ্বরকে নিয়ে ঠাট্টা ইঙ্গিত করছেন ?

শ্যামা—আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। ঈশ্বরকে নিয়ে আমি কোন ঠাট্টা ইঙ্গিত করি নি।

ব্রজ—করেছেন।

শ্যামা—না।

ব্রজ—করেছেন। আপনি ফোঁটা তিলকের কথা বলেছেন। আরও অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু ঈশ্বর রহস্যের বস্তু নন।

শ্যামা—সে কথা আমি আপনার চেয়ে কম জানি না। ঈশ্বরই হ'ল পরম রহস্য, সে বস্তু নয়, সেই হ'ল পরম বিজ্ঞান—

ব্রজ—তবে ? তবে কোন্ অধিকারে তাকে নিয়ে আপনি ব্যঙ্গ করছেন ?

শ্যামা—তাঁকে ব্যঙ্গ করি নি। তাঁকে না জেনে যারা ফোঁটা তিলক কেটে কিংবা রুদ্রাক্ষ ধারণ ক'রে জানার ভান করে—সংসারকে মায়া ঘোষণা

ক'রে অলস জড়তায় আচ্ছন্ন হয—তাদের প্রতি হয়তো কটাক্ষ করেছি, ঈশ্বরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করি নি।

ব্রজ—যাদের কথা আপনি বললেন—আমি তাদেরই একজন। আমার ফোঁটা তিলক দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।

শ্যামা—আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে কোন কথা বলি নি। তবে আপনি যখন তাঁদেরই একজন তখন আপনার সম্পর্কে কথাটা প্রযোজ্য।

ব্রজ—সে অধিকার আপনার নাই।

শ্যামা—সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ব্রজ—সুতরাং সর্ব্বসমক্ষে আপনার সমস্ত বক্তৃতার ভণিতার আড়ালে যে কালো সত্য লুকিয়ে আছে সেটুকু প্রকাশ ক'রে দেবার অধিকার আমার আছে।

শ্যামা—অবশ্যই আছে।

ব্রজ—বিজ্ঞান-প্রীতির তত্ত্ব প্রচার ক'রে আপনি একটা কারখানা গ'ড়ে তুলতে চান।

শ্যামা—একটা নয়, অসংখ্য।

ব্রজ—সংখ্যার আরম্ভ একে। সেই একটা কারখানার শেয়ার আপনি বেচতে চান। আপনার বক্তৃতাটা কোন তত্ত্ব নয়—একটা বিজ্ঞাপন। ভাল—আমি আপনার কারখানার পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার কিনতে চাই। যাবেন আমার ওখানে; আপনি অবশ্য কাল সকালেই যেতে ইচ্ছুক—তা জানি; কিন্তু কাল আমার সময় হবে না। পরশু যাবেন। এই নিন আমার কার্ড।

শ্যামা—ধন্যবাদ। আপনার কার্ডের আমার প্রয়োজন নেই। আপনাকে আমি জানি। আপনার ভাগ্নী করুণা এক সময় আমার ছাত্রী ছিল। দামী গাড়ী, দামী শাড়ী, জড়োয়া গহনা প'রে সে যখন বিজ্ঞানের ক্লাসে ঢুকত—তখন থেকেই তার অভিভাবক যে ধনী তা জানতাম। আবার

বিজ্ঞানের ছাত্রীটিকে যখন দূর্ব্বার গোছা বাঁধা রাখী বেঁধে ক্লাসে আসতে দেখতাম—তখনই বুঝেছিলাম তাব অভিভাবকেব হাতে কবচ আছে—পলা গোমেদ আছে—কিন্তু ফোঁটা তিলক, অতটা ঠিক ধাবণা কবতে পাবি নি। এখন বুঝতে পারছি আমাব অনুমানের চেয়ে অনেকগুণ বেশী ধন সঞ্চয় কবেছেন আপনি। আপনার ধর্ম্মে বিশ্বাস স্বাভাবিক।

করুণা—অপনি এসব কি বলছেন? আমি আপনার ছাত্রী—আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তবু এসবেব প্রতিবাদ কবছি আমি। এ কি ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়?

শ্যামা—সত্য খানিকটা অপ্রিয়ই হয় করুণা। সত্যের জন্য যদি তোমরা আঘাত পাও—তবে আমি নিরুপায়। ধর্ম্মগুরু, যাঁরা মানুষের কল্যাণের জন্য প্রাণপাত সাধনা করেছেন, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি তোমাদেব চেয়ে বেশী। কিন্তু সেই কল্যাণের বস্তু আত্মসাৎ ক'বে যারা স্বার্থের জন্য তাকে অকল্যাণের বস্তু ক'রে তোলে—পৃথিবী তাদেব ক্ষমা করবে না।

করুণা—তার মানে?

শ্যামা—তার মানে? তার মানে হ'ল—তোমাদেব মত এই ধারাব ঈশ্বর-বিশ্বাস ধর্ম্মনিষ্ঠা আছে দু শ্রেণীর লোকের। এক ধনী আর এক দবিদ্র। দরিদ্রকে বঞ্চনা ক'রে সঞ্চয়েব অপবাধ থেকে মুক্তি পাবার জন্য জন্মান্তব এবং পূর্ব্বজন্মেব কর্ম্মফলের কর্ত্তা ঈশ্বরকে বিশ্বাস ছাড়া ধনীব গতি নাই। আর ঈর্ষার ক্ষোভের দাহ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে দরিদ্রেবও এই বিশ্বাস ছাড়া গতি নাই।

করুণা—তা হ'লে যারা পরকে বঞ্চিত ক'রে ধনী হতে চায়, ধন না থাকার জন্যে যাদের মনের দাহের নিবৃত্তি হয না—তারাই ঈশ্বরে অবিশ্বাস ক'রে বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে। বিজ্ঞান-বিশ্বাসীরা বৈজ্ঞানিক কারখানার দৌলতে ধনী হ'য়ে ফোঁটা তিলক কাটে—রুদ্রাক্ষ ধারণ করে। Bengal

Scientific Researchএর প্রতিষ্ঠাতাও একদিন ফোঁটা তিলক কাটবেন, অন্ততপক্ষে পরমব্রহ্মে বিশ্বাসী হবেন ব'লে আশা করা যায়।

শ্যামা—বাকযুদ্ধে তুমি কুশলা করুণা এবং তুমি সার্থক ধনী-কন্যা। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে আর বিতর্কবিদ্যায় তফাত আছে। বাকযুদ্ধ ক'রে ফাঁসীর আসামীকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করা যায়, জজ-কোর্টের রায় হাইকোর্টে পাল্টায়, কিন্তু অঙ্কের ফল, সে এক, যতবার সেটাকে কষবে—সেই একই উত্তর দাঁড়াবে। বৈজ্ঞানিকের জীবন অঙ্কের জীবন। ওর উত্তর এক।

করুণা—আপনার জীবনের অঙ্কফলের দিকে সাগ্রহে চেয়ে রইলাম। এস মামা—চ'লে এস।

ব্রজ—আপনি আসছেন তো পরশু আমার ওখানে? পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার কিনব আমি।

শ্যামা—না।

ব্রজ—না? কেন, ফোঁটা তিলকধারী ডিরেকটার বা শেয়ার-হোল্ডার হ'লে আপনার যন্ত্রপাতিও কি বৈষ্ণব হয়ে যাবে না কি? যন্ত্রধ্বনির বদলে কি তাতে মৃদঙ্গধ্বনি উঠবে?

শ্যামা—না। কারখানাটা তা হ'লে Productionএর চেয়ে Profitএর জন্যে বকের মত লোভী হয়ে উঠবে।

করুণা—অর্থাৎ বকধার্ম্মিক। (শ্যামাদাস হাসিল, করুণা তাহার মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া ফিরিল) এস মামা, চ'লে এস। বকের কাছেও মাছ বাঁচে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মানুষ যখন ব্যবসা করে—পুকুর কেটে, পয়সা দিয়ে মাছ ছেড়ে খাবার দিয়ে মাছ পোষে—তখন মাছের আর পরিত্রাণ থাকে না। জালে ধরা না পড়লে পালকেরা পুকুর মেরে মাছ ধ'রে খায়। এস বাড়ী এস।

ব্রজ—(শ্যামাদাসের কাছে আগাইয়া আসিল) Mr. Sastri—ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আপনি কেন এত উত্তেজিত হচ্ছেন ? আপনি নাস্তিক—তার জন্য আমি আপনাকে ভ্রান্ত মনে করি, কিন্তু আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করি। আপনিও আমার ব্যবসা-বুদ্ধিতে আস্থা রাখতে পারেন। Bengal Scientific Researchকে আমরা গ'ড়ে তুলতে পারি—we can make it a great success. আমি এক লক্ষ টাকার শেয়ার কিনব।

শ্যামা—ধন্যবাদ Mr. Ghoshal. কিন্তু সে হয় না। আমার পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে capital অবশ্যই চাই—কিন্তু সে capital capitalist-এর কাছ থেকে আসবে না।

ব্রজ—(তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিল—যে দৃষ্টি অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া বোধ হইল। তারপর একটু মৃদু হাসিয়া) I wish you every success, Mr. Sastri.

শ্যামা—ধন্যবাদ।

ব্রজ—আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে। নমস্কার। এস করুণা।

শ্যামা—নমস্কার।

(করুণা ও ব্রজবিহারীর প্রস্থান)

শ্যামা—(প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের দিকে চাহিয়া) আমার বক্তব্য আজকের মত শেষ হয়েছে। শেষের দিকে যে অবাঞ্ছনীয় ঘটনাটুকু ঘ'টে গেল—তার জন্য আমি দুঃখিত। পরিশেষে, অসংখ্য ধন্যবাদের সঙ্গে আপনাদের আমি নমস্কার জানাচ্ছি।

[মঞ্চের উপর উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উঠিলেন। শ্যামাদাসকে অভিনন্দন জানাইয়া প্রস্থান করিলেন]

১ম—Congratulations Mr. Sastri.

শ্যামা—Thanks.

২য় ব্যক্তি—আপনি ভাল বলেছেন Mr. Sastri—এ ছাড়া আমাদের বাঁচাব উপায় নাই।

শ্যামা—নমস্কাব।

৩য়—এ সম্বন্ধে আপনাব সঙ্গে একদিন আলোচনা কবতে চাই Mr. Sastri. (হাত বাড়াইলেন)

শ্যামা—সে তো আমাব সৌভাগ্য। (কবমর্দ্দন কবিল)

৩য়—ব্রজবিহারী ঘোষাল সম্বন্ধে কিন্তু আপনি সাবধান হবেন Mr. Sastri. He is a dangerous man.

শ্যামা—All capitalists are dangerous.

৩য়—(হাসিলেন) Yes, that's true—but he is more dangerous. ওই ভাগ্নীটিকে দেখলেন তো ?

শ্যামা—করুণাকে আমি জানি। সে আমাব ছাত্রী ছিল।

৩য়—ঘোষালেব সমস্ত ধন সম্পদ ওই ভাগ্নীকে ফাঁকি দিয়ে। ঘোষালকে আমি দেখেছি পথেব ফকীব। বড়লোক ভগ্নীপতির Businessএ পঞ্চাশ টাকার কেরাণী।

শ্যামা—ও সব কথা থাক। Let us part to-day. Good night.

৩য়—Good night ! (প্রস্থান)

[শ্যামাদাস টেবিলের উপব হইতে বই তুলিয়া লইতেছেন, এমন সময় দরজা দিয়া প্রবেশ কবিল একটি তরুণী। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মেযে। মেযেটিব নাম অনিমা]

অনিমা—Hallo শ্যামল ! How do you do?

শ্যামা—(পিছাইয়া গেল) কে ? কে ?

অনিমা—আমি কি এতই পাল্টে গেছি শ্যামল যে তুমি আমায়—

শ্যামা—অ্যানি ! অনিমা !

অনিমা—Yes, I am your Anny শ্যামল, কিন্তু তুমি—

শ্যামা—এক মিনিট, কিছু মনে ক'রো না। আমি শ্যামল নই, আমি শ্যামাদাস।

অনিমা—আমার কাছে তুমি শ্যামল। আমিই তোমার শ্যামাদাস নাম পাল্টে শ্যামল দিয়েছিলাম, and you accepted it very gladly.

শ্যাম—পরবর্ত্তী কালে আরও আনন্দের সঙ্গে, I mean very verygladly. শ্যামল পাল্টে আবার আমি শ্যামাদাস হয়েছি অনিমা, তুমি আমায় শ্যামাদাস ব'লেই ডেকো।

অনি—(হাসিয়া) তুমি কি আমায় আঘাত দিতে চাচ্ছ শ্যামাদাস? But you miss your aim. আমি তোমায় শ্যামাদাস ব'লেই ডাকব।

শ্যাম—ধন্যবাদ।

অনিমা—ধন্যবাদগুলো বাক্যব্যয়ের মধ্যে অপব্যয় শ্যামাদাস—ওগুলো বাদ দিয়ে কথা বল। বিলেত থেকে কবে ফিরলে?

শ্যাম—ফিরেছি ডিসেম্বরে। ছ মাস হয়ে গেল।

অনিমা—ছ মাস! আমাকে একটা খবর দাও নি তুমি?

শ্যামা—সময় হয় নি। কিছু মনে ক'রো না।

অনিমা—একটা খবরও দিতে পারতে তুমি। Post cardএর দাম বেড়েছে—কিন্তু তিন পয়সার বেশী নয়। আমার মূল্য কি তোমার কাছে তার চেয়েও কম?

শ্যামা—তোমার মূল্য আমার কাছে অঙ্কে ধরা পড়ে না মিস মুখার্জ্জী—

অনিমা—Excuse me. তোমার কথার মধ্যেই বাধা দিচ্ছি। আমি আর মিস মুখার্জ্জী নই, মিসেস বোস—শ্যামল—I mean শ্যামাদাস—

শ্যামা—Really? আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি অনিমা। কিন্তু ভাগ্যবান Mr. Bose. আসেন নি?

অনি—নিশ্চয়, তিনিই আমাকে জোর ক'রে তোমার বক্তৃতা শুনতে নিয়ে

এসেছিলেন। তিনিও একজন বৈজ্ঞানিক—অবশ্য ডাক্তার। তোমাব সঙ্গে আলাপ করবাব জন্যে তিনি ব্যগ্র হয়ে বাইরে অপেক্ষা ক'বে বয়েছেন। (নেপথ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া) Dr. Bose—

শ্যামা—Dr. Bose আসতে আসতে আমাব বক্তব্যটা শেষ ক'রে নিই মিসেস বোস—rather Anny—বলছিলাম না—মূল্যের কথা? অঙ্কে যে মূল্য ধবা পড়ে না—তাতে আর শূন্যতে কোন তফাত নেই।

(Dr. Bose প্রবেশ করিল

প্রৌঢ় ভদ্রলোক, নিখুঁত সাহেবী পোষাক)

অনি—তার মানে?

শ্যামা—আপনিই Dr. Bose? Let me introduce myself—আমি অ্যানির—I mean মিসেস বোসের একজন পুবনো বন্ধু। (হাত বাড়াইল)

Dr. Bose—(শ্যামাদাসেব হাত চাপিয়া ধবিল) তা হ'লে আমার আর একটা পরিচয় আপনার কাছে দিই। আমি আপনার একজন ভক্ত। আপনাব প্রবন্ধ যেখানে যা বেব হয়—আমি গভীব মনোযোগের সঙ্গে পড়ি।

শ্যামা—আমার সৌভাগ্য।

Dr. Bose—আমবা কি বাইবে যেতে যেতে কথা বলতে পাবি না? রাত্রি হয়ে যাচ্ছে।

শ্যামা—চলুন মিসেস বোস, সেই ভাল।

অনি—(নিজে হাত বাড়াইয়া) রূঢ়তার মার্জ্জনা আছে শ্যামল—অভদ্রতা অমার্জ্জনীয়। Give me your hand. (নিজে শ্যামাদাসের হাত টানিয়া লইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পল্লীগ্রাম। কলিকাতার নিকটস্থ কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী সহরতলীতে শ্যামাদাসের পৈত্রিক বাড়ী। নিতান্ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী। বাড়ীখানি পুরানো। বাড়ীর বাহিরের দিক। একতলা পাকা বাড়ীর বেশ পরিসর একটি বারান্দা। বারান্দাতে উঠিবার সিঁড়িটি দুইপাশে দুটি হাতী-শুঁড় দিয়া ঘেরা। বারান্দার দুইপাশে দুইটি করবী ও যুঁইয়ের ঝাড়। আসবাবপত্রের মধ্যে একখানি তক্তাপোষ, কয়েকটি মোড়া, খান দুই পুরানো চেয়ার। ঘরের দরজার মুখে শ্যামাদাসের বিধবা মা শৈলজা দেবী একখানি পত্র পড়িতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে হেমন্ত। হেমন্ত প্রিয়দর্শন যুবা, শ্যামাদাসেরই সমবয়সী, শ্যামাদাসের খুড়তুত ভাই। শৈলজা-দেবী চিঠি পড়া শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া হেমন্তের দিকে চাহিলেন]

শৈলজা—চিঠিখানা পড়বি হেমন্ত ?

হেমন্ত—বড়দা চিঠি লিখে আমায় পড়তে দিয়েছেন জ্যাঠাইমা। আমি পড়েছি।

শৈলজা—বাংলা দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত বুনো-রামনাথের সব চেয়ে প্রিয় শিষ্য দুর্গাদাস শাস্ত্রীর বংশের ছেলের চিঠি।

(হাসিলেন। তারপর চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইলেন)

হেমন্ত—চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলবে জ্যাঠাইমা ?

শৈলজা—(অর্দ্ধেক করিয়া ছিঁড়িয়া) হ্যাঁ।

হেমন্ত—কিন্তু ছিঁড়ে ফেললেই কি চিঠিখানার অস্তিত্ব চ'লে যাবে ?

শৈলজা—(আরও টুকরা করিয়া) ঠিক বলেছিস—ছিঁড়ে ফেললেও টুকরো টুকরো হ'য়ে থাকবে। তাতে ঘর অপবিত্র হবে।

হেমন্ত—চিঠিখানা কিন্তু বড় ভাল লিখেছিল বড়দা। আমার ইচ্ছে ছিল—চিঠিখানা তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেব।

শৈলজা—তুই দাঁড়া হেমন্ত, টুকরোগুলো উনোনে দিয়ে হাত ধুয়ে আসছি আমি। (প্রস্থান)

হেমন্ত—(আপন মনে আবৃত্তি করিল) বঞ্চিত যে ছেলে—
তারি তরে চিত্ত মার দীপ্ত দীপ জেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্ব-দেবতার।

[নেপথ্য হইতে খুব উচ্চকণ্ঠে কথা বলিয়া প্রবেশ করিল কেষ্টদাস। শ্যামাদাস ও হেমন্তের সে খুড়তুত ভাই। তাহাদের অপেক্ষা বয়সে ছোট। পোষাকে পরিচ্ছদে আপ-টু-ডেট কলিকাতার ছেলে। বয়াটে মর্ত্য। শ্যামাদাস ও হেমন্তের লেখাপড়ার কৃতিত্বে সে ঈর্ষ্যান্বিত]

কেষ্টদাস—বিদ্বান পণ্ডিত জনের মা কই গো? কোথায়? বলি অ জ্যাঠাইমা!

হেমন্ত—কি কেষ্ট—এমন ক'রে চেঁচাচ্ছিস কেন?

কেষ্ট—আরে বাপরে! ভাবী কবিসম্রাট—উড্ডীয়মান সাহিত্যিকপ্রবর হেমন্তদা যে! আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর। তারপর জ্যাটাইয়ের দলের সম্রাজ্ঞী আমাদের জ্যাঠাইমা কোথায় বল তো?

হেমন্ত—কেন? কি দরকার তাঁকে?

কেষ্ট—গাধার লাথির চেয়ে বিলিতী ঘোড়ার লাথি অনেক শক্ত, সেই কথাটা মা-জননীকে সবিনয়ে নিবেদন করতে এসেছি। অ জ্যাঠাইমা! (সে বাড়ীর দিকে আগাইয়া চলিল)

হেমন্ত—(কেষ্টর হাত ধরিয়া) গাধার লাথি যদি বা সহ্য করা যায় কেষ্ট, চীৎকার কোন মতেই সহ্য করা যায় না। চুপ কর্ তুই।

কেষ্ট—হাত ছেড়ে দাও হেমন্তদা—ভাল হবে না বলছি। ওই, ওই, পাক দিচ্ছ কেন?

হেমন্ত—টানাটানি করিস নে। তোরই হাতে লাগবে। আমার বড় মুগুর

দুটো দেখেছিস তো ? সে দুটো নিয়ে আমি রোজ একসারসাইজ করি। তোর চেয়ে আমার জোর অনেক বেশী।

কেষ্ট—সেই জন্যেই তোমার লেখাগুলো এমনি কাঠখোট্টা। ছাড় ছাড। মাইরী বলছি, ইয়াকী আমি পছন্দ করি না। ছাড—হাত ছাড।

হেমন্ত—বিলিতী ঘোডা ব'লে কি বলছিলি ? তুই তো বিলিতী ঘোড়া বলিস শ্যামাদাসদাকে আমি জানি।

কেষ্ট—কেন ? বলবে না কেন ? জ্যাঠাইমা আমাকে মুখ্যু গাধা বলে কেন ?

হেমন্ত—বড়দার কথা কি বলছিলি ?

কেষ্ট—বডদা জ্যাঠাইমার নামে নোটিশ দিয়েছে। একটা লোক নোটিশ নিযে এসেছে।

হেমন্ত—নোটিশ ?

কেষ্ট—হ্যাঁ হ্যাঁ, নোটিশ। এতদ্বারা আপনি শ্রীমতী শৈলজা দেবী, আপনাকে জানানো যাইতেছে—তারপর আমি আর পড়ি নি।

(হেমন্ত কেষ্টের হাত ছাড়িয়া দিয়া বাহিরের দিকে আগাইয়া গেল)

হেমন্ত—(নিজের হাতখানা অন্য হাত দিয়া টিপিতে টিপিতে) বাপরে ! বাপরে ! বাপরে !

কেষ্ট—কে মশায় ? কে নোটিশ এনেছেন ?

(রমেশ নামক কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

রমেশ—নমস্কার।

হেমন্ত—কিসের নোটিশ মশাই ? ব্যাপার কি ?

রমেশ—আমি Bengal Scientific Researchএর Director Mr. S. Shastriর কাছ থেকে আসছি। শ্রীযুক্তা শৈলজা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁর নামে একটা নোটিশ আছে।

হেমন্ত—কিসের নোটিশ ? দেখি।

রমেশ—আপনি অনুগ্রহ ক'রে শৈলজা দেবীকেই খবর দিন—তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেই সব বলব আমি।

নেপথ্য হইতে শৈলজা—হেমন্ত, ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দে, আমি সেকেলে হিন্দু ঘরেব মেয়ে। আমি পর্দ্দা মানি। উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেই আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি না। ওঁর যা বলবার আছে, উনি তোকে বলুন। আপত্তি হয়, ফিরে যান। কিংবা দেওয়ালে লটকে নোটিশ জারী করুন।

কেষ্ট—হুঁ-হুঁ বা-বা। No চালাকী and no ফালাকী! Cold cold words—কালা কালা বাত।

হেমন্ত—তুই থাম্ কেষ্ট, তুই থাম্। কই দেখি, আপনার নোটিশ দেখি। কিসেব নোটিশ ?

কেষ্ট—বোধ হয় মাকে মাতৃপদ থেকে খারিজ কবতে চান—এতদ্বাবা আপনি শ্রীমতী শৈলজা দেবী, আপনাকে—

হেমন্ত—কেষ্ট !

কেষ্ট—নাও বাবা, আমি চুপ করেছি। তুমি একাই বকো।

(রমেশ হেমন্তকে নোটিশ দিল, হেমন্ত পড়িয়া দেখিতে লাগিল)

বমেশ—এই গ্রামেব ওদিকে, Bengal Scientific Researchএর কারখানার ধারে যে বাগান এবং বস্তী আছে, সেই বস্তী বাগানেব তুয়ের তিন অংশ কিনেছে Bengal Scientific Research Ltd.

হেমন্ত—এখন Bengal Scientific Researchএর কারখানার Extension-এর জন্য ওই বাগান আর বস্তীটার দরকার হয়েছে।

রমেশ—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই শৈলজা দেবীকে তাঁর অংশ বিক্রি করবার জন্য

notice দিয়েছেন। Partition Suitএর notice আর কি!

(হেমন্ত চুপ করিয়া রহিল)

বস্তীর চাষীদের ওপরেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

হেমন্ত—দেখুন, নোটিশখানা আপনি ফিরে নিয়ে যান। বলবেন—Mr. Shastriকে—হেমন্তবাবু ব'লে এক ভদ্রলোক—এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন।

(অন্তরাল হইতে শৈলজা বাহিরে সম্মুখে আসিলেন)

শৈলজা—না। কই আপনার নোটিশ? আমি নিজের হাতেই নোটিশ নিচ্ছি।

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা।

শৈলজা—অপেক্ষা কর হেমন্ত, এঁর সঙ্গে কথাটা সেরে নিই। (রমেশের প্রতি) আর আপনার কিছু দরকার আছে?

রমেশ—এই রসিদটাতে সই—মানে নোটিশ যে পেলেন—(কাগজ কলম বাহির করিল)

শৈলজা—দিন। (নিজেই হাত বাড়াইয়া কাগজ কলম লইয়া সই করিয়া দিলেন)

রমেশ—যদি উত্তর কিছু দেন—

শৈলজা—উত্তর? বলবেন, ওখানে যে গরীবেরা বাস ক'রে আছে—তারা আমার শ্বশুরকুলের তিন পুরুষের আশ্রিত। তাদের রক্ষা আমাকে করতেই হবে। বিনা মামলায় আমি বস্তী বাগানের অংশ ছাড়ব না।

রমেশ—বেশ তাই বলব। (রমেশের প্রস্থান)

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা, কাজটা বোধ হয় তুমি ঠিক করলে না।

শৈলজা—তোর সঙ্গে কথা পরে হবে হেমন্ত, আগে কেষ্টর সঙ্গে কথা বলে নিই। কেষ্ট!

কেষ্ট—ও বাবা, এ যে একেবারে রাণী দুর্গাবতীর মতন সুর ধরলে! ধমকাও যে! বল না, কি বলবে! সামনে তো দাঁড়িয়েছি।

শৈলজা—লোকটি ব'লে গেল—নোটিশেও লেখা রয়েছে—কোম্পানী বাগান-বস্তীর দুয়ের তিন অংশ কিনেছে। ওর একভাগ আমার, একভাগ ছিল হেমন্তর মায়ের—সে ভাগ অনেক দিন আগে ঠাকুরপো বিক্রী করেছিলেন। আর একভাগ তোর মায়ের—

কেষ্ট—আমাব মায়েব ভাগ আমি বেচে দিয়েছি।

শৈলজা—বেচে দিয়েছিস? কেন?

কেষ্ট—কেন আবার কি? আমার মায়েব সম্পত্তি আমি বেচে দিয়েছি। আমার খুসী—ইচ্ছা। ব্যাস্।

শৈলজা—পৈত্রিক সম্পত্তিগুলো বেচে এই রকম ক'রে কথা বলতে লজ্জা কবে না তোব?

কেষ্ট—লজ্জা? কেন? নিজেব সম্পত্তি বিক্রী কবেছি তাতে লজ্জা করবে কেন? তা ছাডা বিচাব ক'বে দেখতে গেলে তিন পুরুষে আমরাই তো বেচারাম; আমাদেবই তো বেচাব কথা। প্রথম পুরুষ কেনারাম কেনে, দ্বিতীয় পুরুষ রাজারামেরা ভোগ কবে, তৃতীয় পুরুষ বেচারামেরা বেচে। আমি বেচে দিয়েছি। হেমন্তের বাবা যে দ্বিতীয় পুরুষেই রাজারাম বেচারাম—দুই রামের কাজ একাই সেরে গেছে। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো যত দোষ আমার। বড়দার কোম্পানী মোটা দাম দিতে চাইলে—দিয়েছি ঝেড়ে। বেশ করেছি। তার আর আবার এত বাত কিসের? I don't care—আমার সম্পত্তি আমি বেচেছি। লজ্জা-ফজ্জার ধার ধারি নে বাবা। I don't care!

(বলিতে বলিতে চলিয়া গেল)

শৈলজা—হায় রে কাল! কালের মাহাত্ম্য—নইলে এত বড় শাস্ত্রী-বংশের

ছেলেদের এই পরিণাম হয়! (একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তারপর বলিলেন) হেমন্ত!

হেমন্ত—বল জ্যাঠাইমা।

শৈলজা—তোর বাপ অনেক দিন আগেই শাস্ত্রী-বংশের কুলধর্ম্ম ত্যাগ করেছিল; বাড়ী থেকে কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল। তবু তোরই ওপর আমি এখনও প্রত্যাশা রাখি। আমার একটা কাজ ক'রে দিবি?

হেমন্ত—এমন ক'রে বললে আমি লজ্জা পাই জ্যাঠাইমা।

শৈলজা—তুই বাবা কাল একবাব হরিমোহনবাবু উকীলের কাছে যাবি। তাঁর কাছ থেকে এই নোটিশটার একটা জবাব লিখিয়ে আনবি।

হেমন্ত—তুমি কি সত্যি-সত্যিই বড়দাব সঙ্গে মামলা করবে জ্যাঠাইমা?

শৈলজা—আমাকে কি কখনও মিথ্যে কথা বলতে শুনেছিস? কোম্পানীর লোককে আমি তোর সামনেই জবাব দিয়েছি। •

হেমন্ত—না না, জ্যাঠাইমা—

শৈলজা—না নয় হেমন্ত—মামলা আমাকে লড়তেই হবে।

হেমন্ত—না জ্যাঠাইমা, না। নিজের ছেলের ওপর এত রাগ করে না।

শৈলজা—রাগের জন্য নয় হেমন্ত, বস্তীর প্রজাদের রাখবার জন্যে আমাকে মামলা লড়তে হবে। প্রজাদের বসিয়ে গেছেন তোদের ঠাকুরদাদা। তিনিই ঐ জায়গা কিনে নিজে হাতে বাগান করেছিলেন, বস্তী বসিয়েছিলেন। আমরা তখন তিন বউ নতুন এসেছি। শ্বশুর আদর ক'রে স্নেহ ক'রে—আমাদের নামে বাগান-বস্তী কিনেছিলেন। আমরা তিন বউ মিলে—কতদিন বাগানের কচি গাছে জল দিয়েছি, আঁচল ভ'রে তরকারী আনাজ তুলে এনেছি। ওই প্রজাদের সঙ্গে আমাদের তিন পুরুষের সম্বন্ধ। তোদের আঁতুড়ে ওরাই এগুনীর কাজ করেছে। তোরা যখন ছোট ছিলি—তখন কাজের ভিড় থাকলে—ওদের বাড়ীতেই তোদের

রেখে এসেছি। তারা তোদের দেবতার ছেলের মত যত্ন করেছে। আজ শ্যামাদাসই বল্ আব কোম্পানীই বল্—তাদের উঠিযে দেবে—আব আমি তাই সহ্য করব ?

হেমন্ত—তুমি বল জ্যাঠাইমা, আমি শ্যামাদাসদাকে তোমার কাছে নিয়ে আসি।

শৈলজা—না হেমন্ত, তাব মুখ আমি দেখব না। শাস্ত্রী-বংশের ছেলে হয়ে সে কুলধর্ম্ম ত্যাগ কবেছে। আমি ব'লে যাব দশজনকে—আমি মবলেও সে যেন আমার মুখে আগুন না দেয়।

হেমন্ত—ছি-ছি-ছি! কি বলছ জ্যাঠাইমা! অনেকক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে তোমার মাথা গবম হয়ে উঠেছে। চল চল—ভেতবে চল।

শৈলজা—দেশবিখ্যাত বুনো রামনাথের শিষ্যের বংশ শাস্ত্রী-বংশ। কলকাতায় যখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এল—তখন গোটা বাংলা দেশের মান যায়। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—শিবনাথ বাচস্পতি পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করলেন। কলকাতার রাজারাজড়ারা ছুটে গিয়ে পড়ল নবদ্বীপের বনে—বুনো বামনাথেব ভাঙা কুঁড়ের উঠোনে। রামনাথ এসে বাংলার মান বাঁচালেন। দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মাথা নীচু ক'রে ফিরে গেলেন। কলকাতার রাজা-বাজড়ারা কুবেরেব ঐশ্বর্য্য দিয়ে তাঁকে কলকাতায় বাস করাতে চাইলে। বামনাথ থাকলেন না। রাজারাজড়াদেব অনুরোধে—তাঁর সব চেয়ে প্রিয় শিষ্য আমাব বড়শ্বশুর তোদের প্রপিতামহকে দিয়ে গেলেন। সেদিন তিনি কেঁদেছিলেন। তাঁর বংশ। আজ আমি বুঝতে পারি তিনি কেন কেঁদেছিলেন।

হেমন্ত—বুদ্ধিমান লোক ছিলেন তোমাব বড়শ্বশুর জ্যাঠাইমা। বিলেতে যদি কেউ জায়গা জমি বাড়ী ঘর দিয়ে আমায় সেখানে বাস করতে বলে

—তবে আমি সেখানে গিয়ে বাসও করি আবাব দেশ ছেড়ে যাবার সময় হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসিয়েও দি জ্যাঠাইমা।

শৈলজা—ছি ছি হেমন্ত, ছি!

হেমন্ত—(শৈলজার মুখেব দিকে চাহিয়া) না না না। ওটা আমি ঠাট্টা কবছিলুম। আমার ঠাকুরদাদাব বাবা—আমার সঙ্গে ঠাট্টার ডবল সম্বন্ধ কিনা!

শৈলজা—না। এমন ঠাট্টা ক'রো না। তোমাদের প্রপিতামহ গুরুর আজ্ঞা পালন না ক'রে পাবেন নি। কিন্তু তিনি কলকাতা শহরের মধ্যে বাস করেন নি। বাস করেছিলেন—কলকাতার পাশে—গঙ্গার ধাবে এই পাড়াগাঁয়ে। ঐশ্বর্য্যও তিনি নেন নি। নিয়েছিলেন শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত সামান্য জমি। যে ঐশ্বর্য্য তাঁকে কলকাতার ধনীরা সেকালে দিতে চেয়েছিলেন—সে নিলে আজ তোমরা টেবিলে ব'সে খানা খেতে। শাস্ত্রী-বংশ দু পুরুষ আগে বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে ক'রে এসে ট্যাঁস ফিরিঙ্গী হ'ত।

হেমন্ত—কিছু মনে ক'রো না জ্যাঠাইমা। এবার তোমাব কথাব প্রতিবাদ করব আমি। তাতে ফিরিঙ্গী হওয়া আটকেছে, কিন্তু তাতে তো শাস্ত্রী-বংশের ছেলের কেষ্টদাস হওয়া আটকায় নি। বড়দা কি ওই—

শৈলজা—তুই থাম্ হেমন্ত। তার নাম আমার কাছে করিস নে।

হেমন্ত—নিজের নামটা তুমি সার্থক ক'বে তুলেছ জ্যাঠাইমা। শৈলজা মানে—পাষাণনন্দিনী, পাথরের মেয়ে—

শৈলজা—হ্যাঁ হেমন্ত, আমি পাথর। শুধু পাথর নয়, মরা পাথর। গায়ে কোন দিন বোধ হয় শ্যাওলার সবুজ আভাও পড়বে না। কিন্তু আমি পাথর হলাম কেন বলতে পারিস?

হেমন্ত—অভিমান। জ্যাঠাইমা, তার জন্যে আমি তোমাকে দোষ দিই নে।

বড়দার সঙ্গে তোমার কি হয়েছে সে আমি জানি না, কিন্তু সে, নিশ্চয় অত্যন্ত হৃদয়হীনের মত কিছু করেছে। না হ'লে তোমাব এত বড় অভিমান হ'ত না।

শৈলজা—না না হেমন্ত, না। অভিমান নয়। পাপ! তার পাপে আমি পাথর হয়ে গেলাম। কেষ্টব কথা বললি; কেষ্ট বংশেব কলঙ্ক। বংশের কোন্ গুপ্ত পাপের ফলে ও এমন বুদ্ধিহীন দুষ্টমতি হয়ে জন্মেছে। শাস্ত্রী-বংশের পাপ। পাপেবও প্রায়শ্চিত্ত আছে। কিন্তু কর্ম্মদোষে পুণ্যফল বিকৃত হয়ে পাপে পবিণত হয় হেমন্ত, সে পাপ কত বড় পাপ বলতে পাবিস?

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি—মা! বেলা যে দুপুব গড়াতে চলল মা!

শৈল—হেমন্ত, সংসাবে সকল পাপেব খণ্ডন হয় গোবিন্দেব প্রসাদে। গোবিন্দ-জীকে অবিশ্বাসের পাপ, তার কি মার্জ্জনা আছে—না হয়?

(প্রশ্ন করিযা তিনি স্থির দৃষ্টিতে হেমন্তর দিকে চাহিলেন। হেমন্ত মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল)

ঝি—(এই নীববতার সুযোগে) মা!

শৈল—যাচ্ছি। তুই যা।

ঝি—আব কখন মুখে জল দেবেন মা?

শৈল—বল্ হেমন্ত, আমার কথাব উত্তব দে?

হেমন্ত—এ সব কথা পরে হবে জ্যাঠাইমা। এখন বেলা অনেক হয়েছে, গোবিন্দজীর ভোগ হয়ে গেছে। মুখে একটু জল দেবে চল।

শৈল—না। আগে তোর উত্তরটা আমাকে দে। তোব উত্তব শুনে যদি মুখে আমার জল নাই রোচে তবে আজ না হয় উপোস ক'রেই থাকব। বামুনের ঘরের বিধবা একটা দুটো উপোসে মবব না। জানিস, শ্যামাদাস

বিলেত থেকে এল—তাকে বুকে নেবার জন্যে প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন ক'রে রেখেছিলাম ; সে এসে বসল। আমি তাড়াতাড়ি গোবিন্দজীর চরণামৃত দিতে গেলাম। সে মুখ সরিয়ে নিলে। বললে—ওর মধ্যে কত কি রোগের বিষ থাকতে পারে, সে ও খাবে না। তারপর বললে—ওসব সে মানে না। প্রায়শ্চিত্ত সে করবে না। শুধু তাই নয় হেমন্ত, কথায় কথায় সে বললে—মানুষে আর জানোয়ারে তফাত শুধু মানুষ বুদ্ধিমান জানোয়ার। যে মানুষের বুদ্ধি নাই সে জানোয়ার ছাড়া কিছু নয়। ওই—ওই বাগদীদের জন্যে বললে। শ্যামাদাসকে বললাম—তোর মুখ আমি দেখতে চাই নে। সে চ'লে গেল। আমি তিন দিন নিরম্বু উপোস ক'রে উপুড় হয়ে প'ড়ে ছিলাম। শ্যামাদাসের মৃত্যুশোক ভোগ করা আমার সেইদিন হয়ে গেছে, এখন—

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা, জ্যাঠাইমা, কি বলছ তুমি ?

শৈল—কথা আমার শেষ করতে দে বাবা। সেই দিন শ্যামাদাস আমার কাছে মরেছে। আজ আবার তোর কথা শুনে আমার বুকটা কেমন ক'রে উঠল। আমার কথা তুই যেন এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিস। তোকে আর শ্যামাদাসকে আমি পৃথক ক'রে দেখি নি। তবু নিজের পেটের সন্তানের সমান পরের সন্তান হয় না। আমার কথার উত্তর অসঙ্কোচে তুই দে। তোর উত্তর শুনে যদি বুঝি শাস্ত্রী-বংশের শেষ ছেলে তুইও মরেছিস—তবে শ্যামাদাসের জন্যে যদিন কেঁদেছিলাম—তার চেয়ে কম দিনই কাঁদব। বল্, আমার কথার উত্তর দে। (অপেক্ষা করিয়া) হেমন্ত !

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা !

শৈল—বল্ হেমন্ত ! তবে কি বুঝব, তুইও আমার গোবিন্দজীকে বিশ্বাস করিস নে ? তুইও মানুষকে জানোয়ার ভাবিস ? শ্যামাদাসের পাপকে তুই পাপ ব'লে স্বীকার করিস নে ?

হেমন্ত—মানুষকে আমি ভালবাসি জ্যাঠাইমা।

শৈল—তুই আমাকে বাঁচালি হেমন্ত। তোকে আশীর্ব্বাদ করি তুই দীর্ঘজীবী হ। ওরে, তোর ওপর আমার গোবিন্দজীর সেবার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারব।

হেমন্ত—সে কথা পবে হবে জ্যাঠাইমা—এখন চল, মুখে একটু জল দেবে চল।

[সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্য হইতে শাস্ত্রীদের বাগান ও বস্তীর প্রজা রতন ডাকিল]

নেপথ্যে রতন—মা ঠাকবণ!

হেমন্ত—কি বিপদ! এ সময়ে আবাব কে এল?

শৈল—বতন?

নে-রতন—হ্যাঁ মা। আমি।

শৈল—কি রতন? এস, ভেতবে এস।

(বতন এবং আবও ২।৩ জনের প্রবেশ)

রতন—পেনাম। পেনাম মেজ দাদাঠাকুর!

হেমন্ত—তোদের কি আসবার সময় অসময় নাই রতন?

রতন—বড় বিপদ হ'ল যে দাদাঠাকুর! হেথা ছাডা মোরা যাই কনে কও? মায়ের অভয় পাই কোথাকে বলেন?

শৈল—কি? বিপদ কি হ'ল রতন?

রতন—একডা ক'রে লুটিশ জারী ক'রে গেল যে মা ঠাকরণ। কয় কি যে, ঘরের দাম নিয়া উঠি যাতি হবে। কেষ্টদাদা কইল যে, বড়দাদাবাবু নাকি লুটিশ দিয়েছে।

হেমন্ত—সে হবে পরে। এখন তোরা বাড়ী যা।

রতন—পরে হবে কি দাদাবাবু? আমাদের পিতিপুরুষের ভিটি, আপনকাদের শ্রীচরণ এ সব ছাডি আমরা যাব কনে গো? (চোখ মুছিল)

হেমন্ত—মরেছে রে! তা এখুনি কাঁদিস কেন? পিতিপুরুষের ভিটি এখনই এই ভরা দুপুরে ছেড়ে যেতে হচ্ছে না। আমাদের শ্রীচরণও আমরা কেড়ে নিই নি। নাও—চরণের ধূলো নিয়ে এখন বাড়ী যাও। ও নোটিশের কথা আমরা জানি। ওর ব্যবস্থা হবে। জ্যাঠাইমার মুখে এখনও জল ওঠে নি।

রতন—(ব্যস্ত হইয়া) তা জানি না দাদাবাবু, হায় রে মুরুক্ষুর বুদ্ধি! তাই বেশ কথা, পরে কথা হবে। চল্—চল্ রে বাড়ী চল্! পেনাম—পেনাম।

[শৈলজা এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এইবার রতনদের প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া বলিলেন]

শৈলজা—দাঁড়া রতন।

রতন—মা!

শৈলজা—বাগদীর ছেলে তোরা। শুনি তোদের বাপ-পিতামো নাকি ডাকাত ছিল। তাদের লাঠিতে নাকি ঢেলা আটকাত, মানুষের মাথার হাড় চুর হয়ে যেত। তাদের সড়কীতে নাকি সারবন্দী মানুষ গেঁথে যেত?

রতন—মা, তেনারা ছিলেন পুণ্যাত্মা মানুষ।

শৈলজা—তোরা কি একেবারেই লাঠি সড়কী ধরতে জানিস না?

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা! জ্যাঠাইমা!

শৈল—যদি কেউ তোদের তুলতে আসে, তবে লাঠি মেরে তাদের তাড়িয়ে দিবি, মাথা ভেঙে দিবি।

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা!

শৈল—দরকার হয় সড়কী দিয়ে তাদের গেঁথে ফেলবি।

(প্রস্থানোদ্যত, কয়েক পা অগ্রসর হইলেন)

রতন—ওগো মা, এ কি কইছ গো মা তুমি? বড়দাদাবাবু—

শৈল—(ফিরিয়া) বড়দাদাবাবু তোদের ম'রে গেছে।

(আবার দুই পা অগ্রসর হইলেন)

শৈল—(আবার ফিরিলেন) কোন ভয় নেই তোদের। মামলা মকদ্দমা যা করতে হয় আমি করব। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(ব্রজবিহারীবাবুর বাড়ীর আপিস)

[ধনী-জনোচিত বাড়ী ঘর। আপিস-ঘরখানির চারিদিকের দেওয়ালে ছবি টাঙানো। অধিকাংশগুলিই factoryর ছবি। যে সব factoryর তিনি Managing Director—সেই সব factoryর ছবি। ছবিগুলির নীচে factoryগুলির নাম লেখা—Braja Bihari Cotton Mills Ltd., Braja Bihari Chemical Works Ltd. Braja Bihari Iron Works Ltd. ইত্যাদি। প্রত্যেকটির নীচে আরও লেখা—Managing Director—Braja Bihari Ghoshal. কয়েকখানি তাঁহার নিজের ছবি। নীচে লেখা—"বাংলার নবযুগের ধনপতি সওদাগর—ব্রজবিহারী ঘোষাল।"

কয়েকখানি বিজ্ঞাপনের বড় প্রতিলিপিও দেখা যায়:—

"B. B. Ghosal Enterpaises.—SAFE. SOLID. SOUND"

বাংলায় লেখা—"ব্রজবিহারীবাবু কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেই লোকে অবিচলিত বিশ্বাসে তার শেয়ার কিনে থাকে।" ব্রজবিহারী চেয়ারে বসিয়া আছেন। একজন কর্ম্মচারী সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি বিজ্ঞাপনের খসড়া পড়িয়া শুনাইতেছিল। ব্রজবিহারী চোখ বুজিয়া শুনিতেছেন]

কর্ম্মচারী—ব্রজবিহারীবাবুর গড়া প্রতিষ্ঠানে ফাঁকি নাই। প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য মহৎ, বৃহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত। নতুন বাংলাদেশ গ'ড়ে তুলবার জন্যই তিনি তাঁর সকল শক্তি নিয়োজিত করেছেন। নূতন বাংলা—সোনার বাংলা—তার মণিকার—ব্রজবিহারী ঘোষাল। বাংলার সঙ্গে

ব্রজবিহারীর প্রতিষ্ঠানগুলির নাড়ীর সম্বন্ধ। আপনি নিজেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করতে দ্বিধা করবেন না, বিলম্ব করবেন না।

ব্রজ—Good, very good—বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে। সব কাগজে পাঠিয়ে দাও। Monthly-গুলোর full page—দৈনিকগুলোর অন্তত কোয়ার্টার পেজ। বুঝলে?

কর্ম্মচারী—আপনার ফোটো—

ব্রজ—কারখানার ইঞ্জিনে হাত দিয়ে যেটাতে দাঁড়িয়ে আছি, এবার সেইটে দাও।

কর্ম্মচারী—যে আজ্ঞে।

[ব্রজবিহারী ফাইল উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন। কর্ম্মচারী চলিয়া যাইতেছিল। তিনি আবার ডাকিলেন]

ব্রজ—শোন।

(কর্ম্মচারী ফিরিল)

দালাল রামদাস মাড়োয়ারীর আসবার কথা আছে। এলেই তাকে পাঠিয়ে দেবে।

কর্ম্মচারী—যে আজ্ঞে।

[ব্রজবিহারী আবার ফাইল উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন]

(নেপথ্য হইতে দালাল রামদাস)

নেপথ্যে রামদাস—ঘোষালবাবু আছেন? মিষ্টার ঘোষাল?

নেপথ্যে রামদাস—ঘোষাল মশয়!

ব্রজ—এস এস, রামদাস এস।

(রামদাসের প্রবেশ)

রাম—রাম রাম বাবুজী, তবিয়ৎ আচ্ছা?

ব্রজ—রাম রাম। হ্যাঁ, শরীর ভাল। কিন্তু তোমার খবর কি? টেলিফোনে পাই না। লোক পাঠিয়ে পাই না—

রাম—আরে বাপ রে বাপ রে! যে কাম আপনি মশা হামাকে দিলেন—সীতারাম—সীতারাম! Bengal Research তো তাজ্জব কি কারখানা রে বাবা! রাম! রাম! রাম! একটো richman shareholder নেহি, বিলকুল কোই প্রফেসর, কোই ডক্টর, আউর তামাম employee উসকে shareholder। বিনা ধনীসে কারখানা চলেবে বাবা? উসকে share লিয়ে কি করবেন মশা আপনি? উ কারখানা গেল, লাল বাতী জ্বললো—গণেশজী ইন্দুরের উপরসে উল্টাইয়া গিরলেন ব'লে। উ ছোড়ি দেন আপনি। আরে মশয়, বিনা পতিসে সতী ভইয়া, বিনা প্রভুসে দাস।

আমীর বেগর কসাব, আউর বিনা দাঁতসে হাস॥

কহে কবি রামদাস—

ব্রজ—(বরাবর ফাইল উল্টাইতেছিলেন) তুমি থাম রামদাস। তুমি তা' হ'লে কিছু করতে পারনি?

রাম—দেখেন ঘোষালবাবু, আপনারা কাটেন বোকরী, মুচি বাজায় ঢাক, হামি আপলোককে গালভি দি, রামনামভি মুখে বলি, হাজারো বার।—আউর বোকরীকে চামড়াভি কিনি বিলায়েৎমে চালানভি দি। হামারা মুনাফা লিয়ে বাত। আপনি দিবেন দালালী—হামি করবে না কেনে মশা? করিয়েছি কুছ। তব আপনি হামারা দোস্ত আদমী—

ব্রজ—ও কথা থাক। কি করেছ বল?

রাম—আরে বাপ রে! আওরৎকো লিয়ে বাউরা বাজাকে মাফিক হো গেয়া আপ! সবুর কিজিয়ে! এ কিষণদাস! এ ভাই! আ যাইয়ে ভিতরমে।

(কেষ্টদাসের প্রবেশ)

কেষ্ট—Good morning!

ব্রজ—Good morning, বস্থন, আপনি বস্থন।

রাম—বস্থন কাহে বলছেন ঘোষাল মশা? উনকে একঠো চাকরী দিতে হোবে আপকে। হামি বাত দিয়েছি। উ একঠো শালা হ্যায়। বইঠে গা কাহে আপকো সামনে?

ব্রজ—আচ্ছা তোমরা তা হ'লে ওঘরে ব'স।

(রামদাস ও কেষ্টর প্রস্থান)

(করুণার প্রবেশ)

করুণা—মামা!

ব্রজ—বল!

করুণা—আমি আজ মোটর নিয়ে গিয়েছিলাম একটু কাজে। মামী আমাকে তার জন্যে যাচ্ছেতাই বকলেন। শুধু রূঢ় নয়—জঘণ্য ভাষায় বকলেন। তোমাকে না জানিয়ে আমি আর পারলাম না। কিছুদিন থেকেই মামী কথাবার্তায় মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

ব্রজ—তোমার মামী বলছিলেন—আর আমিও লক্ষ্য করেছি—করুণা, তোমার চলা-ফেরায় তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

করুণা—কথাটা বেশ খোলসা ক'রে বলবে মামা?

ব্রজ—তার কি প্রয়োজন আছে? তুমি বুঝতে পার না? কলেজ থেকে ফিরতে তোমার দেরী হয়—

করুণা—তোমার কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারলাম না মামা। আগেও ফিরতে দেরী হ'ত। সপ্তাহে দু-তিন দিন আমি কলেজ থেকে সিনেমায় গিয়েছি। সে তুমি জানতে, তাতে তোমার অমতও ছিল না।

ব্রজ—কিন্তু আজকাল তুমি সিনেমায় যাও না।

করুণা—যাই না। তার চেয়ে অনেক ভাল কাজেই যাই। মধ্যে মধ্যে Dr. Shastria Laborotoryতে যাই। তাঁর কারখানাতেও যাই। এবং

আমার যতদূর ধারণা—তোমার আপত্তি সেখানেই। মামীর আপত্তি অবশ্য অন্যখানে—আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার অস্তিত্ব তাঁর কাছে কাঁটার মত অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে।

ব্রজ—মামীর কথা থাক, পরে হবে। কিন্তু শাস্ত্রীর ওখানে যাওয়াটা আমি যদি অপছন্দ করি, তবে সেটা কি আমার পক্ষে খুব অন্যায় হবে করুণা? আর শাস্ত্রীর ওখানে এমন কি তোমার শিখবার আছে যে, তুমি সেখানে যাও? বাড়ীতে তাঁর কিসের Laborotory?

করুণা—Biologyর Laborotory. ডক্টর শাস্ত্রী এককালে Biologyতে Research করতেন। সে এক অদ্ভুত research।

ব্রজ—Biologyতে? কিন্তু লোকে যে বলে কি একটা গ্যাস নিয়ে তিনি research করেন?

করুণা—হ্যাঁ। এখন তিনি কেমিষ্ট্রি নিয়েই পাগল। বায়োলজি আমার সাবজেক্ট, আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে—তাঁর সেই পুরণো researchগুলো দেখি। এক সময় বায়োলজির researchএর মধ্যে মৃত্যুর রহস্য খুঁজতে চেয়েছিলেন।

ব্রজ—গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরি—হরি—হরি! সেইজন্যেই লোকটির এই অবস্থা। দু নৌকায় পা দিয়েছে, লোকটা ডুববে। (ফাইল তিনি উল্টাইয়া চলিয়াছেন) ওঃ! তুমি আর সেখানে যাবে না। বুঝলে? I don't like it.

করুণা—But I do like it. বিজ্ঞানের ছাত্রী আমি, তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক—তাঁর research সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করতে যাই আমি। এর মধ্যে আমি অন্যায় কিছু দেখতে পাই না। তবে সেদিন সভার মধ্যে তোমাদের বাদ-প্রতিবাদের কথা তুলে যদি বল—তিনি তোমার অপমান করেছেন, তবে—

ব্রজ—(কথার মধ্যপথেই বলিয়া উঠিলেন) ওতে আমার অপমান হয় না করুণা। (বলিতে বলিতে তাঁহার রূপের পরিবর্ত্তন হইল, শান্ত-বিনয় যেন খোলসের মত খসিযা গেল। চেয়াব ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন) ছোট বড তিরিশটা মিল আমার অধীনে। অন্তত ষাট হাজার লোকেব অন্ন-বস্ত্রের ভার আমার হাতে। যত বড়ই পণ্ডিত ও হোক—ওর কথায় আমাব অপমান হয় না। আমি ওর চেয়ে অনেক ওপবে। আমার অপমান এক করতে পারি আমি। যদি দাম্ভিকের মত বলি—এসব আমার কীর্ত্তি ; আমিই মানুষের অন্নদাতা। তবেই আমি আমাব অপমান কবব। সেজন্য নয। লোকটা নানাভাবে আমাদেব ক্ষতি করবার চেষ্টা কবছে। এব জন্যে আমি ওকে শিক্ষা দেব। লোকটাব অত্যন্ত স্পর্দ্ধা। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছে, আমাদের ব্যবসায়েব আসল উদ্দেশ্য হ'ল —নিজেদের Bankএর খাতা ভরিয়ে তোলা। একদিকে কারখানায় যারা প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে খাটে তাদেব অন্ন বস্ত্র মেরে আমরা পোলাও কালিয়া খাই, রেশম পশম পরি, মোটর চডি। অন্যদিকে—দেশেব লোক যাবা আমাদের তৈবী জিনিস কেনে—অতি লাভে তাদের আমরা শোষণ করি—

করুণা—এ কথাগুলো তিনি তো মিথ্যে কথা বলেন নি মামা।

ব্রজ—(চমকিয়া উঠিলেন) মানে ? কি বলতে চাও তুমি ?

করুণা—আমি আর কি বলব ? সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধই তো এই কথা বলে।

ব্রজ—অক্ষমের ঈর্ষার কথা ওগুলো। তা ছাডা—। না—থাক। তুমি আমার স্নেহের পাত্রী, তোমাকে আমি রূঢ় কথা বলতে চাই নে।

করুণা—রূঢ় কথা বলতে বাকী রাখলে না মামা। কাজেই তুমি বললেই পারতে কি বলতে চাও।

ব্রজ—বলতে চাই, তুমি নিজেও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছ। সেই কারণেই এই সব কথাগুলো তোমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে।

করুণা—তুমি নিজে রেগে গেছ মামা? তাই জন্যে নিজের বলা পুরনো কথাগুলোও তুমি ভুলে যাচ্ছ। (হাসিল)

ব্রজ—করুণা, তুমি তোমার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

করুণা—তুমিই তোমার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ মামা। সত্য কথা বলবার অধিকার বন্ধ করবার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারও নাই। তোমারও নাই। আমি আমার অধিকারের মধ্যেই রয়েছি, আমি শুধু সত্য কথা বলেছি।

ব্রজ—করুণা!

করুণা—তুমি যখন গরীব ছিলে, চাকরী করতে বাবার কাছে, বাবা তখন সবে দুটো মিল করেছেন। তুমি মিল থেকে ফিরে এসে ঠিক এই সব কথাই বলতে—যা আজ শাস্ত্রী বলছেন তোমার সম্পর্কে, যাকে তুমি আজ বলছ—অক্ষমের ঈর্ষার কথা। সেই সত্য কথাগুলোকেই তোমায় মনে পড়িয়ে দিচ্ছি আমি।

ব্রজ—মনে পড়াবার প্রয়োজন নাই। আমার নিজেরই মনে আছে। আমি যা বলতাম, তা তোমারই ঠিক মনে নাই। তোমার বাবা ছিল অত্যন্ত মদ্যপ, ব্যভিচারী, তোমার মায়ের মৃত্যুর পর সে যে আচরণ করেছে, তাতে সমাজের সকলেই তাকে নিন্দা করত।

করুণা—মামা!

ব্রজ—সম্পদকে যারা এমনি ক'রে বিলাসে ব্যভিচারে অমিতাচারে অপব্যয় করে, তাদের চিরকাল আমি ঘৃণা করি, তোমার বাবাকেও ঘৃণা করতাম। তোমার বাবার জঘণ্য কষ্টদায়ক ব্যাধির কথা মনে হ'লে আমার মনে হয়—

করুণা—মামা!

ব্রজ—সে ব্যাধি ঈশ্বরের মৃত্যুদণ্ড। (কথা শেষ করিয়া ব্রজবিহারী এতক্ষণে স্তব্ধ হইলেন)

করুণা—মামা, তুমি কি বললে, ভেবে দেখেছ ?

ব্রজ—যা সত্য তাই বলেছি।

করুণা—কিন্তু ওর পরেও খানিকটা সত্য আছে—সে কথাটা বললে না কেন ? না, লজ্জায় জিভে আটকে গেল ? বাবার মত পাপীর সম্পদকে ভিত্তি ক'রে তোমার বড়লোক হওয়ার কথাটা গোপন করছ কেন ? যে সোনার গেলাসে বাবা মদ খেতেন, সেই এঁটো গেলাসে তুমি খাও ডাবের জল ঘোলের শরবত। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর ব্যবসাকে হাতে নিয়ে তাকে তুমি বহুগুণ বাড়িয়েছ, কিন্তু সেটুকু হাতে না এলে—চিরকাল তোমাকে চাকরী ক'রেই কাটাতে হ'ত—সে কথা স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছ কেন ?

ব্রজ—আমার ভাগ্য আমাকে অন্য ভাবে দিত।

করুণা—ভাগ্য তো বড ভাল লোক মামা। আমার বাবাকে মেরে তোমাকে তার সৌভাগ্য দিয়েছে, আবার তাকে গালাগাল করবার অধিকারও দিয়েছে !

(হৈমবতী—ব্রজবিহারীর স্ত্রীর প্রবেশ)

হৈম—বলি হচ্ছে কি ? সকাল থেকে—ব্যাপারটা কি ?

করুণা—মামার ভাগ্যফল নিয়ে একটু আলোচনা হচ্ছে মামী। নতুন ধরনের জ্যোতিষশাস্ত্র—একটু জটিল ব্যাপার ; তুমি ঠিক বুঝবে না।

ব্রজ—করুণা, বার বার তুমি তোমার অধিকারের সীমার বাইরে যাচ্ছ।

করুণা—না, বাইরে যাই নি।

হৈম—বাইরে যাস নি ? বলি—হ্যাঁ লা ধিঙ্গী বিশ-বছুরী কলেজ-খুকী, আমি কালা না কি যে, কিছু শুনি নে মনে করছিস ? তুই যে ওরই ঘরে দাঁড়িয়ে ওকেই গলাগাল করছিস—সেটা কিসের অধিকার, কোন্ অধিকার, শুনি ?

করুণা—মামা, তুমিও কি ঠিক ওই কথা বল ?

ব্রজ—করুণা, তুমি কি নিজেই বুঝতে পারছ না—তুমি কতখানি উদ্ধত হয়েছ ?

করুণা—আমার স্বর্গগত বাপকে যখন তুমি সত্যভাষণের নামে গালাগাল দিলে তখন এ কথাটা তুমি বুঝতে পেরেছিলে ? এখন তার প্রতিধ্বনি শুনে চমকে উঠলে চলবে কেন ? দেওয়ালের গায়ে কথা ছুড়লে—দেওয়ালও ফিরিয়ে দেয়। আমি মানুষ। আমার বাপকে অপমান করলে আমি তোমায় পূজো করব— এ তুমি কল্পনা করতে পার না।

হেম—তা করবি কেন ? কালসাপের ঝাড় যে। অমৃতি খেতে দিলেও ওগরাবি বিষ।

করুণা—আমার বাবা তোমাদের স্বামী-স্ত্রীকে অমৃত হয়তো খাওয়ান নি, কিন্তু দু বেলা নিয়মিত দুধ বাবড়ী খাওয়াতেন—সে কথা তুমিও বোধ হয় ভুলে যাও নি মামী।

হেম—কি বললি হারামজাদী ?

করুণা—এইবার আমাকে চুপ করালে মামী। তোমার বাবাকেও আমি ওই জঘণ্য জানোয়ার বলতে পারব না।

হেম—শুনছ, তুমি শুনছ ?

ব্রজ—তুমি একটু চুপ কর হেম। করুণা, তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে ?

করুণা—সবই বাকী রয়েছে মামা, শেষ করতে আর দিলে কই তোমরা ?

ব্রজ—ভাল, শেষ কর। আমারও কিছু বক্তব্য রয়েছে।

করুণা—সম্ভবত আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তর দিলেই তোমার বক্তব্য শেষ হবে মামা। আমি বেশ বুঝতে পারছি ?

ব্রজ—বল।

করুণা—মোটরের কথা বলতে এসেছিলাম। সে যাক। মামী একেবারে গোড়ার কথা তুলেছে। বলেছে—তোমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমি তোমায়

গালাগালি দিচ্ছি। গালাগাল তোমাকে আমি দিই নি। কিন্তু তোমার ঘবে দাঁড়িয়ে কথা বলছি—এ কথা কি সত্য? বাড়ী কি তোমাব?

ব্রজ—করুণা, তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছ।

করুণা—না মামা। মানুষ যখন নিজের অবস্থা বুঝতে পাবে, তখনই তাব অবস্থা সব চেয়ে সুস্থ অবস্থা। বল, তুমি উত্তব দাও। বাড়ী কাব?

হৈম—বাড়ী আমার। আমার নামে বাড়ী।

করুণা—মামা?

ব্রজ—হ্যাঁ। বাড়ী তোমার মামীব।

করুণা—ব্যবসা? ব্যাঙ্কেব টাকা?

ব্রজ—তোমাব টাকা ব্যবসায়ে খাটছে। তোমাব বাবাব মৃত্যুব পর ব্যবসাকে লিমিটেড কোম্পানী কবা হয়েছিল—ব্যবসাব যা দাম হয়েছিল—তার পরিমাণ শেযার তোমাব বয়েছে।

করুণা—তোমাবও শেয়াব আছে। আমাব চেয়ে তোমাব বেশী শেয়াব আছে।

ব্রজ—করুণা—

হৈম—থাম তুমি। হ্যাঁ আছে। ঢের বেশী আছে। এতগুলো কারখান চালাচ্ছে ও, থাকবে না?

করুণা—কারখানা তো আসলে কুলি মজুরে মিস্ত্রীতে চালায় মামী। কই তাদেব তো শেয়ার নাই!

ব্রজ—করুণা, আবাব তোমাকে বলছি, তোমাব স্পর্দ্ধাব সীমা অতিক্রম ক'বে যাচ্ছ তুমি।

করুণা—তোমাব বাড়ীব বাইরে গেলেই, আমাব সীমাব গণ্ডী বেড়ে যাবে মামা। একটা কথা—আমার কি আছে বলবে আমাকে? বুঝিয়ে দেবে আমাকে? দিয়ে দিবে আমাকে? তোমার বাড়ীর বাতাসে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ব্রজ—করুণা !

করুণা—যদি বল—পাবে না, তাও ব'লে দাও আমাকে। আমি আপত্তি করব না। হাসতে হাসতে চ'লে যাব।

হৈম—দাও না, ওর কি আছে ফেলে দাও না তুমি !

ব্রজ—করুণা, আমি তোমার অভিভাবক। আমি তোমার অমঙ্গলের কোন কাজ করি নি। তুমি এখন শান্ত হও। এর পর এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব।

করুণা—(মামার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল) আমি চললাম মামা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) তোমাকে প্রণাম করতে মন চাইছে না মামী, কিছু মনে ক'রো না।

ব্রজ—করুণা !

করুণা—আমি পৃথিবীর শক্ত মাটির উপর দাঁড়াতে চলেছি মামা, আমাকে আর পিছু ডেকো না। (প্রস্থান)

ব্রজ—করুণা ! (অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলেন)

হৈম—(পিছন হইতে হাত ধরিয়া বাধা দিলেন) না। যাক।

ব্রজ—ছাড় হৈম। করুণাকে যেতে দিতে আমি পারব নে। সেটা আমার অন্যায় হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

[Dr. Boseএর বাড়ী। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরূপ বাড়ী ঘর ও আসবাব পত্র। অনিমা বা অ্যানি মেয়েটি কৌচের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় টেলিফোনের রিসিভার ধরিয়া কথা বলিতেছে। অ্যানি কথা বলিতেছে—শ্যামাদাসের সহিত। ঘরে অ্যানি একা]

অনিমা—Yes, yes, Anny speaking—অনিমা আমি অ্যানি। yes—yes. আমার গলার আওয়াজ শুনেই তোমার বুঝতে পারা উচিত ছিল।

তা' ছাড়া শ্যামল ব'লে তোমাকে আর কে ডাকতে পারে অ্যানি ছাড়া? কি? Oh! শ্যামল বলে ডাকতে আবার তুমি বারণ করছ? You see—বারণ করাটা তোমার হাতে, হাজার বার বারণ করতে পার তুমি। কিন্তু সেটা মানা বা না-মানা আমার হাতে। And I tell you শ্যামল, I tell you frankly, আমি মানব না। Never! (হাসিয়া) তুমি অবশ্য এর জন্যে আদালতে আমার বিরুদ্ধে ডিফামেশন স্যুট আনতে পার, আমি আদালতে প্রমাণ ক'রে দেব—শ্যামল is a sweeter name than শ্যামাদাস। (খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল) যাকগে—What's a name, ও কথা যেতে দাও। এখন কখন আসছ বল? আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। ডাক্তার তো কাল থেকে বিশবার জিজ্ঞাসা করেছেন—শাস্ত্রী এলেন না কেন? কি? আজও আসছ না তুমি? কেন? কাজ? কি কাজ? Oh no, no, no, আমি শুনব না। কিছুতেই না। কি? You have found out something! কি সেটা? What is it: তোমার research-এর ব্যাপার!

(Dr. Bose-এর প্রবেশ)

অনিমা—Is it very interesting?

Dr. Bose—Mr. Shastri-র সঙ্গে কথা বলছ?

অনিমা—(ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে তাহাকে উত্তর দিল। টেলিফোনে বলিয়া গেল) আমি গেলে আমাকে দেখাবে? দেখাবে! কাল সকালে? কেন? আজ সন্ধ্যেয় নয় কেন? কি? Students—মানে শিষ্য নিয়ে ব্যস্ত আছ! I see! বেশ তা' হ'লে কাল সকালে। That's alright! বাই—না, বিদায় সম্ভাষণটা বাংলাতেই ভাল। আজ আসি!

(হাসিয়া টেলিফোন রাখিয়া দিল। হাসিমুখে Boseকে বলিল)—শ্যামল is splendid—he is a darling!

(Dr. Bose হাসিলেন)

অনিমা—হাসছ যে?

Bose—এমনি।

অনিমা—(বক্রহাসি হাসিয়া) তুমি ঈর্ষাতুর হয়ে উঠছ।

Dr. Bose—হয়ে ওঠা তো স্বাভাবিক। কিন্তু না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি তা হই নি। (হাসিল) আকাশে সূর্য্য ওঠে, শিশিরবিন্দুর মধ্যে তার প্রতিবিম্ব পড়ে, তার জন্যে শিশিরবিন্দু আর সূর্য্যের মধ্যস্থলবর্ত্তী শূন্যলোক ঈর্ষা ক'রে করবে কি?

অনিমা—ক্রমশ তোমার কথাবার্ত্তার হেঁয়ালি জটিল হয়ে উঠছে। জেলাসির ওটা একটা বড় লক্ষণ।

Dr. Bose—(জিভ কাটিয়া) না, না অনিমা, Dr. শাস্ত্রীর মত শক্তিমান ব্যক্তিকে শুধু শ্রদ্ধাই করা যায়, ঈর্ষা তাঁকে করা যায় না।

অনিমা—কত বড় শক্তিশালী সে, তুমি জান না।

Dr. Bose—অবশ্য তোমার চেয়ে কম জানি। তুমি তাঁকে আমার চেয়ে অনেক বেশী দেখেছ।

অনিমা—It is like a dream. জান—সে সব কথা আমার স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। দশ বছর আগে শ্যামলকে দেখেছিলাম লণ্ডনে। চব্বিশ পঁচিশ বছরের তরুণ, big eyes, shy looks, লণ্ডনে আমাদের বাসায় এসেছিল বাবার সঙ্গে দেখা করতে। শুনলাম—বাঙালীর ছেলে, দেশে M. Sc. পাস ক'রে বায়োকেমেস্ট্রিতে special training নিতে একটা scholarship যোগাড় ক'রে England এসেছে। (সে হাসিল) You know? জান? সেদিন আমি ওর সঙ্গে কথা বলি নি। মনে

হয়েছিল—এমন dull, shy, uninteresting young man আমি আমি আমার জীবনে দেখি নি।

Dr. Bose—(হাসিয়া) And you took pity on him—বেচারাকে দেখে তোমার খুব মায়া হ'ল !

অনি—না। আমার ঘৃণা হয়েছিল।

Dr. Bose—তোমার দৃষ্টির প্রশংসা করতে পারলাম না অনিমা। Love and Hatred, ভালবাসা এবং ঘৃণা, ও দুটো আলো এবং অন্ধকারের মত চেহারায় আলাদা হ'লেও বস্তুতে এক। এই রকমই নাকি পণ্ডিত-জনেরা ব'লে থাকেন।

অনি—তুমিও বলতে পার ইচ্ছে হ'লে। আমি সেটা মেনে নিচ্ছি। (হাসিল) কারণ দু বছর পর যেদিন ওকে আবার দেখলাম সেদিন দেখলাম সে আর আর এক মানুষ। নির্ভীক Youngman, big eyes, dreamy looks, বড় বড় চোখে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি, এসে আমাদের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। বাবা একজন ভাল সংস্কৃত-জানা Indian student খুঁজছিলেন। তাঁর বন্ধু একজন Professor সংস্কৃত শিখতে চেয়েছিলেন। সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে সে বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বাবা ওকে বললেন—তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সংস্কৃত তুমি কেমন ক'রে পড়াবে ? যেমন-তেমন সংস্কৃত জানার কাজ তো এ নয় ! ও বললে—আমার শাস্ত্রী উপাধিটার দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমার বাবা সংস্কৃতে কত বড় পণ্ডিত ছিলেন সে তুমি জান। তিনি ওর সঙ্গে সংস্কৃত আলোচনা ক'রে অবাক হয়ে গেলেন। বাবা তৎক্ষণাৎ সুপারিশ ক'রে ফোন করলেন প্রফেসর বন্ধুকে, ওকে নেমন্তন্ন করলেন সেদিন আমাদের ওখানে খেতে। আমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিলেন and within a few hours আমরা

যেন কতকালের বন্ধু হয়ে গেলাম। সেই দিনই আমি ওর শ্যামাদাস নাম পাল্টে শ্যামল নাম দিয়েছিলাম, and he accepted it very gladly, সেও আমাকে অ্যানি বলে ডেকেছিল। ক্রমে আমরা গভীর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম। (কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া) তখন দেখলাম আর এক মানুষ। জীবনে তার সে কি উচ্ছ্বাস—সে কি passion! আবেগে সে আগুনের মত জলত। এক মুহূর্ত্ত যদি শ্যামলের দিকে অমনোযোগী হয়েছি তবে সে কি ওর অভিমান!

(আবার স্তব্ধ হইল)

Bose—(কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া) অতীত কথা মনে ক'রে দুঃখ পেলে অনিমা? (উঠিয়া কাছে গিয়া) তুমি কাঁদছ?

অনি—(মুখ তুলিয়া হাসিয়া) না। কিন্তু সে সব সত্যিই একটা স্বপ্ন।

Bose—অনিমা!

অনি—বল।

Bose—যদি চাও, তোমাকে মুক্তি দিতে আমি রাজী আছি।

অনি—ও কথা কেন বলছ তুমি? তুমি তো জান, আমি তোমাকে কতখানি শ্রদ্ধা করি!

Bose—শ্রদ্ধা! কিন্তু শ্রদ্ধার চেয়ে ভালবাসার দাবী যে অনেক বড় অ্যানি।

অনি—না। ও কথা ব'লো না তুমি। তুমি তো জান, ওতে আমি দুঃখ পাই।

Bose—তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না বলেই ব'লছি অনিমা। তুমি হয়তো জান না—

অনি—জানি। আমি জানি। দুঃখ তুমি কোনদিন দাও নি। কিন্তু আজ দুঃখ দিতে চাও না ব'লে আমাকে যদি মুক্তি দিতে চাও তোমার অন্তরের বন্ধন ছিঁড়ে, তবে সে মুক্তি কি আমি নিতে পারি?

Bose—না অ্যানি না। তোমাকে কোনদিন আমি বাঁধতে চাই নি। আমি তোমাকে—থাক ও কথা, থাক।

অনি—আমি জানি। আমি জানি, তুমি আমাকে—

Bose—ও কথা থাক অনিমা। অন্য কথা বল।

অনি—(হাসিয়া) অন্য কথা! কি অন্য কথা বলব? আমার কথায় তুমি বিনা দ্বিধায় শ্যামলের কর্ম্ম-জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়ালে। তুমি বড়লোক নও, তবু তোমার যা কিছু সম্বল সব দিলে শ্যামলের enterpriseএ শুধু আমার কথায়—। আজ সেই কথা ছাড়া অন্য কথা যে মনে আমার আসছে না।

Bose—(হাসিল) একটা ভুল ধারণা তোমার সংশোধন ক'রে দিতে চাই। আশা করি তুমি সেটাকে ভুল বুঝবে না।

অনি—বল।

Bose—আমি শ্যামাদাসবাবুকে তোমার মত ভালবাসি না, কিন্তু তোমার চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধা করি; তাঁর আদর্শে বিশ্বাস করি। সেই জন্যেই আমার সমস্ত সম্বল সঞ্চয়—তাঁর উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়েছি।

অনি—তুমি এ সত্যি বলছ?

Bose—তুমি তো জান আমি মিথ্যে কথা বলি না।

অনি—তুমি আমায় বাঁচালে।

(বেয়ারার প্রবেশ। অভিবাদন করিয়া ট্রের উপর একটি কার্ড ধরিল)

Bose—(কার্ড দেখিয়া) অ্যাটর্নি বাড়ীর লোক! Strange! দু মিনিট অ্যানি, আমি আসছি। (বেয়ারা ও Boseএর প্রস্থান)

[অনিমা উঠিল, দেওয়ালে ঝুলানো Boseএর ছবির কাছে গেল, ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের ফুলদানিটি লইয়া—ছবির নীচে রাখিল; রাখার সঙ্গে সঙ্গে আপন মনে গান ধরিল। ফুলদানী রাখিয়া গাহিতে গাহিতে সে ফিরিয়া আসিয়া বসিল]

(Dr. Bose প্রবেশ করিল)

Dr. Bose—(গান শেষ হইলে) একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমাকে। তুমি Dr. শাস্ত্রীকে বিয়ে কর নি কেন ?

[অ্যানি Boseএর মুখের দিকে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, উত্তর দিল না]

Dr. Bose—অ্যানি ! You loved him.

অনি—(হাসিয়া) Yes, I loved him.

Dr. Bose—তবে ?

অনি—তবে ? সে আমায় ভালবাসত না।

Dr. Bose—ভালবাসত না ? কি বলছ তুমি ? একটু আগে তুমি বললে— আবেশে সে অগ্নিশিখার মত জ্বলত—

অনি—অকস্মাৎ, অত্যন্ত অকস্মাৎ তার সে আবেগ একদিন নিবে গেল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে এল না। চিঠি লিখলে না। আমি চিঠি লিখলাম—উত্তর দিলে না। শেষে একদিন নিজে গেলাম তার সন্ধানে। দেখলাম আবার এক নতুন মানুষ। Strange looks in his eyes—কথা বললে যেন শুনতে পায় না, শুনতে পেলেও উত্তরে ব'লে হয় তো একটা কথা ! Deaf বলতে পার, dumb বলতে পার, cold বলতে পার, মোট কথা—I found শ্যামল dead to me.

Bose—তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে না ?

অনি—(হাসিল) না।

Bose—তোমার নিজেকে তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

অনি—I was clean. তখনকার আমাকে তুমি আকাশগঙ্গার সঙ্গে তুলনা করতে পার, মাটির একটা কণাও তখন আমাকে স্পর্শ করে নি।

Bose—তবে ?

অনি—তবে ! (হাসিল) তার মধ্যে তখন নতুন মানুষ জেগে উঠেছে,

যে মানুষকে আজ দেখছ। দেখলাম পড়ার মধ্যে ডুবে রয়েছে। কেমেস্ট্রি আর কেমেস্ট্রি। আমার দিকে চাইলে এক বিচিত্র দৃষ্টিতে। শান্ত কণ্ঠে বললে কয়েকটি কথা। বললে—আমাকে তুমি মাফ কর। আমি নিজেকে বুঝতে পারি নি। আমার—(অনিমা স্তব্ধ হইল, তারপর হাসিয়া বলিল) বললে—আমার আর ফেরার উপায় নাই। (আবার স্তব্ধ হইল। তারপর বলিল) শুনেছি সাবিত্রী মৃত সত্যবানকে বাঁচিয়েছিল, কিন্তু আমি তা পারি নি।

Bose—আমাকে তুমি মাফ কর অ্যানি। আমি ভেবেছিলাম, তুমিই তাঁকে দুঃখ দিয়েছিলে।

অনি—যে দুঃখ আমি সেদিন পেয়েছিলাম সেই দুঃখেই আমি সেদিন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। শ্যামল Englandএ ছিল ব'লে আমি ভারতবর্ষে চ'লে এলাম। মানুষকে দুঃখ দেওয়া হ'ল আমার পেশা। লজ্জা-নীতি-ধর্ম্ম সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে দিলাম। তীব্র নিষ্ঠুর হাসি হেসে—ব্যঙ্গশ্লেষে পৃথিবীকে জর্জ্জরিত ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম উল্কার মত। হঠাৎ একদিন দেখা হ'ল তোমার সঙ্গে। তখন আমার চরমতম দুঃসময়—

Bose—থাক অনিমা, থাক।

অনি—বাবা আমার ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে ঘোষণা ক'রে আমার সঙ্গে তখন সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করেছেন। আমার দেহ তখন রুগ্ন—তুমি আমায় সস্নেহে সাদরে স্থান দিলে। (স্তব্ধ হইল) জান? তোমাকে আমি গ্রহণ করেছিলাম—তোমার ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে একদিন তোমায় ত্যাগ করব ব'লে? (দুই হাতে মুখ ঢাকিল)

Bose—অনিমা! অ্যানি! ছি! এ রকম করে না।

অনি—Please—Please—

Bose—না, না। চল, ওঠ! Dr. শাস্ত্রীর ওখানে যাব আমরা।

মনি—না। সে ব্যস্ত আছে।

Bose—থাকুন ব্যস্ত। ব্যস্ত থাকেন অন্য কোথাও আমরা চ'লে যাব। চল, ডাঃ শাস্ত্রীকে কিছু জানাবার আছে important something, very important.

মনি—Very important ?

Bose—ব্রজবিহারী ঘোষালের অ্যাটর্ণি বাড়ী থেকে লোক এসেছিল ;

মনি—সে দিনের সেই ফোঁটা-তিলক কাটা মিলিওনেয়ার—

Bose—ভদ্রলোক ডাঃ শাস্ত্রীর ওপর থাবা বাড়াচ্ছেন ব'লে মনে হচ্ছে। ওঠ, যাও কাপড়চোপড় পাল্টে এস।

মনি—না, থাক। বেশ আছি, চল।

পঞ্চম দৃশ্য

ডক্টর শাস্ত্রীর ল্যাবোরেটারি

[মাইক্রসকোপ টেষ্ট টিউব শিশি বোতল সাজানো টেবিল। একপাশে একটি র‍্যাকে কয়েকটি খাঁচা ; খাঁচায় গিনিপিগ ও খরগোশ কতকগুলি। প্রত্যেক জাতীয় জন্তুর খাঁচা তিনটি করিয়া আছে। একটি ছোট টেবিলের উপর একটি মাইক্রসকোপ। করুণা ও ডক্টর শাস্ত্রী রহিয়াছেন ঘরে। করুণা মাইক্রসকোপে কিছু দেখিতেছে]

ডাঃ শাস্ত্রী—পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ ? নিউক্লিয়াসের presence বুঝতে পারছ ?

করুণা—পারছি।

ডাঃ শাস্ত্রী—Wonderfully well concealed. যেন একটা স্বেচ্ছাকৃত চাতুরী।

করুণা—(মাইক্রসকোপ হইতে মুখ তুলিয়া) বিচিত্র, অদ্ভুত !

ডাঃ শাস্ত্রী—আমার নোটগুলো পড় দেখি, তোমার observationএর সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।

[করুণা টেবিলের উপর হইতে খাতা তুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, ডাঃ শাস্ত্রী নিজে মাইক্রসকোপের ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিলেন]

শাস্ত্রী—(দেখিতে দেখিতে) জীবনের এই আদিম রূপ, এর চেয়ে রহস্যময় আর কিছু আছে ? Cell, cellএর মধ্যে ঘুরছে, অবিরাম ঘুরছে প্রটোপ্লাজ্‌ম। ওই ঘোরার বেগের মধ্যেই স্ফুরিত হচ্ছে জীবনীশক্তি ! পৃথিবীর সকল রসের সঙ্গে পৃথিবীর অবিরাম গতির সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। (মাইক্রসকোপ হইতে মুখ তুলিয়া) নোটের সঙ্গে তোমার observationএর অমিল পেলে বলবে।

করুণা—(খাতা রাখিয়া) কোন অমিল নাই।

শাস্ত্রী—আমার আপশোস করুণা, আজও আমি এমন একজন ছাত্র পেলাম না যে তার সকল সংস্কারকে ত্যাগ ক'রে এই আবিষ্কারের সত্যকে তার জীবনের একমাত্র সাধনা বলে মেনে নিতে পারে। অথচ মানুষ ভগবান-ভগবান ক'রে এক কল্পনার সত্যকে পাবার সাধনায় অনাহারে প্রাণ দিয়েছে, আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, জলে ডুবেছে।

করুণা—ছাত্র পেলে আপনি সাহায্য করবেন ?

শাস্ত্রী—এক সময় বায়োলজি ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় শাস্ত্র। এর মধ্য থেকে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছি মৃত্যুর রূপ। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন কেমেষ্ট্রি হয়ে উঠল আমার সব। এ গবেষণা সেই থেকে বন্ধ হয়ে আছে।

করুণা—আমি যদি আপনার কাছে শিখতে চাই, এই সাধনাকে যদি আমি অবলম্বন করতে চাই, আপনি আমাকে শেখাবেন ?

শাস্ত্রী—তুমি ?

করুণা—হ্যাঁ। আমি শিখতে চাই, আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

শাস্ত্রী—(তাহার দিকে চাহিয়া) না।

(করুণা তাহার মুখের দিকে চাহিল)

শাস্ত্রী—যে সংস্কারের মধ্যে তুমি মানুষ হয়েছ, তাতে তুমি একে গ্রহণ করতে পারবে না করুণা।

করুণা—আমি পারব। আপনি আমায় সুযোগ দিয়ে দেখুন।

শাস্ত্রী—তোমার অভিভাবক ?

করুণা—তিনি আমার মামা। তাঁর ব্যবহারেই আমার চোখ খুলেছে। আপনি সেদিন ঠিক বলেছিলেন—ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে, ঈশ্বরের কাজ ব'লে নিজেদের মনগড়া ভাগ্যের দোহাই দেয় এক ধনী—দরিদ্রকে বঞ্চনা করা যাদের ধর্ম্ম তারাই। সেই ধর্ম্মে অন্ধ হয়ে প্রতারণা করতেও তাদের বাধে না। তিনি তাঁদেরই একজন। আমি তাঁর সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেছি। আমাকে আজ কাজ ক'রেই খেতে হবে, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। পৃথিবীর সত্যকে আমি জানতে চাই।

শাস্ত্রী—এ পথ বড় কঠিন পথ। তোমাকে আমি স্নেহ করি, তাই বলছি—এ পথে তোমার না আসাই ভাল। হয়তো আজকের এ মনোভাব তোমার সাময়িক—

করুণা—না না। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।

শাস্ত্রী—তুমি ভেবে দেখ করুণা। এ পথ নিষ্ঠুর সত্যের পথ। কল্পনার স্থান নাই, স্বপ্নেও স্বান্ত্বনা নাই ; আমার পৃথিবী অতি বাস্তব পৃথিবী। ধ্যান ধারণার স্থান নাই। আবেগের অবকাশ নাই, জন্মান্তর নাই, পরলোক নাই—

[বাহিরে দরজায় আঘাত পড়িল, কিন্তু সে শব্দ করুণা বা শাস্ত্রীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারিল না]

শাস্ত্রী—শুধু আছে বৈচিত্রের বিস্ময়। এক কৌষিক দেহ থেকে বহু কৌষিক দেহ, উপাদান থেকে অবয়ব, অবয়ব থেকে রূপ, শক্তি থেকে গতি, চেতনা থেকে বোধ—

(আবার দরজায় আঘাত পড়িল)

শাস্ত্রী—বোধ থেকে বাসনা, বাসনা থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি—

[এবার দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল অনিমা এবং Dr. Bose]

অনি—ও মাগো! এ যে ভয়ানক তন্ময় হয়ে গেছ শ্যামল! ডেকে সাড়া পাই না!

শাস্ত্রী—অনিমা!

অনি—হ্যাঁ। তোমার চোখে যেন স্বপ্ন ভাসছে মনে হচ্ছে! কি স্বপ্ন দেখছিলে শ্যামল? Is it Biological?

শাস্ত্রী—Biological Science includes everything which deals with the Phenomena of Living Matter অনিমা। আমি এবং করুণা দুজনেই জীবন্ত মানুষ। Oh, excuse me—করুণার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি।

অনি—আমি ওঁকে চিনি। সেদিন তোমার বক্তৃতার সময় তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন।

শাস্ত্রী—হ্যাঁ। কিন্তু এখন উনি আমার সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। নিজে উনি Science student, আমার ল্যাবোরেটারীতে আমার research-এ সাহায্য করতে চান।

অনি—That's very interesting. Life is drama. জীবনই নাটক এবং সে নাটকেব মূল উপাদান Biological Truth. Is it not ?

শাস্ত্রী—তোমাব সত্য উপলব্ধিতে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি অনিমা।

অনিমা—Thanks. কিন্তু তুমি তো আমার পরিচয় ওঁকে দিলে না! করুণা দেবী, আমি অনিমা বোস। শাস্ত্রী এককালে আমাকে এ্যানি বলে ডাকত। শ্যামাদাসের বদলে আমি বলতাম শ্যামল। শ্যামাদাস কিন্তু এখন আর সে নামটা নিতে চায় না। আজ নতুন পরিচয়ের দিনে তোমাকে ঐ নামটা উপহাব দিতে চাই। শ্যামলেব বদলে শ্যামলী কিংবা শ্যামলিমা—

Bose—অনিমা—অ্যানি—

অনি—Don't disturb me please.

নেপথ্য হইতে—Dr. Shastri!

শাস্ত্রী—কে ?

(ব্রজবিহারীব প্রবেশ)

ব্রজ—আমি। মাফ কববেন, আমি বিনানুমতিতেই প্রবেশ কবেছি। এই যে, এই যে করুণা! আমি ঠিক ভেবেছিলাম তুমি এইখানে এসেছ। এস, বাড়ী এস।

করুণা—না। আমি আমাব জীবনের পথ বেছে নিয়েছি।

ব্রজ—ডক্টর শাস্ত্রী!

শাস্ত্রী—বলুন!

ব্রজ—আমি যদি বলি আপনি আমার ভাগ্নীকে ভুলিয়ে—

করুণা—না। সে কথাব আমিই প্রতিবাদ কবছি।

অনি—উনি নিজেই ভুলেছেন Mr. Ghoshal. Biological truth is

very strange and mysterious, you see.—ভোলার ওপর হাত থাকে না। Is it not শ্যামল ?

শাস্ত্রী—অপেক্ষা কর অনিমা ; তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি। তার আগে—

ব্রজ—আমার কথার উত্তর দিলে আমি সুখী হব ডক্টর শাস্ত্রী।

শাস্ত্রী—করুণা, তোমার বয়স কত ?

করুণা—একুশ।

শাস্ত্রী—Mr. Ghoshal করুণা সাবালিকা। জীবনে স্বাধীনভাবে তার কাজ করবার অধিকার হয়েছে। অনিমা, তুমি সত্যি বলেছ—Biological truth is very strange, and Biology is very interesting. You are right অনিমা, করুণা নিজেই মুগ্ধ হয়েছে আমার সাধনা দেখে—আমি মুগ্ধ হয়েছি তার নিষ্ঠা দেখে। (করুণার হাত ধরিয়া) আমরা জীবনে ভবিষ্যতে একসঙ্গেই অতঃপর পথ চলব। নারী এবং পুরুষ, স্বামী এবং স্ত্রী—; Congratulate কর অ্যানি!

অনিমা—এতে আমার চেয়ে কেউ খুশি নয় শ্যামল, আমার চেয়ে কেউ খুশি নয়। করুণা, তোমার আরও একটা নাম দিচ্ছি। মাদাম কুরী, মাদাম কুরী—I congratulate you.



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঘোষালের বাড়ীর অফিস (প্রথম অঙ্ক অনুযায়ী)

[ঘোষাল বসিয়া ফাইল দেখিতেছে। কয়েকজন কুলি বড় প্যাকিংকেস লইয়া ঘরের মধ্য দিয়া একে একে যাইতেছে। ঘোষালের আসনের পিছনে একটি রেডিয়ো]

রেডিয়ো—রেডিয়ো থেকে বাংলায় খবর বলছি। জার্ম্মান-সৈন্যেরা তাদের যান্ত্রিক বাহিনী নিয়ে দুর্দ্ধর্ষ গতিতে পোলাণ্ডের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। জার্ম্মান-সৈন্যেরা যে সমস্ত জায়গা দখল করছে, সেখানে তারা যে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা এবং অকল্পিত বর্ব্বরতা প্রকাশ করছে, তাতে পৃথিবীর মানুষ বোধ করি শিউরে উঠবে। এদিকে ফ্রান্সে এবং বৃটেনে সামরিক উদ্যোগ পূর্ণ উদ্যমে দ্রুততম গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। প্রথম বৃটিশ সৈন্যদল কাল ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করেছে।

(ঘোষালের স্ত্রীর প্রবেশ)

ঘো-স্ত্রী—বলি এসব হচ্ছে কি ?

ঘোষাল—অ্যাঁ ?

ঘো-স্ত্রী—অ্যাঁ ? ! অ্যাঁ কি ? কানে শুনতে পাও না ? না, চোখে দেখতে পাও না ? না, মাথা খারাপ হয়েছে, কিছু বুঝতে পার না ?

রেডিয়ো—বৃটিশ সৈন্যদলের অবতরণের সময় ফ্রান্সের অধিবাসীরা যে উল্লাস প্রকাশ করেছে—

ঘো-স্ত্রী—(দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া কল ঘুরাইয়া বন্ধ করিয়া দিল) বাপরে—

বাপরে—বাপরে! দিনরাত ঘ্যানর—ঘ্যানর, যুদ্ধ, উল্লাস, বর্ব্বরতা, মাথা খারাপ ক'রে দিলে রে বাবা!

ঘোষাল—বন্ধ ক'রে দিলে!

স্ত্রী—হ্যাঁ, দিলাম। কিন্তু এ সমস্ত হচ্ছে কি?

ঘোষাল—কি?

(একটা লোক একটা কেস লইয়া প্রবেশ করিল)

স্ত্রী—ওই যে! বলি গোটা বাড়ীটা কি মাল গুদোম ক'রে তুলবে নাকি? ওগুলো বাড়ীতে ঠাসাই করছ কেন?

ঘোষাল—চুপ কর। ওগুলো হচ্ছে জার্ম্মানীর তৈরী ওষুধ। এর পর আর বাজারে পাওয়া যাবে না। তখন এক টাকার ওষুধ বিশ টাকায় বিক্রী হবে।

স্ত্রী—ও মা! তাই বল! আমি বলি কি সব ছাই পাঁশ এনে পুরছে ঘরে! (কুলির প্রতি) তা আয়রে বাবা আয়। দেখিস যেন ফেলে ভাঙিস নে মুখপোড়া!

(নেপথ্যে রামদাস দালাল)

নে-রামদাস—বাবুজী! ঘোষাল সাব!

স্ত্রী—অঃই। এলেন সেই মুখপোড়া! আয় রে আয়।

(ঘোষালের স্ত্রী এবং কুলির প্রস্থান)

(রামদাসের প্রবেশ)

রাম—রাম রাম বাবুজী!

ঘোষাল—রাম রাম। তারপর তোমার খবর বল?

রাম—খবর আর হামার কাছে কেয়া ঘোষালবাবু, খবর তো আভি আপনার মশা! লড়াই তো লাগ গেয়া। আব তো আপনি যেইসা রাখবেন দুনিয়া ওইসা থাকবে।

"লাগে লড়াই মরে সিপাহী বাজাকে ছুটে ঘুম,
ঘবমে বইঠ্‌কে হাসেন শেঠজী নাফাকে মবস্থম !"
কহে কবি রামদাস—

াষাল—থাম রামদাস, থাম ! এখন তুমি কি করলে বল ?

ম—আবে বাপবে। ধৈবয তো ধবেন মশা,—এত্তো বেস্তো হোবেন তো বিলকুল গড়বড় হো যাযেগা।

াষাল—তুমি বুঝতে পাবছ না রামদাস। যুদ্ধ বেধে গেল। গত যুদ্ধে গ্যাস নিয়ে যুদ্ধের পত্তন হয়েছে। এবাব বোধ হয়—শেষ পর্য্যন্ত গ্যাসই হবে প্রধান অস্ত্র। আমি জানি ডাঃ শাস্ত্রী গ্যাস নিয়ে—যাক, সে কথা থাক। মোট কথা আমি যা বলেছি তা যদি তুমি না পার—

মদাস—থামেন ঘোষাল সাব থামেন। সব ঠিক হায। দেখিয়ে তো ই কেয়া হায ? (পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির কবিয়া দিল)

াষাল—(দেখিতে আবম্ভ কবিল)

নেপথ্যে কেষ্ট—Sir !

াষাল—কে ? কেষ্টদাস ?

(কেষ্টদাসেব প্রবেশ)

ষ্ট—Good morning Sir !

াষাল—Good morning ! তাবপব খবব কি ?

কষ্ট—এভরি থিং ও কে স্যাব ! দেখে এলাম জ্যাঠাইমা স্রেফ খাণ্ডব-দাহনেব মত জ্বলছে। আমায বললে—আমি বলব রতন বাগ্দীকে সড়কী চালাতে আমি হুকুম দিয়েছি। নিজে আদালতে গিযে বলবে বললে।

াষাল—Good.

কেষ্ট—তা হ'লে আমি কোর্টে যাই এখন। আজ আবাব পার্টিশন স্যুটে সেলেব দিন আছে।

ঘোষাল—আজই দিন? চল, আমি নিজে যাব। এস রামদাস, তোমা বরং রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যাব। (সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামাদাসের পল্লীগ্রামেব বাড়ী

হেমন্ত এবং শৈলজাদেবী

হেমন্ত—তুমি কি পাগল হ'লে জ্যাঠাইমা?

শৈলজা—তুই একে পাগলামি বলছিস হেমন্ত?

হেমন্ত—বলব না? বডদাব কারখানার লোকের সঙ্গে বাগ্দীদেব ঝগডা হ' বতনা সডকী দিয়ে লোক জখম কবলে। আব তুমি আদালতে বল চললে যে, রতনকে সডকী চালাতে হুকুম দিয়েছিলে তুমি! এ পাগলা নয়?

শৈলজা—হুকুম তো আমি দিযেছিলাম হেমন্ত।

হেমন্ত—না দাও নি। তুমি বডদাকে আঘাত দেবাব জন্যেই আদালতে যেচে সাজা নিতে চলেছ। তাকে তুমি দুঃখ দিতে চাও, দেশেব লোকের কাছে তার মাথা হেঁট কবতে চাও যে, শ্যামাদাস তাব মাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ কবেছে।

শৈলজা—না। হুকুম আমি দিয়েছি। তুই আমাকে বাধা দিস নে হেমন্ত। আমি সত্যি কথা না ব'লে পারব না। আমাব ঠাকুব আমাকে তা হ'লে ক্ষমা করবেন না।

হেমন্ত—কখন তুমি হুকুম দিলে শুনি? যেদিন বিকেলবেলা ওদের ঝগ হ'ল, কাণ্ড হ'ল সেদিন তুমি গোবিন্দজীর ভোগ দিয়ে দক্ষিণে

গিয়েছিলে বেলা বারোটায়, ফিরেছ সন্ধ্যের সময়, সমস্ত ক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে।

াল্জা—হুকুম আমি তোর সামনেই দিয়েছিলাম। তোর মনে নেই।

মন্ত—জ্যাঠাইমা, তোমার বয়স বাহাত্তর হয় নি আমি জানি, কিন্তু এই বয়সে আমাকে বাহাত্তুরে কেমন ক'রে ধরল বুঝতে পারছি না। কি বলছ তুমি?

লজা—তিন বছর আগে, যেদিন শ্যামাদাস ওই বাগান বস্তীর জন্যে নোটিশ পাঠায়, রতনেরা ক'জন কেঁদে এসে পড়ল, সেদিন আমি এইখানে দাঁড়িয়ে তোর সামনে তাদের বলেছিলাম—শ্যামাদাসের লোক যদি কেউ আসে জবরদস্তি করতে, তবে তাদের লাঠি মেরে তাড়িয়ে দিবি, দরকার হয় সড়কি দিয়ে গেঁথে ফেলবি। মনে ক'রে দেখ্ তুই! রতন যখন তাই ক'রে ফেলেছে, তখন আদালতে গিয়ে সেই কথা স্বীকার ক'রে আমার সাজা আমি না নিলে—ওপারে গিয়ে কি জবাব দেব আমি?

মন্ত—ওপারের আইন আদালত সম্বন্ধে আমার খুব আক্কেল নেই জ্যাঠাইমা। তবে এটা ঠিক যে এপার-ওপার যে কোন পারের আদালতে গিয়ে যদি ছেলের ওপর অভিমান বশে এই দায়িত্ব ঘাড়ে করতে যাও, তবে সেটা তোমার সত্যি বলা হবে না।

শলজা—কেন শুনি?

হমন্ত—কথাটা তুমি বলেছিলে তিন বছর আগে। তারপর অনেক ঘটনা ঘ'টে গেল, অবস্থার পরিবর্ত্তন অনেক হ'ল। যে দিন তুমি কথাটা বলেছিলে, সেদিন তুমি ছিলে এই বাগান বস্তীর একের তিন অংশের মালিক—বাগদীরা ছিল তোমার প্রজা। আইন-ধর্ম্ম অনুসারে না হোক দেশাচার অনুসারে জমিদার হিসেবে ওদের ভালমন্দের দায়িত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। তারপর বড়দার ওপর আক্রোশ বশে তুমি বাগান বস্তীর অংশ বিক্রী

ক'বে দিলে ব্রজবিহারী ঘোষালকে। আজ মামলা-মোকদ্দমা হ'ে Bengal Scientific Researchএর সঙ্গে ব্রজবিহারী ঘোষালের। বাগ্দীদের নাচাচ্ছে এখন ঘোষাল। ঘোষালেব চাকরী নিযে কেষ্ট যে কত রকম উস্কানি দিচ্ছে বাগ্দীদেব, সে তুমি জান না। এব পবেও তুমি বলতে চাও দায়িত্ব তোমার ?

(আস্ফালন করিয়া কথা বলিতে বলিতে কেষ্টদাসেব প্রবেশ)

কেষ্ট—মার দিয়া কেল্লারে বাবা—যতোধর্ম্মস্ততো জয়, অস্ত্রায় ফট্। এক ঘটি জল দাও দেখি জ্যাঠাইমা।

[কোঁচা দিয়া বাতাস খাইতে লাগিল]

[শৈলজা স্তব্ধ হইযা রহিলেন, প্রথম হইতেই হেমন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল]

হেমন্ত—কি রে কেষ্ট, ব্যাপাব কি ?

কেষ্ট—জল নিয়ে এস জ্যাঠাইমা, আগে জল নিয়ে এস। গোবিন্দজীর ক্ষীরেব নাড়ু ও বরং একটা নিয়ে এস।

হেমন্ত—কেষ্ট !

কেষ্ট—Please কপিসম্রাট please. বুক শুকিয়ে বালুচব হয়ে গেছে, কথ বলতে শক্তি নেই এখন। স্রেফ বায়ুবেগে ছুটে আসছি এই দুপুবে রোদ্দুরে।

শৈল—আমি এক্ষুনি জল নিযে আসছি কেষ্ট, তুই ব'স। হেমন্ত ওকে এখন বিরক্ত করিস নে। (প্রস্থান

কেষ্ট—শুনলে তো ? বিরক্ত ক'রে না আমাকে। বাবা, জ্যাঠাইমার হুকুম সাক্ষাৎ মহিষমৰ্দ্দিণী !

[হেমন্ত মাথা নত করিয়া চিন্তিত ভাবেই পায়চারি কবিল]

কেষ্ট—উঁ ! এদিকে riceটা আছে খুব। পায়চারি করছে যেন সাক্ষাৎ আলমগীর। বলিহারী বাবা—চালটা যা হোক খুব শিখেছিলি। বলি

লিখিস ত কেতাব। হনুর বগলে ভাল্লুকে পুরে দিয়ে হয়ে গেল বেদব্যাস। তার আবার এত চাল কিসের র‍্যা?

হেমন্ত—চুপ কর্ কেষ্ট।

কেষ্ট—তোর হুকুমে চুপ করব হেমা?

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা জল আনছেন, খেয়ে যত পারিস চেঁচাস।

কেষ্ট—আদালতে চার বোতল লেমনেড, তিন গেলাস শরবত, ছটা ডাব মেরেছি হেমা। জ্যাঠাইমার ওই ক্ষীরের নাড়ুর জন্যে জলের ভাওতা দিলাম। পেটের মধ্যে এখন জাহাজ ভাসিয়ে দিলে ডুবে যাবে। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করলে তুই স্রেফ ভেসে যাবি।

হেমন্ত—এইবার থাম্ কেষ্ট, এইবার থাম্। আর এগুস না। এটা মিউনিসিপ্যাল এরিয়া।

কেষ্ট—কি বললি? ওর মানে কি?

হেমন্ত—ওর মানে তুই বুঝবি নে। মেলা চেঁচাস নে—চুপ কর্। জ্যাঠাইমা আসছেন।

কেষ্ট—চেঁচাব না? আলবৎ চেঁচাব।

হেমন্ত—তবে চেঁচা।

কেষ্ট—নিশ্চয় চেঁচাব। তোর বিলিতী ঘোড়া যে কাৎ, শ্যামাদাস যে খতম—

[শৈলজা প্রবেশ করিতেছিলেন—জলের গেলাসটা তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল]

হেমন্ত—(ছুটিয়া গেল) জ্যাঠাইমা!

কেষ্ট—জলের গেলাসটা ফেললে তো জেঠাইমা!

(শৈলজা হেঁট হইলেন জলের গেলাস উঠাইবার জন্য)

হেমন্ত—কেষ্ট, কি বলছিলি তুই আগে বল্।

কেষ্ট—Mr. Sastri esquire-এর হয়ে গেছে। বাগানবাড়ীর partitionএর

মামলায় ডিগবাজী। ব্রজবিহারীবাবু সেলে দশ হাজার টাকা দাম দিয়ে বাগান বস্তী ডেকে নিয়েছে।

শৈলজা—তুই ব'স কেষ্ট, আমি আবার জল নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

হেমন্ত—তুই একটা রাস্কেল রে কেষ্ট—তুই একটা রাস্কেল।

কেষ্ট—Shut up হেমা। মুখ সামলে কথা বলবি। আমি রাগলে বাপ মাকেই খাতির করি না তুই কোথাকার জাততুত ভাই! টাকের ওপর পরচুলো টানলে খুলে আসে। জাঠতুত ভায়েব সঙ্গে সম্বন্ধ কিসেব?

হেমন্ত—এইবার ঘাড় ধ'বে মাটিতে তোর মুখ বগড়ে দেব।

কেষ্ট—তা দিবি বইকি। নইলে আর জ্ঞাতি শত্তুর বলবে কেন?

(শৈলজা দেবীর জলহাতে প্রবেশ)

শৈলজা—নে কেষ্ট, এই নে নাড়ু।

কেষ্ট—হেমাকে তুমি একটু সাবধান ক'রে দিও জ্যাঠাইমা। নইলে আমার সঙ্গে ভাল হবে না। বলছে, ঘাডে ধ'বে আমার মুখ রগডে দেবে।

শৈল—ছি হেমন্ত!

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা, আজ বুজতে পারছি বলিরাজা কেন স্বর্গে যান নি। তোমাব স্বর্গে যাবাব ইচ্ছেকে লক্ষকোটী প্রণাম। এখন কেষ্টকে তুমি চেঁচাতে বাবণ কর, নইলে তোমার স্বর্গে যাবাব সময়ে জয়ধ্বনি করবার লোকের অভাব হবে। ওকে আমি তোমার আগেই স্বর্গে পাঠিয়ে দেব, মানে—সোজা বাংলায় খুন ক'রে ফেলব ওকে।

শৈল—আহা, মামলায় জিতেছে একটু আনন্দ করবে না? এই তো আমিই বারবাব গোবিনজীকে প্রণাম কবে এলাম।

হেম—তোমার কপালে ধুলোর দাগ আগেই আমি দেখেছি। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলবে জ্যাঠাইমা? প্রণামটা ক'রে এলে কিসের জন্যে; ব্রজবিহারী ঘোষাল জিতেছে বলে না কেষ্টর প্রলাপের সত্যি অর্থ বুঝে?

শৈল—মামলায় জিতেছে বলে হেমন্ত।

হেম—তাতে কি মনে কর শ্যামাদাস দা হেরেছে?

কেষ্ট—হাইকোর্টের জাজমেণ্ট বাবা, এর আব বাবা নেই। হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না। নো ওলোট নো পালট! কালই খবরেব কাগজে বেবিযে যাবে।

হেমন্ত—এখনও তোমাকে মিনতি কবছি জ্যাঠাইমা তুমি আব এগিয়ো না। বড়দা তোমাব সঙ্গে কোন খাবাপ ব্যবহাব কবে নি। বাগান বস্তী নিয়ে মামলা হয তো হ'ত না যদি না তুমি ব্রজবিহাবী ঘোষালকে তোমাব অংশ বিক্রী না করতে। বাগান কাটতে তোমার আপত্তি, বস্তী ওঠাতে তোমার আপত্তি, সে বাগানবস্তী নিযে ব্রজবিহারীর সঙ্গে মামলা করলেও কাবখানা করেছে বাগানবস্তীব পাশে। নিজেব সন্তানের সঙ্গে—

শৈল—না। যে নাস্তিক সে আমাব সন্তান নয়।

কেষ্ট—পাযের ধূলো দাও জ্যাঠাইমা, পায়েব ধূলো দাও।

হেমন্ত—আমিও প্রণাম কবছি জ্যাঠাইমা। আমি চললাম।

শৈল—হেমন্ত!

কেষ্ট—যেতে দাও জ্যাঠাইমা—যেতে দাও। ও হচ্ছে বিলিতী ঘোড়ার সহিস। Bengal Scientific Research-এর প্রচাব সচিব। শাস্ত্রী সাযেবের agent.

শৈল—হেমন্ত!

হেমন্ত—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা—সেখানে আমি চাকবী কবি। আজ প্রায় এক বছর হ'ল চাকবী কবছি। কিন্তু তোমার কাছে শ্যামাদাসদাব চাকর হিসেবে আমি আসি নি। আজও তোমার একটা কথাও তাকে বলি নি, তার কথাও তোমাকে লাগাই নি। তুমি আমাব জ্যাঠাইমা, বড়দা আমার দাদা—তোমাদের এই বিরোধ আমি কষ্ট পাই, তাই এসেছিলাম। মা-

ছেলের ঝগড়া যাতে মিটে যায়—তাই দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি পাথর, সে লোহা। কাছাকাছি এলেই আগুন জ্বলে উঠছে। আমায় তুমি মাফ কর। আমি আর আসব না। (প্রস্থান

কেষ্ট—কিছু ভেবো না জ্যাঠাইমা। সব আমি ঠিক করে দোব। দেখ না আমার মালিক, তোমার বেয়াই ব্রজবিহারীবাবু কি করে! নাস্তিকের নিকুচি করে ছেড়ে দেবে। ভগবান মানি না! কত Paddeyতে কত rice বুঝিয়ে দেবে।

শৈল—কাল রতনের মামলার দিন নয় কেষ্ট ?

কেষ্ট—হ্যাঁ। সে সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবো জ্যাঠাইমা। সে ঘোষাল সায়েব ঠিক করছেন। রতনাকে জামিনে খালাস করেছেন। বড় ব্যারিষ্টার দিয়েছেন। রতনার যদি জেলই হয় তাও বলেছেন তার মেয়ে-ছেলেরে খেতে দোব।

শৈল—ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। কিন্তু তবু আমার দায়ীত্ব আছে কেষ্ট আমাকে কাল কোর্টে নিয়ে যেতে হবে।

কেষ্ট—তুমি বলবে তো রতনকে সড়কি চালাতে তুমি হুকুম দিয়েছিলে!

শৈল—হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম রতনকে—সে কথা কোর্টে স্বীকার না করলে আমি শান্তি পাব না।

(নেপথ্যে রতন উত্তেজিত স্বরে ডাকিল ,—মা-ঠাকরণ !—মা-ঠাকরণ !

শৈল—কে ? রতন ?

(রতনের প্রবেশ—উত্তেজিত উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা তার)

রতন—মা-ঠাকরণ !

শৈল—কি রতন ? কি রে ? কি হয়েছে বাবা ?

রতন—বাঘের হাত থেকে বাঁচাতে জলে কুমীরের মুখে ঠেলে দিলে মাঠাকরণ

কেষ্ট—এই রতনা, এই বেটা, এমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন ?

রতন—চেঁচাচ্ছিস কেন? তুমি কিছু জান না দাদাঠাকুর? বাঘের আশে পাশে থাকে শেয়াল—বাঘের মড়ির পেসাদ পায়। কুমীবেব আশে-পাশে কে থাকে জানি না। তুমি তাই। তুমি তাই। তুমি তাই।

(কেষ্ট খানিকটা সবিয়া গেল)

শৈল—কি হয়েছে রতন?

রতন—বিদেয় নিতে এসেছি মাঠাকবণ। বস্তী ছেড়ে ছেলে-মেয়ের হাত ধরে উঠে যাচ্ছ। চিরকালটা আমাদের ভালোতে মন্দতে তোমাদের পায়ের ধূলো নিয়ে এসেছি—আজও তাই নিতে এসেছি দাও পায়ের ধূলো দাও।

শৈল—উঠে যাচ্ছ? কেন রতন? মামলায় তো ঘোষাল মশাই-ই জিতেছেন!

রতন—তবে আর কুমীর বলছি কেন গো। তিনিই উঠিয়ে দিচ্ছেন। তলে তলে তিনি উচ্ছেদের সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। মামলায় ডিক্রি পেয়ে সাথে-সাথেই আদালতের নজির নিয়ে লোকজন সঙ্গে করে এসেছেন। দখল নেবেন। আমাদের উঠে যেতে হবে। জিজ্ঞেস কব কেন ঘোষালের ওই চরটিকে ওই কেষ্টদাদা বাবুকে। ওই, ওই, হ'ল যত নষ্ট গুডেব খাজা।

কেষ্ট—এই রতনা। কি বলছিস? জানিস—দোব থাপ্পড মেবে মুখ ভেঙ্গে!

রতন—দেবে? দেবে? মুখ ভেঙ্গে দেবে? এস—এগিয়ে এস! আঃ কি বলব যে তুমি ঠাকুর বংশের ছেলে! আঃ নইলে—আজ আর একবার সড়কী আমি চালাতাম।

শৈল—এসব কি কাণ্ড কেষ্ট?

কেষ্ট—আমি কি জানি তার?

রতন—জান না? পেরথম আদালতে তোমার মুনিব যখন নিলেম ডাকলে, দাদাবাবু যখন হাইকোর্ট করলে, তখন আমাদিগে শমন দিলে, পরোয়ানা দিলে। আমরা মুখ্যু-মানুষ শুধোলাম—কিসের পরোয়ানা। আমাদিগে বুঝালে—সাক্ষীর পবোয়ানা। তলে তলে তখন নালিশ করেছিলে। সে-

দিন বুঝি নাই, আজ বুঝলাম। আমাদিগে আদালতে গরহাজির রেখে ডিক্রি করেছ। আজ বুঝলাম সব। তুমি জান না কিছু? মা-ঠাকরণ বাঘের মুখ থেকে বাঁচাতে তুমি জলে ফেলে দিয়েছ কুমীরের মুখে।

শৈল—কেষ্ট!

কেষ্ট—আমি কি করব? আমাকে চোখ বাঙালে কি হবে? আর হক কথা বলব আমি। আমি বাবা কাউকে ভয় কবি না। মা বাবাকেই ভয় কবি না। তোমার বাগান বস্তী তুমি বেচেছ। করকবে টাকা ঠং ঠং ক'রে বাজিয়ে নিয়েছ। ঘোষাল সাহেব দু দু হাজার টাকা গুনে দিয়েছে। তোমাব বাগানের আমের আঁটি চোষবাব জন্যে সে এতগুলো টাকা দেয় নি। আর ওই বাগদীগুলোব দু আনা চার আনা খাজনাতেও তার পেট ভববে না। সম্পত্তি এখন তাব—যা খুশী তাব কববে। আমিই বা তাব কি করব? তোমাব বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আছি—না হয চলে যাচ্ছি। আব না হয আসব না। (প্রস্থান)

বতন—মা ঠাকবণ।

শৈল—অপবাধ আমার রতন। আমাকে তোরা—

রতন—না-না। ওকথা বল নি মা। বিনা মেঘে আমাদের মাথায বাজ ভেঙে পডবে। অপবাধ আমাদেব অদেষ্টেব। যাব যে ঠাঁই কেনা মা—পিত্তি পুরুষেব ভিটেয মবণেব ভাগ্যি আমবা ক'বে আসি নি—তুমি কি কববে বল?

শৈল—না। অপবাধ আমাব। তোবা এক কাজ কর রতন। আমার বাড়ীব পুকুবের পাড়ে এসে তোবা বাস কব। অনেক জায়গা পড়ে আছে।

রতন—তাই কি হয় মা! ঠাকুরেব মন্দির, তোমাদেব বাড়ী, দিন রাত ছোঁয়াচ লাগবে। আমাদের অপবাধ হবে।

শৈল—না—না। আমি বলছি—অপবাধ হবে না!

রতন—শুধু কি বাড়ী মা? খাব কি? জমিগুলান যে আগেই গেছে গো। মহাজনে নিছে। তবু ছিলাম ভিটির মায়ায়। এইবার ভিটি গেল, বাঁধন থেকে ছাড়ান পেলাম মাঠাকরণ, এইবার আমরা যাই। কলে যাই, খাটব, খাব—

শৈল—না রতন, না! ওরে কলে মানুষের জাত থাকে না। ওখানে মানুষ ভগবান ভুলে যায়—

রতন—সেই জন্যি তো এতকাল যাইনি মাঠাকরণ—

শৈল—আজও যেতে পাবি নে। আমি বলছি আমার হুকুম।

রতন—মাঠাকরণ—

শৈল—আমার হুকুম রতন। যা—সব জিনিষ পত্তর নিয়ে উঠে আয়। ওই খিড়কীর বাগানে—জায়গা ক'রে নে। যা, দেরী করিস নি। যা।

(রতন চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছিল)

শৈল—আর শোন। তোর মামলার কাল দিন আছে। সকাল বেলাতেই আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব! নতুন উকীল দিতে হবে। ঘোষালের দেওয়া উকীল ব্যারিষ্টারকে আর বিশ্বাস নেই।

রতন—তার জন্যি তুমি কেন যাবে মা? ছি।

শৈল—আদালতেও আমার কাজ আছে। আমাকে যেতে হবে। তোর কোন ভয় নেই, আমি নিজে বলব—আমিই তোকে সড়কী চালাতে হুকুম দিয়েছিলাম। জেল যেতে হয় আমিও যাব তোর সঙ্গে।

রতন—মা! কি বলছ তুমি? না। না! তা বলতি তুমি পাবা না।

শৈল—না নয় রতন, সত্যি আমাকে স্বীকার করতেই—

রতন—না। আমি বলব তুমি হুকুম দাও নি। তাতেও না মান তার উপায়ও রতন জানে।

শৈল—বতন।

বতন—না, তোমাব কথা আমি শুনব না। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[ডাঃ হিরন্ময বোসেব বাডী। অনিমা এবং হিরন্ময।]

অনি—ইস্পাতেব ধাবালো ছুরিতে ডাকাতে গলা কাটে, কিন্তু মিছরীব ছুবি তাব চেযেও ভযানক। বক্ত ঝরে না, দেখা যায় না অথচ মানুষেব অন্তবটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তোমাব কাগাবার্ত্তা আজকাল সেই রকম হযে উঠেছে। আমি সহ্য করতে পাবছি না।

হিরণ—আমাব উপব তুমি অবিচার করছ। আমার কথাব দুটো মানে নেই। মানে একটাই। আমাব কথা যদি ধাবালো মনে কর তবে সে ছুবিই—ডাকাতেব হাতেব নয, ডাক্তাবেব হাতেব। যদি মিষ্টি মনে কর তবে সে শুধু মিছরিই। সত্যিই তোমার গানেব প্রশংসাব ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। অ্যানি, আগে তোমাব গানেব মধ্যে Techniqueটা I mean, সুব এবং ভঙ্গিটাই ছিল সর্ব্বস্ব, এখন তোমার গানে প্রাণেব স্পর্শ উপচে পডছে। You have changed অ্যানি, তুমি বদলে গেছ।

অনি—(স্থিব দৃষ্টিতে চাহিযা) তুমি কি বলছ? আমি বদলে গেছি? Changed?

হিবণ—তুমি নিজে বুঝতে পাব না?

অনি—যদি বদলে থাকি তাতে কি তুমি দুঃখ পেয়েছ?

হিবণ—তুমি এত অসহিষ্ণু উঠছ কেন?

অনি—তোমাব সহ্যশক্তিব সীমা না পেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। তোমাব সঙ্গে কথা বলতে আমাব ভয় করে। তুমি কথা বল, তুমি হাস, আমার

মনে হয় তোমার হাসি কথার পেছনে আছে গভীর রহস্য, আমি তার তল পাই না। কেন তুমি আমাকে এ ভাবে দুঃখ দাও ?

রবণ—আমি তোমাকে দুঃখ দিই ? তোমার তাই মনে হয় ?

(দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কথাগুলি বলিল)

নিমা—(কথার মধ্যস্থলেই বলিয়া উঠিল) Dont, Dont, Dont! এমন ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস তুমি ফেলো না !

হরণ—(উঠিয়া অনিমার হাত ধরিয়া) অ্যানি ! অ্যানি !

অনি—না।

হরণ—না-নয়, বস। শান্ত হও, স্থির হও। অ্যানি।

(অনিমা বসিল)

অনি—বল তুমি কি বলছ ? সোজা সরল স্পষ্ট কথায় আমাকে বল।

হরণ—তোমার জীবনে এইবার আপনার ছন্দ—

অনি—না, না, না। ছন্দ নয় ও আমি বুঝি না।

হরণ—ছন্দ বোঝ না ? আর তুমি এত ভাল নাচতে পার ! Strange!

অনি—তোমাকে যোড় হাত করছি, তোমাকে আমি যোড হাত করছি। বল আমার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে ?

হরণ—যে ভালবাসা তোমার মধ্যে শুকিয়ে গিয়েছিল আবার সে বেঁচে উঠেছে। তুমি ভালবেসেছ।

অান—What are you driving at? কাকে ভালবেসেছি ?

হরণ—তোমার নিজেকে তুমি ভালবেসেছ। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি তুমি মনযোগী হয়েছ, জীবনের পথে তোমার উন্মত্ত অধীর গতি সংযত হয়ে ধীর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তোমার গানের মধ্যে তারই স্পর্শ উপচে পড়ছে।

অনি—না। তুমি বলতে চাও, আমি শ্যামলকে আবার ভালবেসেছি।

হিরণ—তাই যদি হয় ক্ষতি কি? আমার আনন্দ তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ। তোমার নিজেব ঘর সংসারের প্রতি তোমাব মায়া হয়েছে।

অনি—(টেবিলের উপর হইতে ফুলদানীটা লইয়া ছুড়িয়া দিতে উদ্যত হইল কিন্তু হিরণ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল) ঘর সংসার আমি চুরমার কবে দেব। (হিরণ হাত ধরিতেই) না না ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও।

হিরণ—অনিমা। আমি তোমাকে মিনতি করছি।

অনি—জান আমি শ্যামলের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াই না!

হিরণ—জানি।

অনি—জান? আমি তো বোজ বিকেলে তোমাকে ব'লে যাই—আমি শ্যামলের ওখানে যাচ্ছি।

হিবণ—কিন্তু তুমি যাও না সে আমি জানি।

অনি—তুমি তা হ'লে আমাকে সন্দেহ ক'বে অনুসরণ কবে দেখেছ আমি কোথায় যাই?

হিবণ—না। তুমি কোথা যাও সে আমি জানি না। কিন্তু পরশু মিষ্টার শাস্ত্রী মিসেস শাস্ত্রীকে নিয়ে আমার chamberএ এসেছিলেন। তাঁরাই বললেন তুমি তাঁদেব ওখানে যাও না।

অনি—এবং নিশ্চয় তুমি বলেছ যে, সে কি সে তো রোজ আপনাদের ওখানে যায়!

হিবণ—তুমি আমাব ওপব অবিচাব কবছ অ্যানি। তুমি যেখানেই যাও—তাব জন্যে আমি কোনদিন কৌতূহল প্রকাশ কবিনি, কখনও করবও না।

অনি—(উঠিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে) সে কৌতূহল প্রকাশ করলে হয় তো ভাল কবতে। এ অশান্তি এ দুঃখ ভোগ থেকে নিস্কৃতি পেতে।

হিবণ—যেয়ো না শোন।

অনি—না।

হিরণ—না নয় শোন।

অনি—বল।

হিরণ—আজ যদি তুমি একবার মিঃ শাস্ত্রীদের ওখানে যাও—

অনি—না।

হিরণ—আমার জন্যে অনিমা—আমার জন্যে। একটা অপ্রিয় কাজ—

অনি—অপ্রিয় কাজ?

হিরণ—হ্যাঁ। নিষ্ঠুর সত্য জানিয়ে আসতে হবে। এই Medical Reportটা দিয়ে আসবে।

অনি—Medical Report?

হিরণ—(একখানি কাগজ অনিমার হাতে দিল) ডাকেই পাঠাতে পারতাম। কিন্তু বার বার মনে হচ্ছে মিসেস শাস্ত্রীকে কিছু সান্ত্বনার কথা বলারও প্রয়োজন আছে।

(অনিমা reportখানি পড়িতে লাগিল)

হিরণ—মিসেস শাস্ত্রীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত তীব্র। তিন বৎসর বিবাহিত জীবনে সন্তান না হওয়ার জন্য তিনি দুঃখ ক'রে চিঠি লিখেছিলেন কোন বান্ধবীকে। শাস্ত্রী জানতে পারেন।

অনি—(Report হইতে মুখ তুলিয়া) বল কি?

হিরণ—মানুষেব মন বিচিত্র অ্যানি।

অনি—আমি তাকে রহস্য ক'রে নাম দিয়েছিলাম—মাদাম কুরী। করুণা আজ তিন বৎসব শ্যামলের researchএ অহরহ পাশে থেকে সে রহস্যকে সত্যে পরিণত ক'রে তুলেছে। করুণাকে নিয়ে শ্যামলের সে কি অহঙ্কার! করুণার দুঃখের আভাস তো একদিনও পাই নি।

হিরণ—মিসেস শাস্ত্রীর মুখ দেখে আমার চোখে জল এসেছিল অ্যানি। শাস্ত্রী

তাকে আমার Chamberএ নিয়ে এসেছিলেন সন্তান না হওয়ার কারণ নির্দ্ধারণের জন্যে।

(দরজার আঘাতের শব্দ হইল)

হিরণ—(অনিমার প্রতি) উঃ, আচ্ছা আদব-কায়দা-দুরস্ত বেয়ারা রেখেছ। নক না ক'রে আসবে না। Come in.

অনি—বেচারী করুণা। এর কি কোন প্রতিকার নেই?

হিরণ—না। চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজও এর প্রতিকার আবিষ্কার করতে পারে নাই। মিসেস শাস্ত্রী বন্ধ্যা।

[কথার মধ্যস্থলেই দরজা খুলিয়া গেল। ওপাশ হইতে করুণা এক পা দরজার দিকে বাড়াইল। হিরণ্ময় ও অনিমা এমন ভাবে বসিয়াছিল যে করুণার প্রবেশ দেখিতে পাইল না। হিরণ্ময়ের কথা শেষ হইবামাত্র করুণা কাঁপিয়া উঠিয়া দরজার বাজু দুইটা চাপিয়া ধরিল। দরজার পাশের একটা টেবিল উল্টাইয়া গেল। শব্দে উভয়ে মুখ ফিরাইয়া করুণাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনিমা তাড়াতাড়ি কাছে আসিল]

অনি—করুণা! করুণা!

করুণা—মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরে গেল দিদি!

হিরণ—আসুন, এইখানে বসুন মিসেস শাস্ত্রী। একটু বসুন।

(করুণা ধীরে ধীরে আসিয়া বসিল)

অনি—একটু জল খাবে করুণা?

করুণা—থাক দিদি। আমি এসেছিলাম Dr. Bose—

হিরণ—আপনাকে কি বলব মিসেস শাস্ত্রী, সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

করুণা—আমার ভাগ্য, আপনি কি করবেন?

অনি—স্বামীর সাধনায় নিজেকে ঢেলে দাও করুণা।

করুণা—সে সব পরের কথা দিদি। এখন ব্যবসায়ে হঠাৎ কোন গোলমাল হওয়ায় উনি বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। Dr. Bose, আপনি যদি একবার যান তবে বড় ভাল হয়।

হিরণ—ব্যবসায়ে গোলমাল? কি হয়েছে বলুন তো?

করুণা—আমি জিজ্ঞাসা করি নি। কিন্তু গোলমাল কিছু হয়েছে।

হিরণ—অনিমা, তুমি মিসেস শাস্ত্রীকে নিয়ে এস। আমি চললাম।

অনিমা—করুণা!

করুণা—একটু অপেক্ষা করুন দিদি। বড় ক্লান্তি বোধ করছি আমি।

[সে সোফার উপর শুইয়া পড়িল। কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল না। অনিমা তাহার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় হাত রাখিল]

অনিমা—মনকে শক্ত কর করুণা। শ্যামলের সাধনার মধ্যে নিজেকে ঢেলে দাও তুমি। দুঃখকে জয় কর।

করুণা—বড় ক্লান্ত। আমি আর পারছি না।

চতুর্থ দৃশ্য

শ্যামাদাসের ল্যাবরেটারী

শ্যামাদাস ও হেমন্ত

[দৃশ্যের প্রথমেই দেখা গেল, হেমন্ত একখানা চিঠি পড়িয়া শেষ করিয়া শ্যামাদাসকে ফেরত দিতেছে। শ্যামাদাস চিঠিখানা লইল। সে কথাবার্তা সংযতভাবে বলিতেছিল। কিন্তু বরাবর পদচারণা করিতেছিল, যাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল একটা অস্থিরতার ইঙ্গিত]

শ্যামা—আপিসে এ সব কথা নিয়ে আলোচনা আমি করতে চাই না, তাই আমি তোমাকে এখানে ডেকেছি। কিন্তু এ কি সত্যি হেমন্ত?

হেমন্ত—চিঠির মধ্যে অনেক কথা রয়েছে। তার কয়েকটা কথা সত্যি। বাকীটা মিথ্যে।

শ্যামা—কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে বল।

হেমন্ত—জ্যাঠাইমার কাছে নিয়মিতই আমি যেতাম এ কথা সত্যি।

শ্যামা—বাকীটা মিথ্যে ?

হেমন্ত—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ মিথ্যে। মামলা সংক্রান্ত কোন কথা তাঁকে আমি বলি নি। অন্তত কোন তথ্য তাঁর কাছে প্রকাশ করি নি। এবং তাঁদের তরফের অনেক তথ্য জানলেও সেও তোমাকে আমি বলি নি।

শ্যামা—কিন্তু আমাদের তরফের অনেক তথ্য তাঁরা জেনেছেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

হেমন্ত—তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না বড়দা ?

শ্যামা—শুধু বিশ্বাস নয় হেমন্ত, তোমার ওপর আমি প্রত্যাশা করেছিলাম।

হেমন্ত—তোমার প্রত্যাশার কথা আমি বলতে পারি না বড়দা, কিন্তু অবিশ্বাসের কোন কাজ আমি করি নি।

শ্যামা—আমার মা তোমার জ্যাঠাইমা। সুতরাং তাঁর ওখানে তুমি যেতে এটা অপরাধ কখনই আমি বলব না। কিন্তু মামলা-মকদ্দমার কথা কি তুমি বলতে না ?

হেমন্ত—বলতাম। তোমাদের মা-ছেলের বিরোধ যাতে মিটে যায় সেই জন্যেই আমি ব্যগ্রতা নিয়ে যেতাম। মামলা-মকদ্দমা সেই বিরোধেরই ফ্যাকড়া। কিন্তু—

শ্যামা—কিন্তু সেটা তোমার অনধিকারচর্চ্চা হেমন্ত।

হেমন্ত—সেটা তোমার মনে হতে পারে, কিন্তু আমার সে অধিকার আছে ব'লেই আমি মনে করি। তোমাকেও আমি কতবার বলেছি, আজও তোমাকে

আবার বলছি—জ্যাঠাইমাকে দুঃখ তুমি দিয়ো না। আর তুমি এগিয়ো না।

শ্যামা—তুমিও আমাকে ভুল বুঝেছ হেমন্ত। (হাসিল) মায়ের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই, থাকতে পারে না। তাঁর প্রতি আমার কর্ত্তব্য আমি সর্ব্বদাই করতে প্রস্তুত। কিন্তু সে আমার সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়।

হেমন্ত—তোমার বিজ্ঞান কি চরম সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছে বড়দা?

শ্যামা—নিশ্চয়ই না। কিন্তু সে যে সত্যে পৌঁছাবার পথে পা দিয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। আমি সেই পথের যাত্রী। যাক, এ নিয়ে আলোচনা আমি করতে চাই না হেমন্ত। সোজা তোমাকে যা বলতে চাই শোন—নানা কারণে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি যে, তুমি এ সত্যে বিশ্বাস কর না। সুতরাং আমাদের Publicity—প্রচারের কাজ তোমার দ্বারা হওয়া অসম্ভব।

হেমন্ত—(কাতরভাবে বলিয়া উঠিল) বড়দা—

শ্যামা—আমার কথা শেষ করতে দাও হেমন্ত।

হেমন্ত—বল।

শ্যামা—আজ পর্য্যন্ত Capitalistদের—পুঁজিবাদীদের কারবারে দুনিয়ায় publicity হ'ল মিথ্যা বিজ্ঞাপন। আপনাদের এতটুকু কথাকে অতবড় ক'রে ব'লে, আসল উদ্দেশ্যকে ঢেকে, মিথ্যা একটা আদর্শের রং চড়িয়ে—সেইটাকে লোকের সামনে ধরাই হ'ল এদের কাজ। আসল উদ্দেশ্য লোককে প্রতারিত ক'রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি। মিথ্যা কথা লেখার কাজ—যে কোন মতাবলম্বী নিপুণ লেখক হ'লেই চলে। কিন্তু সত্য প্রচার—সে সত্যে বিশ্বাসী ভিন্ন অন্য কারও দ্বারা সম্ভবপর নয়। এই নাও সেই মর্ম্মে কোম্পানীর চিঠি।

হেমন্ত—(চিঠি লইল, একটু নাড়িয়া পকেটে পুরিল) তাই হবে বড়দা। আমার কাজ কাকে বুঝিয়ে দিতে হবে বল ?

শ্যামা—তুমি নিজেই তোমার লেখা বিজ্ঞাপনগুলো প'ড়ে দেখো হেমন্ত, তুমি বিজ্ঞাপনের মধ্যে আমাকে প্রচার করেছ। আমাকে বড় ক'রে তুলেছ, কিন্তু আমাব সত্যকে তুমি প্রকাশ করতে পার নি।

হেমন্ত—কৈফিয়ৎ কেন দিচ্ছ বডদা। তুমি এখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা, তোমাব যা খুসী তাই তুমি করবে।

শ্যামা—খুসী নয় হেমন্ত। যা কর্ত্তব্য তাই করব। সে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আরও কিছু তোমাকে আমি বলতে চাই।

হেমন্ত—বল।

শ্যামা—আমার বাডীতেও তুমি আর এস না।

(হেমন্ত শ্যামাদাসের মুখের দিকে চাহিল)

শ্যামা—করুণার মন পর্য্যন্ত তুমি চঞ্চল ক'রে তুলেছ। তাব পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য কবেছি।

হেমন্ত—বড়দা, বড়দা, কি বলছ তুমি ?

শ্যামা—(ড্রয়ার হইতে একখানা চিঠি বাহিব করিয়া) এই চিঠিখানাব দিবে চেয়ে দেখ। তোমার হাতেব লেখা ?

হেমন্ত—হ্যাঁ।

শ্যামা—করুণাকে লিখেছ ?

হেমন্ত—হ্যাঁ।

শ্যামা—কি লিখেছ ? আমি প'ডে তোমাকে শোনাই ? "শ্রদ্ধাভাজনীয়া বউদিদি আপনার চিঠি পেলাম—"

হেমন্ত—তুমিই সে চিঠি আমাকে দিয়েছিলে।

শ্যামা—মনে আছে আমার। তুমি কিছুদিন যাও নি ব'লে করুণা অনুযোগ ক'রে তোমাকে যাবার জন্যে লিখেছিল। তার উত্তরে তুমি যা লিখলে সে আমার হাত দিয়ে পাঠাও নি। ডাকে পাঠিয়েছিলে। তার কারণ তুমি এই চিঠির ভেতর দিয়ে আমার বিরোধী মত প্রচার করেছ আমার স্ত্রীর কাছে।

হেমন্ত—আমার মত আমি লিখেছি।

শ্যামা—হ্যাঁ। লিখেছ—"যাই না কেন জানাই। আপনাদের ওখানে গিয়ে অন্তরে দুঃখ পাই, তাই যাই না। বড়দা আপনাকে দিয়ে যে research করাচ্ছেন তার মূল্য কি, সে আপনারাই জানেন, কিন্তু তার মধ্যে যে নিষ্ঠুরতম হৃদয়হীনতার পরিচয় পাই সে আমি সহ্য করতে পারি না। হতভাগ্য গিনিপিগগুলোকে না খেতে দিয়ে তাদের জীর্ণ দুর্ব্বল ক'রে বিভিন্ন অবস্থায় তাদের কেটে, তাদের দেহের ভেতরের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে যে মৃত্যুরহস্য উদঘাটনের—চেষ্টা একে আমি সহ্য করতে পারি না। আর সেই পাপ আপনি করেন—"

হেমন্ত—হ্যাঁ বড়দা, এ পাপ। আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ—তুমি এই পাপ করছ।

শ্যামা—(হাসিয়া) সংসারে emotion আমি ঘৃণা করি হেমন্ত।

হেমন্ত—তার কারণ তুমি হৃদয়হীন।

শ্যামা—সেই জন্যেই বলছি হেমন্ত, পরস্পরের সীমানার মধ্যে আমাদের পা বাড়ানো উচিত নয়। আমার বাড়ীতে তুমি আর এস না।

হেমন্ত—বেশ, তাই হবে। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) তা হ'লে চললাম আমি।

শ্যামা—অপেক্ষা কর। (ড্রয়ার হইতে একখানি চেক ও রসিদ বাহির করিয়া) তোমার এক মাসের মাইনে। রসিদটা সই ক'রে দাও।

[হেমন্ত রসিদ সই করিতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তে বাহিরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল]

নেপথ্য হইতে নগেন নামক কর্ম্মচারী—Sir !

শ্যামাদাস—কে ? নগেনবাবু ?

নগেন—হ্যাঁ, Sir !

শ্যামাদাস—ভেতরে আসুন।

(নগেনের প্রবেশ)

শ্যামা—কি খবর ? রতন বাগ্দীর লড়কী মারার মামলার আজ দিন ছিল না ?

নগেন—হ্যাঁ Sir, মামলার অবস্থা বড় জটিল হয়ে উঠল Sir.

শ্যামা—কি ব্যাপার ?

নগেন—আপনার—মানে শ্রীমতী শৈলজা দেবী—

শ্যামা—আমার মা ! আমার মা !

নগেন—হ্যাঁ Sir, তিনিই ব্যাপারটাকে ঘোরালো ক'রে দিলেন।

শ্যামা—তিনিই ঘোরালো ক'রে দিলেন ? কি করেছেন তিনি ?

নগেন—তিনি নিজে আদালতে হাজির হয়ে হাজিরা দিয়ে হাকিমের কাছে বললেন— (সে থামিয়া গেল)

শ্যামা—কি বললেন তিনি ?

নগেন—বললেন—রতন বাগ্দী দোষী হ'লে সে দোষের অধিকাংশ দায়িত্বই তাঁর। তিনিই নাকি লড়কী চালাতে হুকুম দিয়েছিলেন।

[শ্যামা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল]

নগেন—রতন বাগ্দী অবশ্য বলেছে—না, সে কারও হুকুমে এ কাজ করে নাই। করেছে নিজে কলের লোকদের ওপর আক্রোশে।

মা—কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা কি আপনারা খোঁজ নিয়েছেন ?

মন্ত—সত্যি ব্যাপার তুমি আজও বুঝতে পারলে না বড়দা ? তোমার ওপর অভিমান ক'বে তিনি রতনের দায়িত্বের ভাগ নিয়ে, সাজা নিতে চান।

মা—উত্তরে আমিও বলতে পারি তিনি আমাকে লোকসমাজে হেয় করতে চান, আমাকে আঘাত দিতে চান। কিন্তু সে কথা আমি বলতে তো পারব না। মা তো আমাব মিথ্যে কথা বলেন না।

মন্ত—তিন বৎসর আগে. যে দিন তুমি প্রথম নোটিশ দিয়েছিলে জ্যাঠাইমার ওপর, বাগ্দীদের ওপব, সেই দিন তিনি বলেছিলেন—

(বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ হইল)

মা—দেখুন তো নগেনবাবু, বাইবে কে ? ব'লে দিন আমি এখন ব্যস্ত আছি।

(নগেন বাহিরে গেল)

মন্ত—সেই দিন তিনি বলেছিলেন—বতন, তোবা বাগ্দীর ছেলে, তোবা কি সড়কী লাঠি চালাতে ভুলে গেছিস ? রতন বলেছিল—মা, এ যে বড়-দাদাবাবু! জ্যাঠাইমা বলেছিলেন—হোক, যে কেউ তোদেব তুলতে আসবে তাদের মাথা ফাটিয়ে দিবি, দরকাব হয় সড়কী চালিয়ে গেথে ফেলবি। তিন বছর আগের কথা। তারপর বাগান-বস্তী তিনি ঘোষালকে বিক্রী ক'রে দিয়েছেন। বাগ্দীদের সঙ্গে জমিদাব-প্রজা-সম্বন্ধের দায়িত্বও তাঁর নেই। তবু সেই কথা তুলে আজ তিনি আদালতে দাঁড়িয়েছেন।

মা—সে দিন তিনি আরও একটা কথা বলেছিলেন হেমন্ত। তুমি বলতে আমার মনে প'ড়ে গেল। কথাটা আমাব কানে এসেছিল। বলেছিলেন—শ্যামাদাস ম'রে গেছে।

মন্ত—তাতে তুমি দুঃখ পেয়েছিলে বড়দা ?

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন—Sir, Mr Ghoshal—B. B. Ghoshal এসেছেন, দেখা কর: চান।

শ্যামা—B. B. Ghoshal? তাঁকে বল—এখন আমি খুব ব্যস্ত।

নগেন—বলেছি Sir, কিন্তু তিনি বললেন—আমাদের আপিসে দেখা না পে: তিনি এখানে এসেছেন। তাঁর কাজ খুব জরুরী।

শ্যামা—Unreasonable people!—সংসারে এঁদের নিজের কাজটাই স: চেয়ে জরুরী। হেমন্ত, একটু ব'স তুমি, যদি তোমার সময় থাকে। আ: আসছি। নগেনবাবু, আপনি এখন যেতে পারেন।

(শ্যামাদাস ও নগেনের প্রস্থান)

[হেমন্ত টেবিলে মাথা রাখিয়া বসিল। অন্যদিক দিয়া প্রবেশ করিল করুণা]

করুণা—(প্রবেশ করিয়া হেমন্তকে দেখিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল—তাব: বলিল) কে? ঠাকুরপো?

হেমন্ত—বউদি! ভাল আছেন?

করুণা—আপনার স্ত্রী চারু কেমন আছেন ঠাকুরপো?

হেমন্ত—ভাল আর মন্দ বউদি! কাল ব্যাধি। ডাক্তার বলে, সমুদ্রের ধা: কিংবা পাহাড়ে নিয়ে যেতে। আমার সে সামর্থ্য কোথায়?

করুণা—দরকার হ'লে নিয়ে তো যেতেই হবে ঠাকুরপো।

হেমন্ত—আপনিও অনবুঝের মত কথা বলছেন বউদি? এই তো দরিদ্রে: স্বাভাবিক মৃত্যু। ডাক্তারকে সেই কথা বলেছিলাম, ডাক্তার মুখে কি: বললেন না, কিন্তু তিরস্কার ক'রে এক পত্র দিয়েছেন।

করুণা—কি লিখেছেন?

হেমন্ত—সে আর দেখে কি করবেন?

করুণা—না, আমি দেখতে চাই।

[হেমন্ত পকেট হইতে বাহির করিয়া একখানি পত্র তাহার হাতে দিল]

করুণা—এ কি ? Your services are no longer required—

হেমন্ত—না না, ওটা নয়—ওটা নয়। ওটা আমাকে দিন।

করুণা—(পত্রখানা সরাইয়া লইয়া) আপনাকে জবাব দিয়েছেন আপনার দাদা ? এই অবস্থায় ?

হেমন্ত—এ অবস্থার কথা দাদা জানেন না।

করুণা—জানেন না ? তিনি আপনার বাড়ীর খবর জানেন না ?

হেমন্ত—আমিও কোন দিন বলি নি, বলবার অবকাশও ঘটে নি।

করুণা—তিনিও কোন দিন জিজ্ঞাসা করেন নি ? কোথায় তিনি ?

হেমন্ত—তিনি কথা বলছেন Mr. Ghoshalএর সঙ্গে। Mr. Ghoshal এসেছেন। আসবেন এক্ষুনি। কিন্তু দোহাই আপনার, এ নিয়ে আপনি কোন কথা বলবেন না। তা ছাড়া দাদা জবাব না দিলেও আমি নিজে জবাব দিতাম।

করুণা—কেন ঠাকুরপো ? ও, আপনি তাঁর researchএর জন্যে—

হেমন্ত—আমাকে ক্ষমা করুন বউদি। আমি চললাম। বড়দাকে বলবেন—অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। দয়া ক'রে আমার চিঠিখানা আমায় দিন।

(করুণার হাত হইতে চিঠিখানা টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান)

[করুণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গিনিপিগের খাঁচা তুলিয়া লইল]

পঞ্চম দৃশ্য

শ্যামাদাসেব বসিবার ঘর

ব্রজবিহারী ও শ্যামাদাস

[তাঁহারা দুইজনে কথা বালতেছিলেন—হেমন্ত দ্রুতপদে চলিযা গেল]

ব্রজবিহাবী—আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আপনি না মানলেও আমি মানি। নারায়ণ! নারায়ণ!

(হেমন্ত চলিয়া গেল)

শ্যামা—হেমন্ত! হেমন্ত!

হেমন্ত—আমি চললাম বড়দা। আমাব জরুরী কাজ আছে। (প্রস্থান

ব্রজ—আমার কথাটা শুনুন।

শ্যামা—আপনি যা বলেছেন আমি শুনেছি। আপনি বলবার আগে থেকেই আমি জানি। আপনারা ব্যবসায়ী। আপনাদের লক্ষ্য হ'ল লাভ আমার কারখানার উদ্দেশ্য তা নয়। আমার প্রতিষ্ঠানেব প্রত্যেক কর্ম্মীকে তার অংশীদার ব'লে মনে করি। যাঁরা টাকা দিয়ে অংশীদার আছেন তাঁরা এ কথা মেনে নিয়েছেন।

ব্রজ—কিন্তু আমি মেনে নিই নি।

শ্যামা—আপনি মেনে নেন নি? তার অর্থ?

ব্রজ—(একখানা কাগজ বাহির করিয়া) এইটে দেখুন।

শ্যামা—কৃষ্ণদাস শাস্ত্রীর Share আপনি কিনেছেন! I see.

ব্রজ—আরও আছে। (আরও কয়েকখানি কাগজ বাহির করিয়া দিলেন)

শ্যামা—(দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন) হবেন রায়, বিমল ঘোষ—

ব্রজ—হ্যাঁ, আপনার কারখানার কর্ম্মচারী। এবং আরও আছে।

(শ্যামাদাস কাগজগুলি দেখিতেছিল)

ওর মধ্যে অবিশ্বাসের কিছুই নেই। জাল নয়।

শ্যামা—হ'লেও বিস্মিত হতাম না Mr. Ghoshal.

ব্রজ—সংসারে টাকার প্রয়োজন আছে। ওদের দশ টাকার শেয়ারের আমি দুশো টাকা দাম দিয়েছি। নারায়ণ! নারায়ণ!

শ্যামা—ভাল। আপনি আমাদের shareholder, আপনার আপত্তি আমি শুনলাম। মিটিংএ আমি এটা place করব, তারপর যা হয় আমি জানাব।

ব্রজ—(হাত-ব্যাগ হইতে একটা কাগজের বাণ্ডিল বাহির করিয়া) Bengal Scientificএর অর্দ্ধেকের ওপর শেয়ার আমার হাতে। আমার বিভিন্ন লোকের নামে আমি কিনেছি Mr. Shastri.

শ্যামা—(চীৎকার করিয়া উঠিল) Mr. Ghoshal.

ব্রজ—Mr. Shastri, আপনি এখন উত্তেজিত হয়েছেন, পরে আপনার সঙ্গে কথা কইব। আজ আমি চললাম। নারায়ণ! নারায়ণ!

শ্যামা—মিঃ ঘোষাল।

ব্রজ—Yes!

শ্যামা—সাধারণ মানুষের অসহায় অবস্থার কথা আমি জানি। কিন্তু এতখানি আমি প্রত্যাশা করি নি। যাক। আপনি বলতে চান—আপনি বিভিন্ন নামে অর্দ্ধেকের উপর শেয়ারের মালিক; সুতরাং কারখানা চলবে আপনার নির্দ্ধারিত পথে; কারখানার কর্ত্তৃত্বভার আসবে আপনার হাতে।

ব্রজ—না, কর্ত্তৃত্বভার আমি নিতে চাই না। প্রথমেই আপনাকে বলেছি—আপনি না মানলেও আমি মানি—আপনি আমার আত্মীয়—

শ্যামা—Please Mr. Ghoshal, please—ও কথা বাদ দিন।

ব্রজ—কারখানার প্রত্যেক মজুর, প্রত্যেক কর্ম্মচারী, হিন্দু মুসলমান সকলেই মনে মনে বিরক্ত। আপনি তাদের মধ্যে শিক্ষার নাম ক'রে নাস্তিকত প্রচার করেন। আত্মীয় হিসাবেই আপনাকে আমি বলতে এসেছি নারায়ণ! নারায়ণ!

শ্যামা—কারখানার কর্ত্তৃত্বভার আমি ত্যাগ করলাম। আজই আমি Shareholders' meeting ডাকব।

ব্রজ—আপনি অনবুঝের মত কথা বলছেন Mr. Shastri, আপনার নিজের হাতের গড়া প্রতিষ্ঠান—

শ্যামা—সে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধির বীজ প্রবেশ করেছে Mr Ghoshal—আমি ওর সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করলাম।

ব্রজ—কি করছেন ভেবে দেখুন।

শ্যামা—আমার আরও জরুরী কাজ আছে Mr. Ghoshal, নমস্কার।

ব্রজ—আচ্ছা, নমস্কার। ভেবে দেখবেন আমার কথা। (প্রস্থান

[শ্যামাদাস স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

(প্রবেশ করিল করুণা)

করুণা—তুমি হেমন্ত ঠাকুরপোকে কাজ থেকে জবাব দিয়েছ ?

শ্যামা—(চকিত হইয়া) করুণা ?

করুণা—হ্যাঁ, তুমি—

শ্যামা—একটা বিপর্য্যয় ঘ'টে গেল করুণা। Bengal Scientific Research এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ চুকে গেল।

করুণা—মামার সঙ্গে কথা বলছিলে আমি শুনেছি। কিন্তু তুমি কি—

শ্যামা—আমি এ জানতাম। এদেশে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে ওঠে—খাঁটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের নাম নিয়ে, কিন্তু অন্তরালে থাকে কোটী কোটি

টাকা, বিদেশী মূলধন। জান কিছুদিন আগেও বিরাট একটা ভারতীয় কারখানা গ'ড়ে উঠল এক রাত্রে, লণ্ডনে উঠল তার মূলধন। এদেশে সবই সম্ভব। এ আমি জানতাম।

করুণা—কিন্তু তুমি হেমন্ত ঠাকুরপোকে জবাব দিলে কেন? তুমি জান না —তার বাড়ীতে তার স্ত্রী—

[শ্যামাদাস হঠাৎ ছুটিয়া জানালার ধারে গেল]

শ্যামা—এ কি? গিনিপিগ ছুটে পালাচ্ছে। কে? কে খুলে দিলে খাঁচার দরজা? (দ্রুতপদে ল্যাবরেটারীর দিকে অগ্রসর হইল)

[করুণা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওঘর হইতে শ্যামাদাসের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল।—বেয়ারা। বেয়ারা। বেয়ারা। করুণা এবার ল্যাবরেটারির দিকে অগ্রসর হইল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

ল্যাবরেটারী

শ্যামাদাস ও বেয়ারা

[শ্যামাদাস টেবিলের উপর গিনিপিগের খাঁচা রাখিয়া উত্তেজিত ভাবে চাহিয়া আছে]

শ্যামা—ছোলা, দুধ! এগুলোকে একেবারে খাবার দিতে আমি বারণ করেছিলাম। কে দিয়েছে ছোলা—দুধ? একটা পালিয়ে গেছে বাগানের ভেতর দিয়ে! তোমার কি বলবার আছে?

বেয়ারা—আমি কিছুই জানি না হুজুর।

(করুণা আসিয়া দাঁড়াইল)

শ্যামা—তবে কে জানবে? কে দিলে?

বেয়ারা—আমি জানি না হুজুর।

শ্যামা—হেমন্ত। হেমন্ত। আমি ওঘরে গিয়েছিলাম, সে এ ঘরে ছিল Sentimental fool—! হেমন্ত—

করুণা—না। (শ্যামাদাস তাহার দিকে চাহিল—করুণা আসিযা তাহা সম্মুখে দাঁড়াইল) আমি দিয়েছি দুধ, আমি দিয়েছি ছোলা। খাঁচ খুলতে একটা পালিয়ে গেছে।

শ্যামা—তুমি দিয়েছ ?

করুণা—হ্যাঁ, আমি।

শ্যামা—তুমি স্বেচ্ছায় research গ্রহণ করে ছিলে করুণা, তুমি বিজ্ঞানের ছাত্রী তুমি দিয়েছ ?

করুণা—এমনই ক'রে অনাহারে তিলে তিলে দ'গ্ধে জীবগুলোকে জীর্ণ ক'রে তাদের কেটে মড়ার উপর খাঁড়ার যা চালাতে আমি পারব না—সে পা আমি করব না—কিছুতেই না।

শ্যামা—কি বলছ তুমি করুণা, তুমি কি বলছ ?

করুণা—আমি ঠিক বলছি। তুমিই আমাকে এ পাপে লিপ্ত করেছ, তোমা জন্যই এ পাপ আমি করেছি, জান সেই পাপেই আমার সংসার শূন্য হ রইল।

শ্যামা—(বেয়ারাকে) যা যা, তুই বাইরে যা।

(বেযারাব প্রস্থান)

করুণা বলিয়াই গেল—সন্তান থেকে ভগবান আমাকে বঞ্চিত করলেন, আমাে তিনি দিলেন না। জীবকে হত্যা ক'রে জীবনরহস্য, মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন তোমার মায়া নেই, মমতা নেই, স্নেহ নেই—

শ্যামা—প্রেম নাই, ভালবাসা নাই। না—নাই। তার জন্য কোন অনু শোচনাও নাই। করুণা, আমার আছে শুধু সত্য। তান্ত্রিক শবসাধনা

কথা শুনেছ করুণা? আমার সাধনা সেই সাধনা। সেই সত্যের সাধনায় তোমাকে আমি সঙ্গিনী বলে গ্রহণ করেছিলাম।

(দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল অনিমা। সে অবাক হইয়া গেল)

শ্যামাদাস বলিয়াই গেল—তুমি সে পথ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে। চিকিৎসা-শাস্ত্র মতে তোমার সন্তানহীনতার কারণ তুমি জান। জেনেও তুমি আমার কর্ম্মের ওপুর মিথ্যা কল্পিত পাপের বোঝা চাপাতে চাও। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ—

অনিমা—শ্যামল, শ্যামল।

শ্যামা—আজ এই মুহূর্ত্ত থেকে আমরা স্বতন্ত্র পৃথক ভাবে জীবনে যাত্রা আরম্ভ করলাম!

করুণা—তাই হবে। আমি চললাম।

(সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া শ্যামাদাসকে প্রণাম করিল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শ্যামাদাসের বাড়ীর ঠাকুর দালান। ঠাকুর দালানের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।] পাকা নাটমন্দির—চারিদিকে ঐশ্বর্য্য। সেই নাটমন্দিরে উৎসব হইতেছে। ব্রজবিহারী বসিয়া আছে। কেষ্টদাস তদ্বির করিতেছে। ব্রজবিহারীর বন্ধুবান্ধব আছে। টপ কীর্ত্তন দলের গান হইতেছে। কোন অশ্লীলতা বা ইতরতা নাই। গম্ভীর রাজসিকতার ভাব চারিদিকে]

কীর্ত্তনগায়িকা— (গান)

(গান শেষ হইল)

ব্রজ—সাধু! সাধু! চমৎকার! সুন্দর! তোমার গানেই শুধু দখল নয় তোমার ভক্তিও আছে। বাঃ! ভাল!

১ম ভদ্র—জলেই জল টানে ঘোষাল মশায়। আপনার ভক্তি আছে, তাই আপনার ভাগ্যে গায়িকাটিও এসেছে ভক্তিমতী।

ব্রজ—নারায়ণ! নারায়ণ! ভাগ্য নয়, বোস মশায়, দয়া। ওই ওঁরই দয়া।

২য় ভদ্র—দয়া নিশ্চয়। কিন্তু দয়া তো সংসারে শুধু মেলে না; ভগবান ভক্তের। ভক্তি থাকলে তবে তাঁর দয়া পাওয়া যায়।

১ম ভদ্র—একশো বার। নইলে পাওনা আদায় করতে গিয়ে সংসারে ঠাকুর কেনে কে?

ব্রজ—না-না-না! ও কথা বলবেন না! ঠাকুর কেনা যায় না। দয়া করে তিনি আসেন। শাস্ত্রী বংশের প্রতিষ্ঠা করা গোবিন্দ, শাস্ত্রী বংশের সন্তান নাস্তিক হয়েছে বলেই তাকে পরিত্যাগ করে আমার কাছে এসেছেন। নারায়ণ! নারায়ণ!

দ্র—আপনারই যোগ্য কথা—কিন্তু—

জ—এর মধ্যে কিন্তু নাই বোস মশাই। এই সম্মুখে নারায়ণ, আমি সত্য বলছি। শ্যামাদাস শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে Bengal Researchএর দরুণ পাঁচ হাজার টাকার ডিক্রী নিয়ে বসে তখন ভাবছিলাম, লোকটি হাজার হ'লেও আত্মীয়। যাক, পাঁচ হাজার টাকা না হয় গেলই। শাস্ত্রীর আর নেব কি? একমাত্র পৈত্রিক বাড়ী, বাগান। কিন্তু বাড়ীতে গোবিন্দজী রয়েছেন। পার্থিব আইন কানুনে ওসব শ্যামাদাসের হ'লেও ও হ'ল গোবিন্দজীর রাজ্য। ওতে আমি হাত বাড়াতে পারব না। হঠাৎ রাত্রে একদিন স্বপ্ন দেখলাম, গোবিন্দজী বলছেন—তুই আমার সেবা কর! আমার সেবার বড় ত্রুটি হচ্ছে। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। সকালে উঠেই প্রথমে খবর নিলাম কেষ্টদাসের কাছে যে ব্যাপার কি? শুনলাম—শ্যামাদাসের মাও এখানে নেই, তিনি মনের আবেগে তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছেন। সেবার ভার দিয়ে গেছেন কেষ্টদাসের ওপর আর একজন পুরোহিতের ওপর। শুধু তাই নয় শ্যামাদাসের মায়েরও শেষ দিকে কেমন মতিভ্রষ্ট হয়েছিল। তিনি গোবিন্দজীর বাড়ীর আশে পাশে বাগ্দীদের বসত করিয়ে ছিলেন। সেইদিন রাত্রে আবার স্বপ্ন দেখলাম। তবুও দ্বিধা হ'ল। শ্যামদাসের মা ফিরে আসবেন তো! তৃতীয় দিন রাত্রে আবার সেই স্বপ্ন। আর আমি দ্বিধা করলাম না। ডিক্রীজারী করে গোবিন্দজীকে মাথায় করে নিলাম। নারায়ণ! নারায়ণ!

দ্র—আপনি ভক্তিমান পুরুষ ঘোষাল মশায়। আপনার প্রেম আছে। "বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা"—সেই জন্যেই ঠাকুর যেচে আপনার সেবা গ্রহণ করেছেন। ত্রুটিও কিছু করেন নি আপনি। ইন্দ্রভুবন করে তুলেছেন।

রজ—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট, তাঁর উপযুক্ত পূজাবেদী কি মানুষ তৈরী করতে

পাবে ? তবে হ্যাঁ, যতদূর সাধ্য করেছি। আরও অবশ্য অনেক ইচ্ছ আছে। নারায়ণ—নারায়ণ।

ভদ্র—করবেন বই কি। ভগবান যখন আপনাকে দয়া ক'রেছেন, তখ করবেন বই কি।

ব্রজ—ইচ্ছা আছে একটি অনাথ আশ্রম করব। ওই যে আপনাদের যেখানে বাগদীদের বাস ছিল, ওইখানে অনাথ আশ্রম করব নতুন ধরণে। তা মধ্যে ইস্কুল থাকবে, হাসপাতাল থাকবে, ছোটখাটো কল কারখানা থাকবে। যাতে তারা বড় হয়ে সক্ষম হতে পারে। আমাদের দেশে ওই একটা মস্ত সমস্যা। মস্ত সমস্যা। এইসব নীচু জাতের ছেলেরা বিশেষ করে অনাথ যারা, তারা হয় হ'য়ে ওঠে চোর, জোচ্চোর, কেউ খৃষ্টান হয় পাদরীদের হাতে প'ড়ে, কেউ অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে। মোট কথ ধর্ম্ম যে যেতে বসেছে তার এও একটা কারণ। আর তারাও তে ভগবানের রাজ্যের দীন প্রজা। শাস্ত্রে বলে 'দরিদ্র নারায়ণ'!

(কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

কৃষ্ণ—স্যার!

ব্রজ—কি ? কিছু বলছ ?

কৃষ্ণ—আজ্ঞে স্যার, গান আর হবে না বন্ধ ক'রে দেব ?

ব্রজ—গান হবে বই কি ?

কৃষ্ণ—ওদিকে খাবার জায়গা কম্প্লিট—রেডি। নুন থেকে তরকারী পর্য্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে। আপনারা গেলেই গরম গরম ভেজে লুচি দিয়ে দেব টপাটপ! From the frying pan।

ব্রজ—Into the fire of our belly—জঠরানলে! কৃষ্টদাস আমার বড় করিৎকর্ম্মা লোক! বুঝেছেন, লোকে কৃষ্টদাসকে বলে—মূর্খ, অপদার্থ; কিন্তু ও মস্ত কাজের লোক!

কৃষ্ণ—আর একটা কথা স্যার !

ব্রজ—আবার কি কথা ?

কৃষ্ণ—বাগদী বেটারা খেতে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। খিচুড়ী ফিচুড়ী সব নষ্ট হবে।

ব্রজ—আসবে না ? খেতে আসবে না ? গোবিন্দের প্রসাদ খেতে আসবে না ?

কৃষ্ণ—না স্যার। ওরা বলছে, মানে বলছে ওই হেমা আর মিসেস শ্যামাদাস শাস্ত্রী মানে আপনার ভাগ্নী, মানে ওরাই সব শিখিয়ে দিচ্ছে !

ব্রজ—নারায়ণ ! নারায়ণ !

কৃষ্ণ—আপনি তাদের নিজের বাড়ী থেকে উঠিয়ে দিয়েছেন, জ্যাঠাইমা তারপর জায়গা দিয়েছিলেন খিড়কীর পুকুরের পাড়ে, সেখান থেকেও উঠিয়ে দিয়েছেন, এরপর আপনার এখানে যে খাবে সে মানুষ নয়, রাস্তার এঁটো পাতা চাটা কুত্তা—এই সব বলছে।

ব্রজ—(হাসিয়া) ভাল কথা ! যারা আসবে তাদের খাওয়াও, তারপর যা থাকবে—কুকুরদেরই খাইয়ে দাও কেষ্টদাস। কুকুরও আমার ভগবানের প্রজা। কেউ না আসে সবই কুকুরদের খাইয়ে দাও। যত্র জীব—তত্র শিব। নারায়ণ ! নারায়ণ !

কৃষ্ণ—যে আজ্ঞে স্যার ! (প্রস্থানোদ্যত)

ব্রজ—দাঁড়াও কেষ্টদাস।

কৃষ্ণ—আজ্ঞে স্যার।

ব্রজ—খিচুড়ীর চাল ডাল সব যেন রান্না হয় !

কৃষ্ণ—আজ্ঞে, চালে ডালে আড়াই মণ আছে—

ব্রজ—আড়াই মনই রান্না হবে। বুঝলে ? (কথাগুলি বেশ দৃঢ় আদেশের সুরে বলিল) এক মুঠো যেন পড়ে না থাকে।

(কৃষ্ণদাস অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

ব্রজ—আমার কথা বুঝেছ ?

কৃষ্ণ—হ্যাঁ স্যার।

ব্রজ—যাও তা হলে। কি ? দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

কৃষ্ণ—যাব কি স্যার, আমি ভাবছি এত কুকুর আমি পাব কোথা ? আড়াই মণ চালেডালে খিচুড়ী খাবার মত এত কুকুর ?!

ব্রজ—তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ কেষ্টদাস ?

কৃষ্ণ—আজ্ঞে না স্যার, আমি খুব seriously বলছি—এ সব খাবার জন্যে মানুষ যত আছে—কুকুর তত নাই। বিশ্বাস করুন আপনি। সময় থাকতে আশেপাশে খবর দিতে পারলে পঙ্গপালের মত লোক এসে জুটে যেতো। আর কুকুরেই যদি আপনার ঝোঁক তারও ব্যবস্থা হ'ত। মনখানেক পাঁঠার টেংরী নিয়ে এসে খিচুড়ীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কুকুরওয়ালা ভদ্রলোকের বাড়ী নেমন্তন্ন পাঠালেই চলত।

ব্রজ—কেষ্টদাস, আমার নিয়ে বেশী ঘাঁটিয়ো না তুমি। যা বললাম তাই কর গিয়ে। রান্না করিয়ে না ফুরোয় ডাষ্টবিনে ফেলে দেবে। যাও।

(কৃষ্ণদাস তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল)

এত বড় idiot, impertinent আমি আর দেখি নি।

১ম ভদ্র—আমরাও তাই বলি, আপনাদের মধ্যে। ওটাকে যে আপনি কেন রেখেছেন আপনিই জানেন।

ব্রজ—(হাসিল) এইবার ওটাকে দূর করব।

[শৈলজা দেবীর প্রবেশ—তাঁহার হাতে একটি স্যুটকেশ। সঙ্গে সঙ্গে দরোয়ানও প্রবেশ করিল। শৈলজা দেবী অনেক দূর হইতে আসিতেছেন দেখিয়াই বুঝা যায়, প্রবেশ করিয়া তিনি চারিদিক সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেছিলেন]

দরোয়ান—(ব্রজবিহারীকে সেলাম করিয়া) দেখিয়ে হুজুর, ইয়ে মাইজী বাড়ীর

অন্দর ঘুস গেলেন, হামি মানা করলেম তো বলছেন কি—হামারা বাড়ী! আওবাৎ, হাম কেয়া করে হুজুর!

ব্রজ—(আগাইয়া আসিয়া) কে? ও আপনি!?

শৈল—হ্যাঁ, আমি। কিন্তু এ সব কি? আমাব বাড়ীর ঠাকুরবাড়ী ভেঙে চুরে এ সব কে করলে? ও কি? ঠাকুর বাড়ীতে ওরা কে? একি, খ্যামটা নাচ হচ্ছে?

ব্রজ—নাচ নয়, ঢপের কীর্ত্তন হচ্ছে।

শৈল—ঢপের কীর্ত্তন?

ব্রজ—হ্যাঁ।

শৈল—কিন্তু আমার ঠাকুর বাড়ীতে এসব করবার অধিকার আপনাকে কে দিলে ঘোষাল মশায়?

(ব্রজবিহারী চুপ করিয়া রহিল।

আমি যখন তীর্থে যাই, তখন কেষ্টদাসের ওপব ভার দিয়ে গিয়েছিলাম, আপনি ভক্তিমান ব্যক্তি জেনে আপনাকে অনুবোধ কবেছিলাম একটু খোঁজখবর বাখবেন, এইমাত্র। আমার বাড়ী ঠাকুবেব সেই পুরানো মান্দর নাটমন্দির ভেঙে এসব করতে আমি বলি নি। আমাব ঠাকুর ছিলেন কাঙালের ঠাকুর—তাঁর গায়ে এত গয়না! এ সব কি করেছেন আপনি? ঠাকুরের সামনে ঢপের কীর্ত্তন, ছি-ছি-ছি! আমার ঠাকুরকে যে আমি আর চিনতে পারছি না! (ঢপওয়ালীদের প্রতি) যাও যাও বাছা, তোমবা বাইরে যাও। যাও!

(ঢপওয়ালীদের প্রস্থান)

খুলে দাও, আমার ঠাকুরের গা থেকে ওসব গয়না খুলে দাও। কই, পুরুত ঠাকুর কই? (অগ্রসর হইলেন)

ব্রজ—দাঁড়ান আপনি, শুনুন—

শৈল—আগে আমার ঠাকুরের গা থেকে গয়না খুলিয়ে দি— (অগ্রসর হইলেন)

ব্রজ—ঠাকুর আপনার নয়। আপনি দাঁড়ান।

শৈল—(দাঁড়াইল) আমার নয় ?

ব্রজ—না। শাস্ত্রীবংশের সম্পত্তির মালিক আপনি নন, মালিক শ্যামাদাস। হেমন্তের বাপ, শ্যামাদাসের বাপকেই তার অংশ বিক্রী করেছিল। কেষ্ট-দাসও তাই করেছে। শ্যামাদাস শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে কোম্পানীর ডিক্রীর টাকার জন্যে এ সমস্তই নীলাম হয়েছে। আমি সমস্তই নীলামে কিনেছি।

(শৈলজা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)

ব্রজ—আমি কখনও অনধিকার চর্চ্চা করি না। আদালতের নির্দ্দেশ মত আইন-সঙ্গত ভাবেই এ সমস্তের ওপর অধিকার এখন আমার। আমার ইচ্ছামত, আমার সাধ এবং ভক্তি অনুযায়ী আমি গোবিন্দজীর সেবা করবার ব্যবস্থা করেছি। এতে আপনার আপত্তি করবার কিছুই নাই। তা ছাড়া ভগবানের সেবায়—

শৈল—একটা কথা, একটা কথা। ভগবানকে নীলেম করবার হুকুমও কি আদালতের আছে ? বিষয় সম্পত্তি নীলাম হ'ল বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার গোবিন্দজী, আমার ঠাকুর, আমার গৃহ দেবতা ?

বোস নামক ভদ্রলোক—ঠাকুর উনি প্রথমেই অস্থাবরের সঙ্গে ক্রোক ক'রে নীলাম ক'রে নিয়েছেন।

শৈল—অস্থাবর ক্রোক ক'রে নীলাম ক'রে নিয়েছেন ? গোবিন্দজীকে ?

বোস—হ্যাঁ ! আপত্তি তো কেউ করেনি।

ব্রজ—শুনুন আপনি। এটাকে আপনি অন্যভাবে নেবেন না। এ অভিপ্রায় আমার ছিল না। শ্যামাদাসের কাছে পাওনা টাকার জন্যে এ সব আমি করিনি। কারণ এ থেকে কোন আর্থিক লাভ নেই আমার। বরং

দেবসেবার খরচই বেড়ে গেছে। গোবিন্দজী আমাকে স্বপ্নে আদেশ করলেন।

শৈল—(স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া) কি আদেশ করলেন ?

ব্রজ—স্বপ্নে দেখলাম গোবিন্দজী আমাকে বলছেন, তুই আমার সেবা কর, আমার সেবার বড় ত্রুটি হচ্ছে। এ দারিদ্রের মধ্যে আমি আর থাকতে পারছি না।

শৈল—এ—দা-রি-দ্রে-র মধ্যে তিনি আর থা-ক-তে পা-র-ছেন না ? স্বপ্নে আপনাকে সেই কথা বললেন !?

ব্রজ—একদিন ? পর পর তিন দিন ! প্রথম দিনের পর খোঁজ নিয়ে দেখলাম সেবার ত্রুটি সত্য। আপনি গোবিন্দকে অবহেলা ক'রে তীর্থে গেছেন। কেষ্টদাস কোন খোঁজই রাখে না। পুরোহিত বললে—যে টাকা আপনি তাকে দিয়ে গেছেন—সে শেষ হয়ে এসেছে। দেখলাম, গোবিন্দজীর মন্দিরের পাশের পুকুরের চারি ধারে আপনি নীচ জাতি বসিয়েছেন। সে দিনও রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম ! বললেন—ওদের গায়ের গন্ধে আমার কষ্ট হচ্ছে।

[শৈলজা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গেলেন বিগ্রহের মন্দির দ্বারে]

ব্রজ—নিয়ে আমি কোন অন্যায় করি নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, লক্ষ্মী যাঁর চরণাশ্রিতা, দৈন্যের মধ্যে তাঁকে কি মানায় ? তবে আমার আর সাধ্য কতটুকু বলুন !

শৈলজা—(বিগ্রহের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বলিলেন) দারিদ্রের মধ্যে থাকতে তোমার কষ্ট হচ্ছিল ?

ব্রজ—আমি নিয়েছি বটে, তবে এ সবই আপনার মনে করবেন। আপনি এখানে থাকুন গোবিন্দের সেবায়—

শৈলজা—দীন দরিদ্র মানুষের গায়ের গন্ধ তুমি সহ্য করতে পারছ না?

ব্রজ—আপনি শান্ত হোন। আপনি শান্ত হোন!

শৈলজা—উত্তর দাও। উত্তর দাও। বল—আমাকে বল! ওঁকে যে কথ স্বপ্নে বলেছ সে কথা আমাকে স্বমুখে তুমি বল। বল! বল!

ব্রজ—এ কি? এ সব কি বলছেন, কি কবছেন আপনি?

শৈল—আমি শুনব তুমি বল। এতকাল তোমার সেবা করেছি আমি, তা প্রতিদানে তুমি আমাকে শুধু কথাটার উত্তব দাও। নইলে জানব তু মিথ্যে—

ব্রজ—এবার আমাকে ক্ষমা কববেন আপনি। আপনাকে আর আমি প্রশ্ন দিতে পারব না।

শৈল—উত্তর দাও! তুমি বল!

ব্রজ—দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—আপনি আমার দেবমন্দিব থেকে চলে যান। চলে যান আপনি!

শৈল—তুমি পাথর! তুমি পাথর!

ব্রজ—বেরিয়ে যান আপনি!

শৈল—তুমি পাথব! (প্রস্থান করিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

হেমন্ত এবং ডাঃ হিরণ বোস

[হেমন্ত একখানি ইজিচেয়ারে শুইয়া আছে]

ডাঃ বোস—আপনাব শরীরেব অবস্থা তো ভাল নয় হেমন্তবাবু। অনে আগেই আপনার সাবধান হওয়া উচিৎ ছিল।

(হেমন্ত হাসিল)

আপনি হাসছেন হেমন্তবাবু? I am Sorry, আমি দুঃখ পেলাম।

হেমন্ত—আপনি যদি দুঃখ পান ডাক্তারবাবু তবে আর হাসব না। এবং হেসেছি বলে সত্যিই অনুতপ্ত। আপনাকে সত্যিই আমি শ্রদ্ধা করি। চারুর জন্যে আপনি যা ক'রেছেন—

ডাঃ বোস—ওকথা থাক হেমন্তবাবু, ও কথা থাক—

(হেমন্ত চুপ করিল)

ডাঃ বোস—আমি যদি তাঁকে বাঁচাতে পারতাম তবে আপনার লক্ষ ধন্য-বাদ, কৃতজ্ঞতা, দু'হাত ভরে গ্রহণ করতাম। কিন্তু—(একটু নীরব থাকিয়া) আমি আশা করেছিলাম। শেষের দিকটাতেই আশা করে-ছিলাম। (একটু নীরব থাকিয়া) মৃত্যুর মত রহস্যময় আর কিছু নেই হেমন্ত বাবু। মৃত্যুর কাছে আমরা নিতান্ত অসহায়। Medicene can cure desease but can not prevent death.

হেমন্ত—শ্যামাদাসদা এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে চান!

ডাঃ বোস—Mr. sastrir কোন খবর—

হেমন্ত—নাঃ। কোন খবর নাই। Mrs. Bose কেও কি কোন চিঠিপত্র লেখেন না?

ডাঃ বোস—না।

হেমন্ত—তিনি কেমন আছেন? তাঁকে আনলেন না কেন?

ডাঃ বোস—অ্যানি? (হাসিল) সে আজ তিন দিন হ'ল কোথায় বাইরে গেছে। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। কোথায় গেছে সে বলেও যায় নি। অবশ্য সে তার স্বভাবও নয়। অনিমা আবার অ্যানি হয়ে উঠেছে হেমন্ত বাবু। উল্কার মত ছুটে বেড়াচ্ছে like a shooting star! (হাসিল) কক্ষচ্যুত গ্রহ বললেই ভাল হয়। কেন্দ্রের যে সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী-কক্ষপথে নিয়মিত শৃঙ্খলায় জীবনময়ী হয়ে ঘুরত সে—

সেই সূর্য্য কেন্দ্র থেকে অদৃশ্য হয়েছে। সুতরাং এ তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমি তাকে দোষ দিই নে।

হেমন্ত—আমারও বিপদ হয়েছে Dr. Bose, বউদিদির দিকে আমি চাইতে পারি নে।

ডাঃ বোস—Mrs. Sastri কই? তিনি কোথায় থাকেন?

হেমন্ত—এ সব জায়গা জমি, বাড়ী ঘর তো তারই। আমি কলকাতাতেই ছিলাম, তিনি চিঠি লিখলেন একবার যেন আসি। এলাম; আমায় দেখে বললেন—এ কি শরীর হয়েছে আপনার ঠাকুরপো? ব্যাস। একেবারে আটক বন্দী ক'রে সেবায় তৎপরা হয়ে উঠলেন। আপনাকে চিঠি লিখলেন।

ডাঃ বোস—এখানে তিনি কি করছেন? এই পাড়াগাঁয়ে?

হেমন্ত—যুদ্ধ ঘোষণা করে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে বসে থাকা গোছের ব্যাপার। শ্যামাদাসদা' আমাদের বাগানের বাগদীদের তুলে দিয়ে জায়গাটায় কলকারখানা ক'রে তার Idea মত একটা ব্যাপার—

ডাঃ বোস—সে আমি জানি। Bengal researchএর আমিও পার্টনার ছিলাম।

হেমন্ত—হ্যাঁ। ঠিক কথা। তারপর শ্যামাদাসদার সঙ্গে মামলা ক'রে ব্রজ ঘোষাল তাদের উঠিয়ে দিলে। জ্যাঠাইমা তাদের জায়গা দিলেন—বাড়ীর ভেতরের পুকুরের পাড়ে। জ্যাঠাইমা তীর্থে গেলেন, সেই সুযোগে ঘোষাল বাড়ী ঘর ঠাকুর ঠাকুরবাড়ী নিলেম ক'রে নিয়ে হতভাগাদের আবার উঠিয়ে দিলেন। ব্যাস। বউদি খবর পেয়ে প্রায় নাচতে নাচতে ছুটে এলেন। স্বামী এবং মামা দু জনের বিরুদ্ধে বাগদীদের সঙ্গে মৈত্রী গঠন করে এইখানে ট্রেঞ্চে অপেক্ষমান হ'য়ে বসে আছেন। নিজের গহণা পৈত্রিক টাকাকড়ি সব দিয়ে জায়গা জমি কিনে দাতা কর্ণের

জমিদারী খুলে বসেছেন। বাড়ী ঘরের জায়গা দিয়েছেন বিনা পয়সায়, ঘর করতে বিনাসুদে টাকা ধার দিয়েছেন, ক্ষেতের জায়গাও বিনামূল্যে, বীজ সরবরাহ বিনামূল্যে লাঙ্গল গরুর দাম ও দিয়েছেন অনেককে, গভর্ণমেণ্টের ভূমিরাজস্ব সেও নিজেই দিচ্ছেন। বাগদীরা খুবই কৃতজ্ঞ, বলে মা লক্ষ্মী, দুবেলা প্রণাম করে, কথা বলতে গদগদ হয়। বলে—প্রাণ দিতে পারি। পারে না কেবল খাজনার টাকা দিতে আর ধারের টাকা শোধ করতে।

ডাঃ বোস—মিসেস শাস্ত্রী তা হলে চমৎকার আছেন বলুন।

হেমন্ত—চমৎকার বলে চমৎকার! করুণা নামটা প্রায় সার্থক করে তুলেছেন বাগদীরা খাজনা দেয় না, ধার শোধ দেয় না, এতেই তাঁর পরমানন্দ। গদগদ হয়ে বলেন, আহা বেচারী! বলতে গিয়ে চোখ ছল ছল করে, ঠোঁট কাঁপে, মানে সে একটা বিগলিত ব্যাপার। চোখে জল এ ক্ষেত্রে অনিবার্য্য বুঝতেই পারছেন কিন্তু ওইখানেই বউদির বাহাদুরী। কখন কেমন ভাবে যে সে জল মুছে ফেলেন আজও ধরতে পারলাম না। ওই যে, এইদিকেই আসছেন। ওই দেখুন না বাগদীদের মেয়েগুলো কেমনভাবে অনুসরণ করছে। মুখের হাসি দেখুন না। নিশ্চয় বেচারীর দল কিছু চেয়েছে আর কি!

করুণা—(নেপথ্য হইতে বলিল) সব চুপ করে সারিবন্দী দাঁড়াবে তবে পাবে। নইলে পাবে না।

হেমন্ত—শুনছেন? বিগলিত ব্যাপার, দানযোগের পরমানন্দে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

(করুণা প্রবেশ করিল, পিছনে কয়েকটি বাগদীর মেয়ে)

করুণা—(ডাঃ বোসকে দেখিয়া) Dr. Bose? আপনি এসেছেন? উঃ আপনাকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব?

হেমন্ত—যা বলেছেন তার মধ্যেই যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে তাতেই ডাঃ বোসের ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে। আর বেশী বলবেন না। এখন একটু বসুন দেখি দয়া ক'রে।

ডাঃ বোস—আপনার শরীরও যে বড খারাপ হয়ে গেছে মিসেস শাস্ত্রী।

করুণা—না না ডাঃ বোস আমি খুব ভাল আছি। এত ভাল আমি কখনও ছিলাম না।

হেমন্ত—শরীর ভাল না থাকার ওইটেই সব চেয়ে বড লক্ষণ বউদি। শরীর যাদের ভাল থাকে ইয়া হৃষ্টপুষ্ট গ্রামফেড ভেটকের মানে ভেড়ার মত শরীর তারাই দেখবেন সকাল থেকে খল নুড়ি, বড়ি মধু, মিকশ্চার, নিয়ে ব্যস্ত। কি—? না—মাথা টিপ্ টিপ্ করে, বুক ধডফড় করে, পেট কন কন করে—নিদেন পক্ষে Blood Pressure—low কিংবা high! আর সত্যিই যাদের শরীর খারাপ—

করুণা—তারা বলে আমি তো খুব ভালই আছি। যেমন আপনি!

হেমন্ত—আমার অস্ত্রেই আমাকে ঘাল করলেন? যাক্ এখন ওই আপনার জয়া-বিজয়ার দলকে বিদেয় করুণ দেখি! ব্যাপার কি ওদের? কিছু দেবেন নিশ্চয়!

করুণা—হ্যাঁ। ওদের একটা ক'রে জামা দেব বলেছি।

হেমন্ত—দেবেন যখন তখন দিয়ে ফেলুন। দানধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম শুভস্য শীঘ্রং। যান দিয়ে আসুন। যান বেচারারা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছে।

করুণা—আমি এক্ষুনি আসছি ডাঃ বোস; (ছেলেদের প্রতি) এস তোমরা এস। (প্রস্থান—ছেলেদের দল তাহাকে অনুসরণ করিল)

ডাঃ বোস—মিসেস শাস্ত্রীর শরীর তো খুবই খারাপ হয়ে গেছে হেমন্তবাবু।

হেমন্ত—ওঁর চিকিৎসা কোন চিকিৎসাশাস্ত্রেই নেই ডাঃ বোস।

ডাঃ বোস—শ্যামাদাসবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি, অ্যানি তাকে ভালবাসে,

তবু আমি কোনদিন তাকে ঈর্ষার চোখে দেখি নি। আজ কিন্তু মিসেস শাস্ত্রীর এই তিলে তিলে আত্মনাশ দেখে শাস্ত্রীর প্রতি ঈর্ষান্বিত না হয়ে পারছি না।

হেমন্ত—সে অতি হতভাগ্য ডাক্তার বাবু, পাগল। 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর'। অথচ পরশপাথর বার বার তার হাতের কাছে এল আর তাকে পাথর বলে বারবার ছুড়ে ফেলে দিলে। অমৃতকে পরিত্যাগ ক'রে সে মৃত্যুরহস্য ভেদ করতে চাইলে।

Dr. Bose—শাস্ত্রী যদি নিজের Experimentএ Successful হন হেমন্ত-বাবু, তবে—তবে সে একটা অভাবনীয় ব্যাপার হবে! Biologyতে—(বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইয়া গেল)। আসুন মিসেস শাস্ত্রী। ছেলেদের জামা দেওয়া হয়ে গেল?

(করুণার প্রবেশ)

করুণা—হ্যাঁ। কিন্তু আপনাদের কি আলোচনা হচ্ছিল, বন্ধ করলেন কেন? আমায় দেখে?

Dr. Bose—না না। আলোচনা কিছু নয়—আলাপ বলতে পারেন?

করুণা—(হাসিয়া) আপনাদের কথার খানিকটা আমার কানে এসে গেছে ডাক্তারবাবু; ঠাকুরপো বলছিলেন 'অমৃত পরিত্যাগ ক'রে' সে মৃত্যু-রহস্য ভেদ করতে চাইলে—সে কথা আমি শুনেছি।

[ডাক্তার বোস এবং হেমন্ত পরস্পরের দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিল]

করুণা—'পরশপাথর বারবার হাতের কাছে এল আর সে তাকে পাথর বলে বারবার ছুড়ে ফেলে দিলে' সে কথাও শুনেছি।

হেমন্ত—শুনেছেন তো! বাস তা' হলেই ঠিক হয়েছে, আপনিও আমাদের আলোচনায় আমাদের যোগ দিতে পারবেন। আমি বলছিলাম Dr.

Boseকে যে রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি একটি রূপক কবিতা। "ক্ষ্যাপা খুঁজে-খুঁজে ফিরে পরশপাথর"। এই ক্ষ্যাপা কে? না অতৃপ্ত মানুষ অতৃপ্ত মানুষের জীবনে বিরাম নাই, শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই—

করুণা—যেমন আপনার দাদা।

Dr. Bose—মিসেস শাস্ত্রী এ আলোচনা থাক—

করুণা—(হাসিয়া) আমি কোন দুঃখ পাব না Dr. Bose, হোক না আলোচনা।

হেমন্ত—না, হতে পারে না।

করুণা—কেন?

হেমন্ত—কেন? তার কারণ মেয়েদের সঙ্গে এ সব আলোচনা করা উচিৎ নয়। তারা অত্যন্ত Sentimental, যে কোন মহাপুরুষের নাম করলেই কুমারী মেয়েরা ভাববে ঠিক আমার বাবার মত, সদ্য বিবাহিতেরা ভাববে আমার স্বামীর মত, সন্তানবতীরা ভাববে আমার ছেলের মত। ঠিক বলেছেন ডাক্তার বোস এ আলোচনা এখন থাক।

(করুণা হাসিল)

Dr. Bose—হাসছেন যে? ও! ভাবছেন আমি কথাটা ঢাকছি! আচ্ছা বলুন তো কোথায় এই ক্ষ্যাপার সঙ্গে মিল রয়েছে শ্যামাদাসদার? মাথায় বৃহৎ জটা, ধূলায় কাদায় কটা, মলিন ছায়ার মত ক্ষীণ কলেবর। দিব্যি এমন ব্যাক ব্রাস করা চুল, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, নেয়াপাতি ভুঁড়ি, সে না কি ওই ক্ষ্যাপা হয়।

করুণা—থাক ঠাকুরপো থাক। তবে আপনারা আমার জন্যে মিথ্যেই দুঃখ পাচ্ছেন। আপনার দাদার জন্যে আমার কোন দুঃখ নাই। যে মানুষের মনে মায়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, প্রেম নাই, ভালবাসা নাই তার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই, তাকে হারিয়ে আমার

কোন দুঃখ নাই, যে আমাকে জীবনে এককণা কিছু দিলে না—সে যদি চ'লেই গিয়ে থাকে, তাতেই বা আমার লোকসান কিসের ?

Dr. Bose—মিসেস শাস্ত্রী, মিসেস শাস্ত্রী—

করুণা—না না, Dr. Bose, আমি উত্তেজিত হই নি। আমি শুধু আপনাদের বলতে চাই, আপনারা অকারণে কল্পনা ক'রে আমার জন্য দুঃখ পাবেন না। আমার জীবনে আমি তাকে বিবাহ ক'রে ভুল করেছিলাম, সে ভুল সংশোধন হয়েছে, তাতে আমি সুখী হয়েছি। আপনাদের Mr. Shastri পণ্ডিত লোক, আপনারা তাকে সম্মান করতে পারেন। কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি।

(বলিয়া কথা শেষের সঙ্গেই সে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল)

হেমন্ত—(আবৃত্তি করিল) "অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পল ভর।
বাকি অর্দ্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার করিবে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।"

(সেকেণ্ড দুয়েক স্তব্ধ থাকিয়া) ডাক্তার বোস !

Dr. Bose—হেমন্তবাবু !

হেমন্ত—কেমন দেখলেন আমাকে ? আমি সত্যিই বেশী দিন বাঁচব না ?

Dr. Bose—আপনি শরীরের ওপর যত্ন নিন হেমন্তবাবু—নিয়মিত ভাবে ওষুধ ব্যবহার করুন, কে বলতে পারে আপনি সেরে যাবেন না ? তবে—

হেমন্ত—তবে ? ডাক্তার বোস ?

Dr. Bose—অন্য লোক হ'লে কথাটা গোপন করতাম, আপনার কাছে গোপন করব না। আপনার স্ত্রীর ব্যাধি আপনার মধ্যে infected হয়েছে।

হেমন্ত—জানি। কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন ডাক্তারবাবু। আমি আমার

শেষ কাব্য রচনা ক'রে যেতে চাই—শ্যামাদাস শাস্ত্রী করুণা বউদি অনিম দেবীকে নিয়ে আমার শেষ কাব্য! (ডাক্তারের হাত চাপিয়া ধরিল)

Dr. Bose—আপনি কাল আমার Chamberএ আসুন হেমন্তবাবু, আমি আপনাকে ভাল ক'বে দেখতে চাই।

(বতনেব প্রবেশ)

বতন—(বাহির হইতেই ডাকিতেছিল) মা লক্ষ্মী, মা ঠাকরুণ! এই দাদা ঠাকুব, দাদা ঠাকুব!

হেমন্ত—একটু অপেক্ষা কব বতন। (ডাক্তাব বোসেব প্রতি) তাই হ ডাক্তাববাবু!

Bose—তা হ'লে আজ আমি আসি।

হেমন্ত—বউদিব সঙ্গে—

Bose—তাঁকে আমার নমস্কাব দেবেন হেমন্তবাবু! তাঁকে এখন বিবক্ত কব ঠিক হবে না, তাঁব emotionটা একটু শান্ত হ'তে দিন। নমস্কাব।

হেমন্ত—নমস্কাব! কি রতন? (ডাক্তার বোসেব প্রস্থান)

বতন—বড় মাঠাকরেন, বড়দাদা ঠাকুবের মা, আপনকাব—

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা?

বতন—হ্যাঁ দাদাঠাকুর, তিনি ফিরে এয়েচেন।

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা ফিবে এসেছেন? কোথায়?

বতন—দেখলাম তিনি বাড়ীব মধ্যে গেলেন।

হেমন্ত—বাড়ীর মধ্যে? নিজেব বাড়ীতে?

বতন—হ্যাঁ গো। এইবারে কেষ্টদাদার মুনিবটারে মাঠাকরেন ঢিট্ ক' দিবেন, তুমি দেখো।

হেমন্ত—রতন!

রতন—দাদাঠাকুর!

হেমন্ত—চল্, তুই আমার সঙ্গে চল্, এগিয়ে দেখি।

রতন—তুমি যাবে দাদাঠাকুর? এই শরীর! না, না, তোমার যাতি হবে না, আমি—

হেমন্ত—না, না, তুই জানিস নে রতন। তবে—

[নেপথ্যে শৈলজা দেবীর উচ্চ তীব্র মর্ম্মভেদী স্বর ভাসিয়া আসিল]

নে-শৈ—তোকে আমি অভিসম্পাৎ দিচ্ছি না কেষ্টদাস, আমি অভিসম্পাৎ দিচ্ছি শ্যামাদাসকে—

হেমন্ত—(উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং চীৎকার করিয়া উঠিল) জ্যাঠাইমা! জ্যাঠাইমা!

নে-শৈ—তারই পাপে আমার গোবিন্দজী বিগ্রহ থেকে চ'লে গেছেন। অবিশ্বাসী, নাস্তিক, তাকে আমি অভিসম্পাৎ দিচ্ছি—

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা! (প্রস্থান)

নে-শৈ—কে? হেমন্ত।

[রতন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, ঠিক এই সময়ে ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল করুণা]

করুণা—কে ঠাকুরপো? কাকে ডাকছেন, রতন, ঠাকুরপো কোথায় গেলেন, কাকে এমন ভাবে চীৎকার ক'রে—

রতন—বড়মা ঠাকরেন, মালক্ষ্মী, বড়দাদা ঠাকুরের মা, আপনকার শাশুড়ী—

করুণা—কোথায় তিনি? (কয়েক পা অগ্রসর হইয়া সে স্তব্ধবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া গেল।)

নে-হেমন্ত—না। তোমার গোবিনজী যদি চ'লে গিয়ে থাকেন তবে শ্যামাদাসদার জন্য চ'লে যান নি। চ'লে গেছেন তোমার জন্যে।

রতন—এই যে! মাঠাকরেন—মাঠাকরেন।

(বলিতে বলিতে রতন চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে হেমন্ত এবং শৈলজা প্রবেশ করিল)

শৈলজা—(স্থির দৃষ্টিতে হেমন্তের দিকে চাহিয়া) আমার জন্যে ?

হেমন্ত—হ্যাঁ, তোমাব জন্যে। যে মুহূর্ত্তে তুমি সন্তানের ওপব নিষ্ঠুব হযেছ—শ্যামাদাসদাকে ত্যাগ করেছ, সেই মুহূর্ত্তে তোমার গোবিনজীব মধ্য থেকে গোপালও চ'লে গেছেন। অপরাধ তোমাব।

[শৈলজা হেমন্তেব দিকে স্থিব দৃষ্টিতে চাহিযা বহিলেন, করুণা আসিযা তাঁহাকে প্রণাম কবিল]

শৈলজা—তুমি কে মা ? হেমন্ত, এটি কে ?

হেমন্ত—বউদি। তোমাব বউমা গো—শ্যামাদাসদার বউ।

শৈলজা—(চিবুক ধরিয়া) আমার বউমা ! চিবায়ুষ্মতী হও মা।

করুণা—আসুন মা, বাড়ীব ভেতবে আসুন।

শৈলজা—থাক্ মা। আমি এইখান থেকেই ফিরব।

হেমন্ত—ফিরবে মানে ? যাবে কোথায এই অসময়ে ?

শৈলজা—আমি বৃন্দাবনে ফিবব হেমন্ত। বাড়ী ফিবে দেখলাম ঘোষাল মশাই সব নিলেম করিয়ে নিয়েছেন। তাই ফিবে যাচ্ছিলাম স্টেশনে। পথে তুই ডাকলি। শেষের দিন কটা—

হেমন্ত—তোমার শেষেব দিনের এখনও দেবী আছে। দিব্যি ডাঁটো আছ এখনও। আব শেষের দিনে এখানে থাকলেও তোমাব রথ আসবে, এ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। সুতরাং বৃন্দাবনে যাবার কোন প্রয়োজন নাই। চল, চল, বাড়ীর ভেতর চল।

শৈলজা—রূঢ় কথাটা আমাকে তুই বলতে বাধ্য করলি হেমন্ত। শ্যামাদাসেব বাড়ীতে, আমি তো থাকতে পারব না বাবা।

হেমন্ত—হরি! হরি! হরি! মাভৈ জ্যাঠাইমা মাভৈ। এ বাড়ী শ্যামাদাসদার নয়; শ্যামাদাসদা এখানে থাকেও না। এ বাড়ী বউদির। চল—চল।

শৈল—কি বলছিস হেমন্ত?

হেমন্ত—কথাটা বিস্ময়েরই বটে, কিন্তু তোমার তো বিস্মিত হবার কথা নয়। এ বাড়ী বউদির। শ্যামাদাসদা এখানে থাকে না। শ্যামাদাসদা বউদিকে অথবা বউদি শ্যামাদাসদাকে পরিত্যাগ করেছেন, সে কথা আমি জানি না, তবে, পরিত্যাগটা সত্য।

শৈল—শ্যামাদাস বউমাকে পরিত্যাগ করেছেন? কেন হেমন্ত?

হেমন্ত—ভগবান সত্য জ্যাঠাইমা। তোমার গোবিন্দজীরূপী ভগবান বউদির গিনিপিগরূপী ভগবান। চল, বাড়ীর ভেতর চল, সব কথা ধীরে সুস্থে শুনবে।

করুণা—আসুন মা।

শৈল—চল। (উভয়ের প্রস্থান)

হেমন্ত—"খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে কি ছিল বিধাতার মনে।"

নে-ডাঃ বোস—হেমন্তবাবু!

হেমন্ত—(সবিস্ময়ে) ডাঃ বোস?

(ডাঃ বোসএর প্রবেশ)

ডাঃ বোস—আমি আবার ফিরে এলাম হেমন্তবাবু। ডক্টর শাস্ত্রীর খবর বোধ হয় পেয়েছি।

হেমন্ত—শ্যামাদাসদার?

ডাঃ বোস—বাড়ী ফিরেই এই চিঠিখানা পেলাম। দিল্লী থেকে লিখেছেন আমার এক বন্ধু। অ্যানির খবর জানিয়েছেন। অ্যানি কয়েকদিন তাঁর

ওখানে ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন বেড়াতে বেরিয়ে আর ফেরে না। উৎকণ্ঠিত হয়ে খবর করতে গিয়ে একজন আধপাগলা ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘুরতে দেখতে পায়। এ লোকটি নাকি অদ্ভুত মানুষ; অনেকে বলে পণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকে বলে পাগল। কারুর সঙ্গে মেলা-মেশা নাই! Govt. Research Instituteএ চাকরী করেন। বাড়ীতে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন। আমার মনে হচ্ছে, ডক্টর শাস্ত্রী ছাড়া আর কেউ নন।

হেমন্ত—আসুন ডাক্তারবাবু, বাড়ীর ভেতর আসুন।

(উভয়ের বাড়ীর ভিতরের দিকে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী—শ্যামাদাসের বাসা

[শহরের প্রান্তে পুরানো পরিত্যক্ত পল্লী মধ্যে একখানি পুরানো বাড়ী। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রগুলি অতি কম দামী এবং সংখ্যাতেও অতি অল্প। দুই-তিনখানি ভাঙা চেয়ার, একখানা পুরানো টেবিল; জিনিষপত্র, যেমন সুটকেস—খোলা পড়িয়া আছে। অনিমা একা ঘরের মধ্যে রহিয়াছে। সে আপন মনে গুনগুন করিয়া গান করিতেছে এবং খাবার সাজাইতেছে একখানি থালায়। কমলালেবু ছাড়াইয়া রাখিতেছে। এমন সময় শ্যামাদাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নে-শ্যামাদাস—সুখন! সুখন! এ সুখন!

[অনিমা গানের প্রথম কলিটি বেশ জোরে গাহিয়া উঠিল এবং অগ্রসর হইয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। শ্যামাদাস ঘরে ঢুকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল]

শ্যামা—অনিমা! তুমি যাও নি?

অনি—না, আমি ফিরে এসেছি।

শ্যামা—তোমাকে আমি স্টেশনে পৌঁছে দিলাম, তুমি আমায় কথা দিলে তুমি ফিরে যাবে কলকাতায়—

অনি—কিন্তু যেতে আমি পারলাম না। মন আমার যেতে চাইলে না।

শ্যামা—অনিমা!

অনিমা—না। Call me Anny.

শ্যামা—I can't let you stay here অনিমা। তোমায় এখানে আমি থাকতে দিতে পারি না। You must leave.

অনি—হবে, ও কথা পরে হবে শ্যামল, আগে তুমি কোটটা খুলে ফেল, let me help you.

শ্যামা—ধন্যবাদ অনিমা—কিন্তু দরকার নেই সাহায্যের।

[নিজেই কোট খুলিয়া ফেলিল, দেওয়ালে একটা হুকে ঝুলাইয়া রাখিল। ইতিমধ্যে অনিমা চেয়ার আগাইয়া আনিল। শ্যামাদাস সে চেয়ারখানায় না বসিয়া অন্য একখানা টানিয়া বসিল। অনিমা খাবারের থালা টেবিলের উপর রাখিল এবং চা তৈয়ারী করিতে লাগিল]

শ্যামা—অনিমা!

অনি—শ্যামল!

শ্যামা—তুমি আমায় মুক্তি দাও অনিমা। Leave me. Please let me alone.—রাত্রি দশটায় গাড়ী রয়েছে, সেই গাড়ীতে কলকাতায় চ'লে যাও।

অনি—শ্যামল!

শ্যামা—You must. You must. আমাকে আমার কাজ করতে দাও। I can't stand you অনিমা, I can't stand—

অনি—You can't stand me ?

শ্যামা—Let me finish—I can't stand anybody. তোমাদের সকলে: কাছ থেকে পালিয়ে আত্মগোপন ক'রে আমি আমার কাজ করতে চেয়ে ছিলাম। Unsuccessful, ridiculed, হতভাগ্য—yes, তোমর অবশ্যই আমাকে হতভাগ্য বলতে পার। কিন্তু—কিন্তু—কেন তুি আমাব মত হতভাগ্যকে অনুসবণ ক'রে এলে বলতে পাব ? কেন ?

অনি—(হাসিল) কেন ?

অনি—হাঁ্যা, কেন ?

অনি—যদি বলি, আমিই মূর্ত্তিমতী দুর্ভাগ্য, হতভাগ্যকে অনুসবণ করাই আমা কাজ।

শ্যামা—দুর্ভাগ্যকে মানুষ সহ্য কবতে পারে না অনিমা। সেইজন্যই তোমাবে আমি এড়িয়ে চলতে চাই, বিদায় দিতে চাই।

অনিমা—কথাটা সম্পূর্ণ হ'ল না শ্যামল, বল এড়িয়ে চলতে চাই, বিদায় দিতে চাই, তাতেও না যাও, তোমায় তাড়িয়ে দিতে চাই।

শ্যামা—কথাটা সম্পূর্ণ ক'রে দেওয়াব জন্য তোমাকে ধন্যবাদ অনিমা। হ্যা ও কথাটাও আমাব বলা উচিত ছিল।

অনিমা—ভাল কথা। আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, আমি যাব। তাতে আি দুঃখ পাব না শ্যামল, কিন্তু আমার হাতের খাবার চা না খেলে আা দুঃখ পাব শ্যামল। (চাযেব কাপ সামনে নামাইয়া দিল)

শ্যামা—না। তোমায় সে দুঃখ দেব না। সে অপমান তোমায় আমি কর না। তা ছাড়া আহার্য্যেব আমার প্রয়োজনও আছে। যাকে বলে ক্ষিধেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে।

অনি—That's like a good boy. If you like তোমাকে একখানা গান শোনাতে পাবি।

শ্যামা—গান ?

অনি—হ্যাঁ গান। Don't you like it?

শ্যামা—গান ভালবাসি না এমন নয়, কিন্তু এখন গান শুনে স্বপ্নলোক সৃষ্টির আমার সময় নেই অনিমা। তুমি জান না অনিমা, কত বড় ক্ষতি আমার হয়ে গেছে, আমার জীবনের গতি কতখানি পিছিয়ে পড়েছে। আমার মা আমার বিরুদ্ধে অর্থশালী ধনী ব্রজবিহারীর সঙ্গে যোগ দিয়ে একটা বিরাট পরিকল্পনাকে নষ্ট ক'রে দিলেন। আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী, আমার Comrade—আমাকে পরিত্যাগ করলে মহাসত্যের সামনে থেকে সে পালিয়ে গেল—

অনি—জানি শ্যামল, সে তোমাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েছে।

শ্যামা—কি বললে? আমাকে আঘাত দিয়েছে?

অনি—আমি জানি শ্যামল।

শ্যামা—না অনিমা। ওখানে তোমার ভুল হয়েছে। আঘাত আমি পাই নি। আঘাত করার মত emotional softness আমার নাই।

অনি—(হাসিল) তুমি সত্যকে অস্বীকার করছ শ্যামল। যাদের মানুষ ভালবাসে—

শ্যামা—থাম অনিমা। আমি কাউকে ভালবাসি নি।

অনি—কি বলছ তুমি শ্যামল? না না, ও কথা তুমি ব'লো না।

শ্যামা—কিন্তু সত্যকে আমি অস্বীকার করব কি ক'রে? প্রেম ভালবাসা ওগুলোকে Biological emotion জেনে আমি সাধনা ক'রে ওগুলোকে জয় করেছি।

অনি—শ্যামল! শ্যামল!

শ্যামা—তুমি শহরের মেয়ে অনিমা। তুমি দেখেছ, গরুর বাছুর ম'রে গেলে গোয়ালারা একটা খড়ের কাঠামোর ওপর মরা বাছুরটার চামড়া জড়িয়ে সামনে ধরে। চামড়া জড়ানো নকল বাছুরটাকেই গাভীমাতা সস্নেহে

জিভ দিয়ে চাটে, তাতেই তার বুদ্ধিহীন, Biological emotion উথলে উঠে, আবেগে স্নায়ুতন্ত্রী উচ্ছ্বসিত হয়ে দুধের ধারা ঝরতে আরম্ভ করে। আবার নকল বাছুরটাকে সরিয়ে দিলেই সে চীৎকার করে। মানুষের মা সন্তানের মৃত্যুতে বুক চাপড়ে মাথা খুঁড়ে কাঁদে, শবদেহটার বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে, সেটা অবিলম্বে নষ্ট হয়ে যাবে ব'লে। খড়ের কাঠামোতে চামড়া জড়িয়ে তার সান্ত্বনা হয় না, তার কারণ তার বুদ্ধি আছে। নইলে ও দুটোতে তফাত কতটুকু, বল? এ কি অনিমা, মুখ তোমার ফ্যাকাসে হয়ে গেল?

অনি—আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে শ্যামল, আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। নিশ্বাসের সঙ্গে কেমন একটা যেন গন্ধ পাচ্ছি—

শ্যামা—কি? গন্ধ পাচ্ছ? নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) সরে এস অনিমা, তুমি দরজাটার কাছ থেকে সরে এস, ঐ জানলার ধারে এসে দাঁড়াও। (কাছে গিয়া) Yes, yes, গন্ধ উঠছে! হ্যাঁ! অনিমা তুমি জানলার ধারে দাঁড়াও। না না—ও ঘরে, ও ঘরে চল।

[অনিমাকে অন্য ঘরে লইয়া গেল। পুনরায় প্রবেশ করিল]

আসছি আমি—আমি আসছি অনিমা! তুমি এ ঘরে এস না, আমি বারণ করছি। (সে দরজার চাবী বন্ধ করিল) আমার gas mask—gas mask!

[একটা আলমারী খুলিয়া একটা গ্যাস মাস্ক লইয়া পরিতে পরিতে বলিয়া উঠিল]

শ্যামা—পেয়েছি, পেয়েছি। I have got it—I have got it!

[বলিতে বলিতে মাস্ক পরিয়া সে যে দরজার ধারে অনিমা দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দরজা খুলিয়া প্রস্থান করিল। রঙ্গমঞ্চ শূন্য পড়িয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পরেই পাশের ঘর হইতে অনিমার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

ন-অনিমা—শ্যামল! শ্যামল! (খানিক স্তব্ধতা) শ্যামল! (দরজায় ধাক্কা মারিতে আরম্ভ করিল) শ্যামল!

[এ ঘরের দরজা খুলিয়া শ্যামাদাস প্রবেশ করিল। দরজা বন্ধ করিল। মাস্ক খুলিতে খুলিতে চীৎকার করিয়া উঠিল প্রায় পাগলের মত]

শ্যামা—পেয়েছি—পেয়েছি। I have found it out, I have found it out

ন-অনিমা—শ্যামল!

শ্যামা—অনিমা! (অগ্রসর হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। অনিমা, I have found it out. Congratulate me অনিমা, I have found it out.

অনিমা—কি শ্যামল কি?

শ্যামা—প্রচণ্ড একটা শক্তি, অদ্ভুত শক্তিশালী একটা gas—

অনিমা—Gas!

শ্যামা—হ্যাঁ। গত যুদ্ধে Musturd gasএর নির্ম্মম নিষ্ঠুর শক্তির পরিচয় তুমি তো দেখেছিলে অনিমা!

অনিমা—Oh, it is dreadful!

শ্যামা—তার ভয়ঙ্করত্ব দেখে মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম—Musturd gasএর প্রতিষেধক একটা gas আবিষ্কার করব আমি। কলকাতায় আমার ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট ক'রে দিলে ব্রজবিহারী। একটা Research Institute এ চাকরী নিলাম—পুরনো সংকল্পের কথা মনে হ'ল। এ gas আবিষ্কার করতে পারলে—পৃথিবীর সমস্ত দেশ আমার এ আবিষ্কারের ফল পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠবে। ঠিক এই জন্যে অনিমা—শহরের প্রান্তে এই প'ড়ো বাড়ীতে আমার জীবনের সমস্ত কিছু বিক্রী ক'রে—Laboratory তৈরী ক'রে দিন রাত্রি পরিশ্রম করেছি। এই জন্যেই অনিমা, কাউকে আমি সহ্য করতে পারি নি।

অনি—And, and, you have found it out শ্যামল ?

শ্যাম—হ্যাঁ, অনিমা পেয়েছি। কিন্তু যা চেয়েছিলাম—তা পাই নি। প্রচণ্ড শক্তিশালী gas আমি আবিষ্কার করেছি। কিন্তু Mustard gasএর চেয়েও ভয়ঙ্কর—তার চেয়ে বহুগুণে নিষ্ঠুর।

অনি—উঃ, শ্যামল—

শ্যামা—বহুগুণে মারাত্মক এ গ্যাস। প্রচণ্ড মৃত্যুশক্তি আবিষ্কার করেছি আমি অনিমা। দরজার ফাঁক দিয়ে তার ক্ষীণতম স্পর্শ তোমার নাকে এসেছিল ক্ষণিকের জন্য। খুব সময়ে তুমি বুঝতে পেরেছিলে। It is dreadful অনিমা, it is dreadful—

অনিমা—(শ্যামদাসের তুই হাত ধরিয়া) I adore you—I admire you—

চতুর্থ দৃশ্য

করুণা ও হেমন্ত

[করুণার পল্লীগ্রামের বাড়ী]

হেমন্ত—ব্যাঙ্কের টাকা শেষ হয়েছে, গয়নাপত্র যা ছিল বিক্রী করেছেন, অথচ একটা কথাও বলেন নি আপনি ? তার ওপর জ্যাঠাইমার এই অবস্থা। সময়ে আপনার সাবধান হওয়া উচিত ছিল বউদি।

করুণা—সাবধান হওয়ার সময় পেলাম কোথায় ঠাকুরপো ? হঠাৎ এল সাইক্লোন, বেচারাদের বাড়ী ঘর উড়ে গেল, যা ছিল তু মুঠো ধান চাল—তার শেষ কণাটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেল ; গরু বাছুর ছাগল তাও ম'ল দেওয়াল চাপা প'ড়ে ; শুধু গরু বাছুরই নয়, মানুষও কম মরে নি। তারপর আরম্ভ হ'ল জ্বর-জ্বালা, ওষুধ পাওয়া যায় না, গেলেও সে আগুনের দাম। দেখতে দেখতে চালের মন হয়ে উঠল তিরিশ পঁয়ত্রিশ। সাবধান

হবার সময় কোথায় পেলাম বলুন? এরই মধ্যেই মায়ের মাথার গোলমাল যে কখন আরম্ভ হ'ল আমি তা বুঝতে পারি নি। আপনি তো সবই চোখের ওপরই দেখছেন!

হেমন্ত—হ্যাঁ, দেখছি বইকি! আমি আবার যতটা দেখছি ততটা আবার আপনি দেখেন নি। দেশে চাল নেই, মুদীর দোকান বন্ধ, অথচ রাত্রে আমাদের ঠাকুর-বাড়ীতে, অবশ্য আমাদের আর নয়, এখন ঘোষাল মশায়ের ঠাকুর বাড়ী। সেখানে নিষুতি রাত্রে লরী বোঝাই চাল আসছে, আটা আসছে। জানেন ঠাকুর-বাড়ীর নাটমন্দিরের চারিদিকে দেওয়াল তুলে—সেটাকে এখন ঘোষালের চালের গুদোম করেছে।

করুণা—বলেন কি?

হেমন্ত—রাত্রে আমার ঘুম হয় না, লরী আসতে আমি নিজে চোখে দেখেছি। লরীতে যে চাল ময়দা আসে—সে কথা আমাকে কেষ্ট বলেছে।

করুণা—কেষ্টদাস ঠাকুরপো নাকি এখানকার সব বিক্রী ক'রে চ'লে গেছেন?

হেমন্ত—সব মানে তো শুধু বাড়ীখানা। সেও তো আপনি দেখছেন দেয়ালের পলেস্তারা খ'সে মেঝের সিমেন্ট উঠে মানুষের চেয়ে গরু-ভেড়ার বাসের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়ে উঠেছিল।

করুণা—কিন্তু সে সব তো মেরামত করালেন আমরা আসার পর।

হেমন্ত—হ্যাঁ। ঘোষাল মশায় নিজে থেকে টাকা দিয়েছিলেন। তখন কেষ্ট বুঝতে পারে নি। জ্যাঠাইমা আর বড়দার সঙ্গে ঘোষালের মামলা মেটার পরই ঘোষাল কেষ্টকে চাকরী থেকেও জবাব দিলে, বাড়ী মেরামতের টাকার জন্যে নালিশ করলে। কি আর করবে কেষ্ট, বাড়ী মেরামতের দেনার টাকার মায় সুদ শোধ দিয়ে যে ক'টা পেলে তাই সম্বল ক'রে মেয়েছেলে নিয়ে চ'লে গেল। অত্যন্ত সহজ এবং সরল ঘটনা। একেবারে ন্যায়শাস্ত্র অনুমোদিত ব্যাপার। ধর্ম্মাধিকরণের

সিদ্ধান্ত। এ কি, জ্যাঠাইমা আসছেন যে! চোখের দৃষ্টি দেখছেন?

করুণা—দিন দিন অবস্থা যেন খারাপের দিকে যাচ্ছে ঠাকুরপো!

(শৈলজা দেবীর প্রবেশ)

শৈলজা—বউমা! (নেপথ্য হইতে কথা বলিয়া প্রবেশ করিলেন)

করুণা—এ কি মা, আপনার পূজো কি এরই মধ্যে হয়ে গেল!

শৈলজা—পূজো করতে ব'সে হঠাৎ দুর্যোধনের মায়ের কথা মনে হ'ল কিন্তু নামটা আমার কিছুতেই মনে পড়ল না। দুর্যোধনের মায়ের নামটা কি বল দেখি?

করুণা—গান্ধারী।

শৈলজা—হ্যাঁ হাঁ। (চলিয়া যাইতেছিলেন হঠাৎ ফিরিলেন) আচ্ছা হেমন্ত! তুই কাল রাত্রে ওইখানে বসেছিলি, না? কি করছিলি বল্ তো?

হেমন্ত—ঘুম হ'ল না জ্যাঠাইমা, তাই ব'সে ছিলাম।

শৈলজা—ঘোষালের ঠাকুর-বাড়ীতে স্বর্গ থেকে রথ এসেছিল দেখেছিলি?

হেমন্ত—হ্যাঁ, চাল আটা বোঝাই লরী দেখেছি জ্যাঠাইমা।

শৈলজা—ওগুলো কি লরী নাকি? আর বস্তাগুলোতে সে সব চাল আট নাকি? ওরে, ও যে রোজ রাত্রে আসে রে! তোর মত আমারও রাতে ঘুম হয় না কিনা। আমি দেখি। ভাবি ওগুলো স্বর্গের রথ। আ বস্তার মধ্যে ওগুলোকে মনে হয় ধন রত্ন মণি মাণিক্য। তা ওগুলে যদি আটা চালই হয়—তবে ওগুলো ভগবান না পাঠালে আ কোত্থেকে? তুই জানিস নে, সব ভগবান পাঠায়। নিশ্চয় আমাদে গোবিন্দজী।

করুণা—আসুন মা, বাড়ীর ভেতরে আসুন। জল খাবেন আসুন।

শৈলজা—জল খাব কি? এখনও আমার পূজো শেষ হয় নি। অভিশাপ দেওয়া হয় নি।

হেমন্ত—কি বলছ জ্যাঠাইমা?

শৈলজা—তা নইলে আর গান্ধারীর নাম জিজ্ঞাসা করলাম কেন? আমি গান্ধারীর মত রোজ অভিশাপ দিই কিনা! গোবিনজীকে দিই—আর শ্যামাদাসকে দিই। গান্ধারী দিয়েছিল—দুর্য্যোধনকেও দিয়েছিল, আবার শ্রীকৃষ্ণকেও দিয়েছিল। যাই, পূজো শেষ ক'রে শাপ দিই গে যাই।

(প্রস্থান)

করুণা—মায়ের দিকে চাইলে চোখের জল আমি ধ'রে রাখতে পারি না ঠাকুরপো! এমন মানুষের শেষ এই পরিণাম হ'ল? এই ভাবে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে যাবে আমি ভাবতে পারি নি।

হেমন্ত—আমি ভাবছি, নিঃস্ব অসহায় ওঁকে নিয়ে আপনি কি ক'রে কি করবেন? আমার ধারণা, হয়তো শেষ পর্য্যন্ত উন্মাদ পাগল হয়ে যাবেন।

করুণা—সন্তানের এর চেয়ে বড় অপরাধ কিছু হতে পারে ঠাকুরপো?

হেমন্ত—শ্যামাদাসদার অপরাধ আমি অস্বীকার করি নে বউদি, কিন্তু জ্যাঠাইমার মাথা খারাপ হওয়ার কারণ শুধু বড়দার ব্যবহারই নয়। বউদি, ওঁর বিশ্বাসের ঘরে ঘা পড়েছে। ঘোষাল ওঁর ইষ্টদেবতাকে কেড়ে নিলে। উনি যেদিন প্রথম এখানে আসেন—সে দিন বার বার আপনার মনে কি বলেছিলেন আপনার মনে আছে? দুটো দশটা কথার মধ্যে অর্থহীন ভাবে বলছিলেন—তুমি পাথর, তুমি পাথর। তারপর যেদিন বাগদীদের বস্তীর ওপর বোমা পড়ল সে রাত্রের কথা মনে করুন, বললেন—কোন ভয় নেই তোদের—তোরা নিশ্চিন্ত হয়ে ব'স, আমি এই জপে বসলাম। তারপর বোমা পড়ল, ওঁর সেদিনকার সে বিহ্বল মূর্ত্তি আপনার মনে আছে? সকলের চেয়ে বিহ্বল হয়েছিলেন উনি। ডাক্তারে বলেছিল—শব্দের

জন্যে শক লেগে হয়েছে। ডাক্তার বুঝতে পারে নি। আমরাও সেদিন বুঝতে পারি নি। কিন্তু সে বিহ্বলতা ওঁর শব্দের ভয়ের জন্য নয় বোমাটা সেদিন বাইরের দৃষ্টিতে বাগদীদের বস্তীতে পড়েছিল—কিন্তু সত্যি সত্যি পড়েছিল ওঁর মনের বিশ্বাসের দেউলে।

[ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরনে—জীর্ণ শীর্ণ রতনের উচ্ছ্বসিত আবেগে চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ, সঙ্গে আরও দুই তিন জন সঙ্গী, সকলেরই ওই এক রকম অবস্থা।]

রতন—হায় ভগবান, একবারে মেরে ফেলাও. ঠাকুর, একবারে মেরে ফেলাও। দগ্ধে দগ্ধে আর মেরো না ঠাকুর—দয়া কর, একেবারে শেষ ক'রে দাও!

হেমন্ত—কি রে রতন, কি?

করুণা—কি হ'ল রতন?

রতন—ওগো মাগো, আমার মায়ের প্যাটের বুন—

হেমন্ত—তোর বোন কে? সেই দামিনী?

রতন—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই দামিনী, তাকে মনে পড়ছে দাঠাকুর? সেই গাঁয়ের লোকে যারে বলত—গেছো মেয়ে, সেই নারকল গাছে উঠে যে ডাব পাড়ত? সেই দামিনী দাদাঠাকুর আমার সেই মায়ের প্যাটের বুন দামিনী—ডায়মণ্ডহারবরে বিয়ে দিয়েছিলাম সেই দামিনী—

হেমন্ত—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কি হ'ল?

রতন—ডায়মণ্ডহারবারে প্যাটের ভাত জুটল নি, মেয়েতে মরদে চ'লে যেয়েছিল কোন্ দিকে। আজ এখুনি শুনলাম—দামিনী একা আসছিল আমার বাড়ী? আসতে আসতে মুখ গুঁজে প'ড়ে যেয়েছে ঠাকুর-বাড়ীর দেউড়ীর ছামনে। বলে, ধুঁকছে।

হেমন্ত—বউদি, আপনি চট ক'রে একটু গরম দুধ নিয়ে আসুন। চল রতন চল, দেখি।

রতন—দাদাঠাকুর কি নিয়ে পিথিমীতে আর বেঁচে থাকব বল? ঘর গেল, ভিটে গেল, জমি গেল, বোমা প'ড়ে বেটি জামাই নাতি নাতিন গেল, জ্বরে গেল শূববীর বেটা, নিজে না খেয়ে ধুকছি, তবু মরণ হয় না কেন বলতি পার?

হেমন্ত—কি করবি রতন বল্? এর উপায়—

রতন—উপায় যদি নাই তবে মাঠাকরুণকে বল আধপেটা খাইয়ে আমাদিকে বাঁচিয়ে রাখছে কেনে? তাই ম'রে বাঁচতি দাও আমাদের।

হেমন্ত—আয়, আয়।

রতন—ওগো, তোমরা আমাদিকে ম'রে বাঁচতি দাও।

(সকলের প্রস্থান)

(দুধের বাটি হাতে করুণার প্রবেশ)

পিছনের দিক হইতে শৈলজা—বউমা! বউমা!

(করুণা দাঁড়াইল। শৈলজা প্রবেশ করিল)

শৈলজা—জানলা থেকে দেখলাম গোবিনজীর দরজায় বাগদীদের ভিড় জ'মে গেছে। রতনার গলা শুনলাম, হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছে। তা' হ'লে গোবিনজী এইবার জেগেছে? ভাত কাপড় দিচ্ছে? না কি?

করুণা—না মা, রতনের বোন পথের ওপর প'ড়ে ভিরমী গিয়েছে।

শৈলজা—ও! তা হ'লে গোবিনজী যমদূত পাঠিয়ে ধ'রে এনেছে। এঁঃ, বাগ্দীদের গায়ের যে গন্ধ! যে নোংরা ওরা! খুব ক'রে চাবুক লাগাবে বোধ হয়। যাই দেখে আসি।

করুণা—না, যাবেন না আপনি। বাড়ীর ভেতর যান।

শৈলজা—মার খেয়ে ওরা শাপ শাপান্ত করছে না? এই বাগদীরা গো? শুধু হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে? যাই আমি যাই, দাঁড়াও।

করুণা—না, যাবেন না আপনি। মা! মা!

[শৈলজা চলিয়া যাইতেছিলেন হঠাৎ দাঁড়াইয়া ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন]

শৈলজা—ওমা! সায়েবী পোষাক পরা কে আসছে গো?

(ডাঃ বোসের প্রবেশ)

করুণা—এ কি! ডাঃ বোস? আসুন। ভালই হয়েছে ডাঃ বোস, একটি মেয়ে না-খেয়ে দুর্ব্বল হ'য়ে পথের ওপর অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে। একবার আসুন, দেখবেন আসুন।

ডাঃ বোস—দেখেই আমি আসছি মিসেস শাস্ত্রী। পথে ভিড় দেখেই আমি নেমেছিলাম। দুধের বাটি নিয়ে আপনার আর যাবার প্রয়োজন নেই।

করুণা—ম'রে গেছে?

ডাঃ বোস—বেঁচে গেছে বলুন। নিবৃত্তি পেয়েছে।

শৈলজা—তুমি সেই ডাক্তার না? শ্যামাদাসের বন্ধু?

ডাঃ বোস—হ্যাঁ মা। আমায় চিনতে পারছেন না?

শৈলজা—তুমি আমাকে মা বলছ কেন?

ডাঃ বোস—আপনি শ্যামাদাসবাবুর মা—

শৈলজা—না না না, পাথরে দেবতা নেই, পণ্ডিতের মা নেই, স্ত্রী নেই কেউ নেই। না না না। (ক্রোধভরে তিনি চলিয়া গেলেন)

করুণা—মা সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন ডাঃ বোস!

ডাঃ বোস—জীবনে রোগে মানুষের মর্ম্মান্তিক দুঃখজনক পরিণতি দেখে ডাক্তারেরা প্রায় পাথর হয়ে যায়। (রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া) চোখে জল আসার অনুভূতি আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম মিসেস শাস্ত্রী।

করুণা—আসুন, বাড়ীর ভেতরে চলুন।

ডাঃ বোস—সময় অল্প মিসেস শাস্ত্রী—কাজ অনেক। অ্যানি দীর্ঘকাল পরে একটা চিঠি লিখেছে। সেই চিঠিখানা আপনাকে দেখাতে এসেছিলাম।

[চিঠিখানা তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া ধরিল। করুণা ডাঃ বোসের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে চিঠিখানা লইল এবং পড়িতে আরম্ভ করিল]

ডাঃ বোস—ডাক্তার শাস্ত্রী একটা আবিষ্কার করেছেন।

করুণা—(চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া) Gas? Mustard Gasএর চেয়েও—

ডাঃ বোস—Mustard gasএর চেয়েও নাকি ভয়ঙ্কর! ডাঃ শাস্ত্রী নাকি gasটার নাম দিতে চান Death gas!

করুণা—ডাঃ বোস!

ডাঃ বোস—মিসেস শাস্ত্রী!

করুণা—আপনি আমাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেবেন? আপনার সঙ্গে নিশ্চয় গাড়ী আছে!

ডাঃ বোস—আপনি কি—

করুণা—হ্যাঁ আমি দিল্লী যেতে চাই।

ডাঃ বোস—আমি যদি সঙ্গে যেতে চাই, আপনি কি আপত্তি করবেন?

করুণা—ডাঃ বোস, জীবনে আমার ভাই নেই। আপনাকে আজ থেকে বড়দা ব'লে ডাকব আমি। (হাত বাড়াইয়া দিয়া) হাতটা ধরুন আমার।

(ডাঃ বোস করুণার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল)

পঞ্চম দৃশ্য

[শ্যামাদাসের বাসা—দিল্লী]

(শ্যামাদাস ও করুণা)

শ্যামাদাস—করুণা! তুমি?

করুণা—হ্যাঁ, আমি। তোমাকে আমি আমার শেষ অনুরোধ জানাতে এসেছি আমাব শেষ কথা বলতে এসেছি।

শ্যামা—কি বলবে বল?

করুণা—কি বলতে চাই তুমি কি অনুমান করতে পাব না?

শ্যামা—আমার সময় আজ অত্যন্ত অল্প করুণা। কলকাতা থেকে বড একট ফার্মের অ্যাটর্নি আসছেন আমাব সঙ্গে দেখা কবতে—তাঁবা এখু আসবেন। অনিমা তাদের আনতে গেছে। ভাল কথা, তোমাকে বলা হ নি। আমি এক প্রচণ্ড শক্তি আবিষ্কার করেছি।

করুণা—Mustard gasএর চেয়েও ভয়ঙ্কর একটা gas—

শ্যামা—তুমি জানলে কি ক'রে? হ্যাঁ, Mustard gasএর চেয়েও ভয়ঙ্ক একটা gas—

করুণা—তুমি নাকি সে gasটাব নাম দিতে চাও Death gas.

শ্যামা—Yes, Death gas নাম দিতে চাই আমি।

করুণা—আমি তোমাকে শেষ অনুবোধ জানাতে এসেছি—ওই ga আবিষ্কারের সমস্ত চিহ্ন, সমস্ত নজীর নিঃশেষে বিলুপ্ত ক'বে দাও তুমি।

শ্যামা—কি? বিলুপ্ত ক'রে দেব?

করুণা—তোমার স্মৃতি থেকে পর্য্যন্ত মুছে ফেলে দাও।

শ্যামা—I am sorry, অত্যন্ত দুঃখিত আমি করুণা। দীর্ঘকাল পরে তুমি এ এবং শেষ অনুরোধ ব'লে আমাকে জানালে, তা আমি রাখতে পারছি না

করুণা—তোমায় রাখতে হবে। তুমি কি বুঝতে পারছ না—পৃথিবীর বুকে আবিষ্কারের নামে কি অভিশাপ তুমি ছড়িয়ে দিচ্ছ ?

শ্যামা—বিজ্ঞানে তুমি একদিন আমার ছাত্রী ছিলে, Assistant ছিলে, Comrade ছিলে ; তুমি এটুকু অবশ্যই জান করুণা, প্রখরতম আলো আর চরমতম অন্ধকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ? জীবন এবং মৃত্যু একই শক্তির রূপ হতে রূপান্তরে প্রকাশ ! আবিষ্কারের আনন্দ তুমি কখনও ভোগ করনি করুণা। অমরত্বের আনন্দের সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নেই।

করুণা—মানুষের সমাজে মৃত্যু বিলিয়ে তুমি নিজে অমরত্ব লাভ করতে চাও ? মানুষ তোমাকে কেন ক্ষমা করবে ? কেন তোমার দান নেবে ? আর তাকে বাঁচাতে যখন পার না তুমি—তখন তাকে মারবার পন্থা আবিষ্কার ক'রে তাই তাকে দান ব'লে দিতে চাচ্ছ কোন্ মুখে ?

শ্যামা—তুমি বুঝতে পারছ না করুণা। মানুষকে দিচ্ছি আমি মৃত্যুরূপের বার্ত্তা, একটা বিপুল শক্তির পরিচয়। আমি তার আবিষ্কর্ত্তা। I have found it out. কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না, তুমি মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছ—

করুণা—স্বার্থান্ধ মানুষ। ওগো, এ যে পাপ—নিষ্ঠুরতম পাপ !

শ্যামা—আবিষ্কার নিষ্ঠুরতম হতে পারে, কিন্তু পাপ আমার কাছে নেই, সে তুমি জান।

করুণা—আমি তোমার স্ত্রী—

শ্যামা—আমাদের জীবনের যোগসূত্র আমরা ছিঁড়ে ফেলেছি করুণা। পরস্পরের সম্মতিক্রমেই আমরা জীবনে ভিন্ন পথ ধ'রে চলেছি। এখন আবার এসে আমার পথ আগলে দাঁড়াবার তোমার কোন অধিকার নাই।

করুণা—আছে।

শ্যামা—না। নাই।

করুণা—আছে। আমি তোমার কাছে পত্নীত্বের সামাজিক অধিকারে পথ আগলে দাঁড়াতে আসি নি। এসেছি, ভালবাসার অধিকারে। আমার সে অধিকারে তুমি হস্তক্ষেপ করতে পার না। আমি তোমাকে এ অন্যায় করতে দেব না। মানুষ হয়ে মানুষের সর্ব্বনাশ করতে দেব না। না—দেব না।

শ্যামা—আমার কথার আমি পুনরুক্তি করছি করুণা। অবুঝ ভালবাসা Biological emotion—তার কোন মূল্য আমার কাছে নাই। তোমার ওই আবেগময় বুভুক্ষার গ্রাসে আমি আমার জীবনের সাধনাকে আহুতি দিতে পারব না।

[দরজায় আঘাত দিল কেহ]

কে? অনিমা?

(অনিমার প্রবেশ)

অনিমা—হ্যাঁ শ্যামল। ওঁরা সকলে—। একি, করুণা?

শ্যামা—এসেছেন সকলে?

অনিমা—হ্যাঁ, সকলেই এসেছেন। বাইরে অপেক্ষা করছেন। করুণা, তুমি কখন এলে? এ কি করুণা, তোমার মুখ এমন কেন?

শ্যামা—তুমি করুণাকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও অনিমা। করুণা বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অনি—কি হয়েছে?

শ্যামা—(হাসিয়া) An outburst of Biological emotion অনিমা ওটার মাত্রাধিক্য হ'লেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

অনি—শ্যামল!

শ্যামা—Please অনিমা, please—করুণাকে নিয়ে তুমি ওঘরে যাও। ভদ্র লোকেরা বাইরে অপেক্ষা করছেন। (বাহিরের দিকে প্রস্থান

অনিমা—করুণা !

করুণা—আপনি কি এখানে থাকেন মিসেস বোস ?

অনিমা—শ্যামলের কথাটাই কি সত্যি করুণা ? ভালবাসাকে কি তুমি দেহের ঊর্দ্ধে তুলতে পার নি ?

করুণা—আমি জিজ্ঞাসা করছি দিদি, আপনি যখন এখানে ছিলেন তখন কেন আপনি ওঁকে এই সর্ব্বনাশা আবিষ্কারের পাপ থেকে নিবৃত্ত করলেন না ? এই মহা অন্যায় কেন করতে দিলেন ?

অনিমা—তার জন্যে এস করুণা, আমরা দুজনে বুক ভাসিয়ে কাঁদব। আগ্নেয় গিরির মাথায় মাথা ঠুকে সমস্ত রক্ত ঢেলেও তার আগুনকে আমি নেবাতে পারি নি। আমি হেরে গেছি।

করুণা—কিন্তু আমি তো হারতে পারব না, হারব ব'লে তো আসি নি। চলুন, আমি বাড়ীর ভেতর যাব। (বাড়ীর ভিতর প্রস্থান। অনিমাও সঙ্গে গেল)

(অ্যাটর্নি, কর্ম্মচারী ও শ্যামাদাসের প্রবেশ)

[শ্যামাদাসের হাতে একখানি দলিল]

শ্যামা—বসুন অনুগ্রহ ক'রে।

[অ্যাটর্নি ও কর্ম্মচারী বসিল। শ্যামাদাস পড়িতে লাগিল]

অ্যাটর্নি—যেমন কথাবার্ত্তা হয়েছে—দলিলেও ঠিক তাই আছে। Government-এর কাছে monopoly নিয়ে আমরা কারখানায় gas তৈরী করব। Companyতে আপনার শেয়ার থাকবে। আপনিই থাকবেন manager, তা ছাড়া productionএর ওপর royalty পাবেন।

[শ্যামাদাস দলিলখানা চোখের সম্মুখ হইতে নামাইল]

Is it alright ? ঠিক আছে ?

শ্যামা—হ্যাঁ। ঠিক আছে।

অ্যাটর্নি—Here is your cheque.

শ্যামা—যুদ্ধকালে ব'লে এটা কি লিখেছেন ?

অ্যাটর্নি—যতদিন এই যুদ্ধ চলবে ততদিন কিন্তু আপনি এই কারখানার সঙ্গে যুক্ত থাকতে, I mean, manager থাকতে বাধ্য থাকবেন। কারণ gasএর prospect একমাত্র এই যুদ্ধের সময়েই বেশী। যদি একবার gas ব্যবহারের বর্ব্বরতা শত্রুপক্ষ আরম্ভ করে এবং আমাদের ধারণা, চরমতম পরাজয়ের পূর্ব্বে শত্রুরা তা করবেই, তখন this Death gas—

শ্যামা—Yes, yes. কিন্তু—please wait a little—

অ্যাটর্নি—You see—মাহেন্দ্র লগ্ন রয়েছে আর দু মিনিট, আমার client এসবে ভয়ানক বিশ্বাস করেন। তাঁর একেবারে definite instruction আছে যে ৬টা ১৫ মিনিটে আপনি দলিল সই করবেন। তিনি এখানে এসে পৌছুবেন ঠিক—৬টা ১৮ মিনিটে। আর এক মিনিট আছে—Please—ডাঃ শাস্ত্রী—here is your cheque—ধরুন, কলমটা ধরুন।

[শ্যামাদাস পিছাইয়া গেল]

অ্যাটর্নি—ডাঃ শাস্ত্রী !

শ্যামা—(অ্যাটর্নীর কথাগুলি আপন মনে সে আবৃত্তি করিল) চরমতম পরাজয়ের পূর্ব্বে শত্রুপক্ষ মরিয়া হয়ে gas ব্যবহার করবেই, তখন—

কর্ম্মচারী—আর এক মিনিট বাকী রয়েছে স্যার।

অ্যাটর্নি—ডাঃ শাস্ত্রী !

শ্যামা—Yes.

অ্যাটর্নি—আর সময় নেই ডাঃ শাস্ত্রী—আমার clientএর দিনক্ষণের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাঁর বিশ্বাসের ওপর আপনি আঘাত করবেন না। নিন, আপনার চেক নিন ? ধরুন—কলম ধরুন।

[বাহিরে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল]

অ্যাটর্নি—ডাঃ শাস্ত্রী আমার client এসে গেছেন। অনুগ্রহ ক'রে সই করুন। নইলে তিনি অত্যন্ত offended হবেন, shocked হবেন। ডাঃ শাস্ত্রী!

শ্যামা—করুণা! করুণা! (চারিদিক চাহিয়া দেখিল)

অ্যাটর্নি—আপনি কি অসুস্থ ডাঃ শাস্ত্রী?

[দরজার ওপাশ হইতে ঘোষালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নেপথ্যে ঘোষাল—I congratulate you Dr. Shastri (প্রবেশ করিল) You are great, really great. (হাত বাড়াইয়া) তোমার হাত দাও শাস্ত্রী—আমরা এখন পরস্পরের বন্ধু!

অ্যাটর্নি—ডাঃ শাস্ত্রী, সইটা শেষ ক'রে দিন— (কলম বাড়াইল)

শ্যামা—No, I can't sign—I can't give you my hand. করুণা—করুণা! তোমার কথা সত্য, তুমি ঠিক বলেছ—

(নেপথ্য হইতে অনিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নেপথ্যে অনিমা—শ্যামল! শ্যামল!

শ্যামা—অনিমা! করুণা!

(অনিমার প্রবেশ)

অনিমা—শ্যামল! করুণা laboratoryতে ঢুকে gas cylinderএর মুখ খুলে দিচ্ছে।

শ্যামা—সে কি?

অনিমা—তোমার Death gasএ সেই প্রথম মরতে চায়।

শ্যামা—করুণা, তুমি জান না, there is explosive—টেবিলের উপব explosive mixture রয়েছে করুণা! (রঙ্গমঞ্চ ঘুরিল)

দৃশ্যান্তব

[প্রচণ্ড একটা শব্দ হইল। সমস্ত অন্ধকার হইযা গেল। অন্ধকারের মধ্যে শ্যামাদাসেব কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

শ্যামা—করুণা—করুণা! উঃ উঃ, it is terrible, করুণা—!

অনিমা—শ্যামল! শ্যামল!

ষষ্ঠ দৃশ্য

শ্যামাদাসের বাসা

ডাঃ বোস এবং হেমন্ত

হেমন্ত—ডাঃ বোস!

ডাঃ বোস—আস্তে হেমন্তবাবু। ডাঃ শাস্ত্রী জেগে রয়েছেন—একটু পূর্বে আমাব সঙ্গে কথা বলছিলেন।

হেমন্ত—ওঁব চোখ—

ডাঃ বোস—He is blind হেমন্তবাবু।

হেমন্ত—অন্ধ!

ডাঃ বোস—আস্তে হেমন্তবাবু।

[নেপথ্য হইতে অর্থাৎ পাশের ঘর হইতে শ্যামাদাসের কণ্ঠস্বর ভাসিযা আসিল]

নে-শ্যামাদাস—সে আমি জানি ডাঃ বোস, সে আমি জানি।

নে-অনিমা—শ্যামল! শ্যামল!

নে-শ্যামা—উতলা হয়ো না অনিমা, এই নাও, আমাব হাত ধব।

ডাঃ বোস—আপনি একটু ওঘরে যান হেমন্তবাবু! উনি বোধ হয় আসছেন। আপনার উপস্থিতি জানতে পারলে কি জানি যদি উনি উত্তেজিত হন তবে হয়তো খারাপ হতে পারে। (হেমন্তের প্রস্থান)

[দরজা খুলিয়া শ্যামাদাস ও অনিমা প্রবেশ করিল। শ্যামাদাসের দুই চোখে bandage বাঁধা। অনিমা তাহার হাত ধরিয়া ছিল]।

শ্যামা—আমার হাতে তৈরী Explosive mixtureএর explosionএ আমার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। (ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া) Yes, I am blind—কিন্তু তাকে প্রকৃতির প্রতিশোধ বললে, নিয়তির পরিহাস বললে, আমি আপত্তি করব। It was an accident. ডাক্তার, টেবিলের উপর explosive রেখেছিলাম। করুণা গ্যাস-সিলিণ্ডারের মুখ খুলবার চেষ্টা করছিল। আমি তাকে সাবধান করতে ছুটে গেলাম। আমার হাত লেগে প'ড়ে গিয়ে mixtureএর টিউব explode করল, আমার চোখে লাগল আঘাত। করুণা আহত হ'ল। নিয়তি প্রকৃতি লোকে যা বলে বলুক, ডাঃ বোস, এই কথাটা আপনি বলবেন না। It was an accident

ডাঃ বোস—আপনি বসুন, আপনি বসুন ডাঃ শাস্ত্রী।

অনি—এই যে, এই যে, ব'স শ্যামল, তুমি ব'স। তুমি কাঁপছ।

শ্যামা—হ্যাঁ। এখনও shockটা আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি। (অনিমা তাহার হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়াদিল) It was an accident Dr. Bose--an accident.

ডাঃ বোস—হ্যাঁ, ডাঃ শাস্ত্রী।

শ্যামা—ডাঃ বোস, একটা কথা আমাকে সত্য বলবেন? আমার মনের কাঠিন্য আপনি জানেন। সংসারের নিষ্ঠুরতম দুঃসংবাদ আমি অবিচলিত মনে সহ্য করতে পারি—

ডাঃ বোস—মিসেস শাস্ত্রী সত্যই বেঁচে আছেন ডাঃ শাস্ত্রী।

শ্যামা—অনিমাও আমাকে সেই কথা বললে। কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছিল —আমার এই অবস্থায় সে আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই, হয়তো মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তুমি রাগ ক'রো না অনিমা।

ডাঃ বোস—না, ডাঃ শাস্ত্রী, অনিমা মিথ্যে কথা বলে নি। মিসেস শাস্ত্রী আহত হয়েছেন—explosionএর ফলে একটা কাচের টুকরো তাঁর কাঁধের পাশে ঢুকে গিয়েছিল। অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন। কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন।

শ্যামা—Accidents are so peculiar sometimes—সময়ে সময়ে এমন অদ্ভুত অ্যাকসিডেন্টগুলো ঘটে ডাক্তার বোস—যে, মানুষ বুঝতে না পেরে হাঁপিয়ে ওঠে। অদৃষ্ট—নিয়তি। কে বাতাস করছে? চুড়ির ঝঙ্কার শুনছি, অনিমা, তুমি?

অনি—হ্যাঁ শ্যামল, তুমি ঘামছ। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। তুমি চুপ কর।

শ্যামা—Yes. That I should and that I must বিশ্রাম নেওয়াই আমার উচিত। আমি বাঁচতে চাই, পৃথিবীকে আমার দেবার কিছু আছে—তার চেয়েও বেশী কিছু আছে নেবার—করুণার কাছে। ডাক্তার বোস, করুণা কি বাঁচবে?

ডাঃ বোস—সেই আশাই আমি করি ডাঃ শাস্ত্রী। আমি Blood Bankএ লোক পাঠিয়েছি—telegram করেছি। প্রতি মুহূর্ত্তে expect করছি Blood syrum এসে পড়বে।

শ্যামা—সেবার করুণা ভুল করেছিল। সন্তানহীনতার ক্ষোভে সে তার Biological emotion—কিন্তু এবার তার ভুল নয়। সে ঠিক বলেছিল। পৃথিবীর অবস্থা, তার সমাজব্যবস্থা যতদিন এই রকম থাকবে, স্বার্থে

লোভে হিংসায় যতদিন মানুষ জর্জ্জর ততদিন মৃত্যুশক্তিকে তার আয়ত্তাধীন ক'রে তার হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়। শিশুর হাতে বিষ তুলে দেওয়ার মতই সে গুরু অপরাধ। ডাঃ বোস, আপনি বুঝতে পারবেন যখন আমি এই শক্তিকে আবিষ্কার করেছিলাম তখন আমি এসব ভাবিই নি। তখনকার সে আনন্দ, উঃ, ডাঃ বোস—

ডাঃ বোস—আমি জানি ডাঃ শাস্ত্রী।

শ্যামা—সেই আনন্দের ভাগ আমি দিতে চেয়েছিলাম মানুষকে। করুণা এসে প্রতিবাদ করলে, অনুরোধ করলে, আমি তখন সেটাকে সত্য ব'লে মানতে পারি নি। (উঠিয়া) সেটা সত্যও ঠিক নয় ডাঃ বোস।

অনি—শ্যামল, শ্যামল, তুমি ব'স।

ডাঃ বোস—ডাঃ শাস্ত্রী, আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন।

শ্যামা—আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করব না। আমি উত্তেজিত হচ্ছি। অনিমা, আমাকে ধ'রে বসিয়ে দাও (অনিমা শ্যামাদাসকে বসাইয়া দিল) ডাক্তার বোস, ওই শক্তি আবিষ্কার করা আমার অন্যায় হয় নি। সাপের বিষ থেকে ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। ভাবীকালে ওই মৃত্যু-শক্তিকেই বিশ্লেষণ ক'রে অমৃত আবিষ্কার হ'ত এবং হবে। আমি তাই মানতে পারি নি করুণার কথা। কিন্তু অ্যাটর্নির সঙ্গে কথা ব'লে তার স্বার্থান্ধ বিষয়বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমার দ্বিধা হ'ল; তারপর যে মুহূর্ত্তে ব্রজবিহারী ঘোষাল ঘরে ঢুকে আমার দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিলে, বুঝলাম—দিনের আলোর মত বুঝলাম—স্থানকালের আবেষ্টনীতে, করুণার কথাই সত্য। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম—করুণা! তখন দেরী হয়ে গেছে ডাক্তার বোস—

অনি—জান শ্যামল, করুণা গ্যাস-সিলেণ্ডার খুলে দিয়ে মরতে চেয়েছিল?

তোমার নিষ্ঠুর আবিষ্কারের সে প্রথম victim—প্রথম বলি হতে চেয়েছিল যাতে তুমি তার প্রতিবাদের সত্য বুঝতে পার, স্বীকার করতে পার।

শ্যামা—বুঝতে পেরেছি, কিন্তু খানিকটা দেরী হয়ে গেছে অনিমা। তাই—তাই ডাঃ বোস, করুণাকে আপনি বাঁচিয়ে দিন। আজ আমি স্বীকার করছি তার ভালবাসা, আমার প্রতি তার আকর্ষণ জৈবিক প্রবৃত্তি নয়। গাছের রস থেকেই বিকশিত ফুলের মত সে বিচিত্র, অফুরন্ত তার রূপ, অপূর্ব্ব আস্বাদ তার মর্ম্মকোষের মধুর—সুন্দরতর মহত্তর বস্তু। ডাঃ বোস, আমি করুণার সেই ভালবাস প্রাণ ভ'রে পেতে চাই। আমি অন্ধ, করুণার চোখ আছে, তার চোখ দিয়ে আমি দেখতে চাই।

অনিমার হাত হইতে পাখাখানা পড়িয়া গেল।

কি হ'ল ?

অনি—কিছু না। তুমি চুপ কর শ্যামল। তুমি শ্রান্ত হয়েছ, তুমি কি বুঝতে পারছ না ?

শ্যামা—তোমার প্রীতিকে আমি আজ সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করছি।

অনি—তুমি অত্যন্ত emotional হয়ে উঠেছ শ্যামল—কিন্তু তুমি তো জান আমি emotionকে অত্যন্ত ঘৃণা করি—I hate it.

ডাঃ বোস—অনিমা, ডাঃ শাস্ত্রীর বিশ্রাম দরকার। ডাঃ শাস্ত্রী, আমি চিকিৎসক হিসাবে আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি একটু বিশ্রাম করুন। চেষ্টা করুন।

শ্যামা—আমি আমি আর কথা কইব না ডাঃ বোস।

বোস—আমি নার্সকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শ্যামা—অনিমা থাকলে আমি বেশী শক্তি পাব ডাঃ বোস।

বোস—(হাসিল) কিন্তু আপনি কথা কইবেন না।

শ্যামা—ডাক্তার বোস !

বোস—বলুন।

শ্যামা—Blood syrum কখন আসবে ব'লে আশা করেন।

বোস—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কলকাতা থেকে ট্রেন আসবে। আপনি ঘুমুন। আমার উপর নির্ভর করুন ডাঃ শাস্ত্রী। (প্রস্থান)

[শ্যামাদাস কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল, অনিমা সহসা চোখ ফিরাইয়া নিজের চোখ মুছিল]

শ্যামা—গরম কিছু যেন পড়ল আমার কপালে ? (হাত দিয়া) জল ? গরম জল ! অনিমা, তুমি কাঁদছ ?

অনি—হ্যাঁ শ্যামল, চোখের জল আমি রাখতে পারলাম না।

শ্যামা—কেন অনিমা ?

অনি—না শ্যামল, সে কথা তোমায় আমি এখন বলতে পারব না ।

শ্যামা—অনিমা, তবে কি করুণা বাঁচবে না ?

(অনিমা কোন উত্তর দিল না)

শ্যামা—অনিমা।

অনি—ডাঃ বোস তোমাকে মিথ্যে কথা বলেন নি শ্যামল। কিন্তু তোমাদের এই অবস্থা দেখে চোখের জল আমি রাখতে পারছি না। কিন্তু তুমি ঘুমোতে চেষ্টা কর শ্যামল।

শ্যামা—তুমি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও অনিমা।

[ডাঃ বোস নিঃশব্দ পদক্ষেপে দেখা দিলেন, তাহার পিছনে হেমন্ত—তিনি ইঙ্গিতে অনিমাকে ডাকিলেন। শ্যামাদাস স্তব্ধ হইয়া ঘুমন্তের মত রহিয়াছে। অনিমা সন্তর্পিত পদক্ষেপে বাহিরে গেল। হেমন্ত সন্তর্পিত পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিয়া কাছে আসিল]

শ্যামা—কে ? কে তুমি ? অনিমা তো বাইরে গেল। কে তুমি ? ডাঃ বোস, আপনি ? না। পায়ের শব্দ অপরিচিত মনে হচ্ছে। কে তুমি ? (ঈষৎ উত্তেজিতভাবে) কে তুমি ? কে ?

হেমন্ত—আমি।

শ্যামা—কে? কে?

হেমন্ত—বড়দা, আমি হেমন্ত!

শ্যামা—হেমন্ত! হেমন্ত!

হেমন্ত—হাঁ বড়দা!

শ্যামা—(উঠিয়া দাঁড়াইল) বলতে পারিস হেমন্ত, তুই কি জানিস—

হেমন্ত—বড়দা, তুমি যে কাঁপছ! ব'স, ব'স তুমি, ব'স। (সে শ্যামাদাসের দিকে অগ্রসর হইল)

শ্যামা—(শব্দ লক্ষ্যে হেমন্তের দিকে অগ্রসর হইল) মা কেমন আছেন তুই জানিস? কোথায় আছেন তিনি? হেমন্ত!

হেমন্ত—ভাল আছেন, তিনি ভাল আছেন। ব'স, ব'স তুমি বড়দা। তুমি কাঁপছ।

শ্যামা—আমায় ও ঘরে নিয়ে চল্, আমি শুতে চাই।

(হেমন্ত তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিল)

শ্যামা—কিন্তু তুই আমাকে মিথ্যে কথা ব'লে সান্ত্বনা দিলি হেমন্ত। আমি জানি মায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ডাঃ বোস অনিমাকে চিঠি লিখেছিলেন —অসাবধানতা বশে অনিমা চিঠিখানা ফেলে রেখেছিল টেবিলের ওপর। "মিসেস শাস্ত্রী" কথাটা আমার চোখে পড়তে আমি চিঠিখানা পড়েছিলাম।

হেমন্ত—বড়দা!

শ্যামা—আমায় ও ঘরে নিয়ে চল্ হেমন্ত। আমি শুতে চাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

[অনিমা ও ডাঃ বোসের প্রবেশ]

ডাঃ বোস—(হাতে Telegram) এখানকার চাহিদাই Blood Bank মেটাতে

পারছে না। কলকাতায় একটা বড় air raid হয়ে গেছে। বাইরে ওরা blood পাঠাতে পারবে না।

[অনিমা শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া ছিল]

ডাঃ বোস—ডাঃ শাস্ত্রী অসাধারণ শক্ত মানুষ। কিন্তু এই accident যেন ওঁকে প্রচণ্ড একটা নাড়া দিয়েছে। এ শক ওঁর পক্ষে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত হবে। আমি ভাবছি, ওঁকে আমি কি বলব? অ্যানি!

[অনিমা তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল]

ডাঃ বোস—তুমি কি আমাকে এই রূঢ় কর্ত্তব্যের হাত থেকে রেহাই দিতে পার? ডাঃ শাস্ত্রীকে এই দুঃসংবাদটা জানাতে পার? মিসেস শাস্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁকে প্রস্তুত ক'রে রাখতে চাই আমি। অ্যানি!

অনি—তুমি তো জান আমার রক্ত সকলকে দিতে পারি আমি—Universal donor.

বোস—অ্যানি!

অনি—আমি রক্ত দিতে চাই। করুণাকে আমি বাঁচাতে চাই।

বোস—কিন্তু তোমার damaged heart এর কথা জেনে—

অনি—(হাসিয়া উঠিল) I have got no heart.

বোস—অনিমা!

অনিমা—তুমি আমায় একদিন মুক্তি দিতে চেয়েছিলে, মনে আছে?

[বোস অনিমার মুখের দিকে চাহিল, অনিমা তাহার কাছে আসিল]

অনি—আজ আমি তোমার কাছে সেই মুক্তি চাইছি। তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

[বোস তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

অনি—আজ তোমাকে আমি বলছি I love him, শ্যামলকে আমি ভালবাসি। কিন্তু সে করুণাকে আমার চেয়ে ঢের বেশী ভালবাসে। ঢের বেশী কেন, হয়তো পৃথিবীর মধ্যে ওই একটি নারীকেই সে ভালবাসে। তাই—তাই আমি তাকে বাঁচাতে চাই। আমার রক্তের উষ্ণ ব্যাকুল কামনা করুণার দেহের মধ্যে গিয়ে সার্থক হবে তার স্পর্শে তার সমাদরে। (তারপর শান্তস্বরে) তা ছাড়া এমন কিছু বিপদের কথা এটা নয়।

ডাঃ বোস—কিন্তু তোমার emotionকে আমি ভয় করছি। তোমার damaged heartকে আমার ভয় অনিমা।

অনি—যদিই কিছু ঘটে, তার জন্যেই তো তোমার কাছে মুক্তি চেয়ে রাখছি।

বোস—অ্যানি! (হাত চাপিয়া ধরিল)

অনি—কি হ'ল?

বোস—তোমার চোখ, তোমার দৃষ্টি—

অনি—(হাসিয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল) ভ্রম—তোমার মনের ভ্রম।

বোস—অনিমা, তুমি হেসো না।

অনি—ডাক্তার, রোগীর জীবন তোমার হাতে। মুহূর্তে মুহূর্তে দেরী হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার! (হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিল)

বোস—(হাসিল—সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল) চল।

[অনিমা গানের একটি কলি গুঞ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইল। নেপথ্যে শ্যামাদাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নে-শ্যামা—ডাক্তার! ডাক্তার! ডাক্তার বোস!

(শ্যামাদাস প্রবেশ করিল)

হেমন্ত—এ ঘরে তো কেউ নেই।

শ্যামা—অনিমা! অনিমা!

নে-অনিমা—শ্যামল ! শ্যামল !

শ্যামা—অনিমা, করুণার জন্যে রক্ত কি পাওয়া গেছে অনিমা ?

নে-অনিমা—গেছে শ্যামল, পাওয়া গেছে ।

(এক কলি গান)

নে-ডাঃ বোস—অনিমা, please অনিমা !

(নেপথ্যে অনিমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল)

নে-ডাঃ বোস—অনিমা ! অনিমা !

শ্যামা—ডাঃ বোস ! কি হ'ল ডাঃ বোস ! ডাঃ বোস ! (খুঁজিতে খুঁজিতে অগ্রসর হইল)

(রঙ্গমঞ্চ ঘুরিল)

[শ্যামাদাস আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল । ঘরে দুইটি শয্যা—একটি শয্যায় শুইয়া আছে করুণা । অপর শয্যায় অনিমার দেহ । পাশে নার্স । ডাঃ বোস একখানি চাদর ঢাকিয়া দিলেন]

শ্যামা—ডাঃ বোস !

বোস—মিসেস শাস্ত্রী নিরাপদ ব'লেই মনে হচ্ছে ডাঃ শাস্ত্রী ।

শ্যামা—আমি একবার স্পর্শ ক'রে দেখতে পারি না ডাঃ বোস ?

বোস—(হাত ধরিয়া করুণার বিছানার পাশে আনিয়া) অত্যন্ত সন্তর্পণে স্পর্শ করবেন । আপনাকে বেশী বলতে হবে না ডাঃ শাস্ত্রী ।

শ্যামা—(মুখে হাত বুলাইয়া) করুণা, wake up, জাগ করুণা । জেগে ওঠ । তোমার দৃষ্টি দিয়ে আমাকে পৃথিবীকে দেখাও । হ্যাঁ ডাক্তার বোস, করুণা বেঁচেছে, তার কোমল উত্তপ্ত মুখের স্পর্শ আমাকে বলছে, সে বাঁচবে । কিন্তু অনিমা কই ? সে যে আমায় ডাকলে, সে কই ? অনিমা !

বোস—সে এ ঘরে নেই ডাঃ শাস্ত্রী ।

শ্যামা—সে কোথায় গেল ? সে আমায় বলেছিল, ডাক্তার বোস বলেছেন—শ্যামল, তোমার করুণা বাঁচবে। সে কোথায় গেল ? অনিমা, অনিমা! এইমাত্র যে তার খিলখিল হাসি শুনলাম।

বোস—ডাঃ শাস্ত্রী, খেয়ালী হৃদয়হীনা অনিমাকে আপনি তো জানেন। মিসেস শাস্ত্রীর অবস্থার উন্নতি দেখেই সে এমনি ক'রে হাসতে হাসতে চ'লে গেল—এখান থেকে চ'লে গেল।

[শ্যামাদাস উঠিয়া আসিতে উদ্যত হইল]

বোস—এদিকে নয়, এদিকে নয়। এই—এই আমার হাত ধরুন ডাঃ শাস্ত্রী।

[নেপথ্যে হর্নের শব্দ শোনা গেল]

শ্যামা—ওই, ওই কি অনিমা চ'লে গেল! অনিমা! অনিমা!

নে-হেমন্ত—ডাঃ বোস, ডাঃ বোস!

(হেমন্তের প্রবেশ)

হেমন্ত—ডাঃ বোস! (ইঙ্গিত করিল)

শ্যামা—হেমন্ত!

বোস—কি হেমন্তবাবু? (আগাইয়া গেল)

হেমন্ত—জ্যাঠাইমা এসেছেন ডাঃ বোস।

[ইতিমধ্যে শ্যামাদাস চলিতে গিয়া অনিমার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া পায়ে খাটের বাজুতে আঘাত পাইয়া বিছনার উপর হাত দিয়া আত্মরক্ষা করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করিল—অনিমার দেহ]

শ্যামা—এ কি ? ডাঃ বোস, এ কি ? এ কে ? ঠাণ্ডা শক্ত এ কি ? এ কে ডাঃ বোস ?

হেমন্ত—এ কি ? এ কি ? ডাঃ বোস—

বোস—হেমন্তবাবু! (ইঙ্গিত করিলেন—চুপ করুন) ডাঃ শাস্ত্রী।

শ্যামা—এ কি? Tall slim, দীর্ঘদেহ এ কে? কাপড়ের চুলের মিষ্টি গন্ধ, কানের এই লম্বা চুল! ডাঃ বোস! ডাঃ বোস!

বোস—হ্যাঁ ডাক্তার শাস্ত্রী, অনিমা।

শ্যামা—অনিমা! ডাঃ বোস, কি বলছেন?

বোস—কলকাতায় Blood Bank থেকে রক্ত পাওয়া যায় নি ডাঃ শাস্ত্রী। অনিমা ছিল universal donor, সে রক্ত দিলে। তাকে আমি বারণ করেছিলাম। ওর হার্টও ড্যামেজ ছিল। তাতেও কিছু হ'ত না। ডাঃ শাস্ত্রী she loved you মিসেস শাস্ত্রীকে বাঁচিয়ে তার মধ্যে সে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। ইচ্ছে ক'রে সে চেঁচালে হাসলে। ডাঃ শাস্ত্রী সে আপনাকে না পেয়ে বেঁচে থাকতে পারলে না।

শ্যামা—অ্যানি! অ্যানি! অ্যানি!

বোস—ডাঃ শাস্ত্রী! Please বিচলিত হবেন না। আত্মসম্বরণ করুন।

শ্যামা—হ্যাঁ ডাক্তার বোস! আমাকে আত্মসম্বরণ করতে হবে।

নেপথ্যে শৈলজা—শ্যামাদাস! ওরে শ্যামাদাস! ওরে তুই কোথায়? ওরে, আমার সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল রে! গোবিনজী পাথর হয়ে গেল। আমার মনের দেউল ভেঙে গেল, আমি আজ কি নিয়ে থাকব তোকে ছাড়া? তুই আমার গোপাল। শ্যামাদাস!

ডাঃ বোস—ডাঃ শাস্ত্রী আপনার মা।

শ্যামা—আমার মা! ডাঃ বোস, এ ঘরে নয় ডাঃ বোস। ও-ঘরে নিয়ে চলুন!

(Dr. Bose চাদর দিয়া অনিমার দেহ ঢাকিয়া দিলেন)

শ্যামা—ডাঃ বোস, আজ আমি স্বীকার করছি, এই যদি ভালবাসা হয়, তবে Love is God, and if there is God—God is Love

যবনিকা

প্রথম রজনীর সংগঠনকারিগণ

প্রথম অভিনয়—২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪

পরিচালক ও আচার্য্য	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
প্রযোজক ও স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হারমোনিয়ম	...	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়
পিয়ানো	..	শ্রীসুধীর দাস
তবলা	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
বেহালা	...	শ্রীকালী সরকার
চেলো	..	শ্রীক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
ক্ল্যারিওনেট	..	শ্রীতিনকড়ি দাস
ট্রাম্পেট	...	শ্রীবৃন্দাবন দে
করতাল	..	শ্রীকানাই দাস
স্মারক	..	শ্রীকালিপদ সরকার ও শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়
মঞ্চশিল্পী	..	শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মঞ্চাধ্যক্ষ	...	শ্রীবঙ্কিম দত্ত
আহার্য্য সংগ্রাহক	...	শ্রীকেশব দাস

আলোক সম্পাতকারী—শ্রীখগেন দে, শ্রীমন্মথ ঘোষ, শ্রীশ্যামসুন্দর কর, শ্রীতারক দাঁ ও শ্রীক্ষুদিরাম দাস

ব্যবস্থাপক	...	শ্রীসন্তোষকুমার দাস
এ্যাম্পলিফায়ার	...	শ্রীমধুসূদন আঢ্য

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ

শ্যামাদাস শাস্ত্রী	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
হেমন্ত	...	শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্য
কৃষ্ণদাস	...	শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্রজবিহারী ঘোষাল	..	শ্রীসন্তোষ দাস
ডাঃ হিরণ্ময় বসু	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রামদাস	...	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক দাস
নগেন	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস
রমেশ	...	শ্রীজীবন চট্টোপাধ্যায়
এ্যাটর্ণি	...	শ্রীপ্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্ম্মচারী	...	শ্রীবিপিন দাস ও শ্রীবিশ্বনাথ দাস
গোমস্তা	..	শ্রীঅমূল্য হালদার
রতন	...	শ্রীতুলসী চক্রবর্ত্তী
দরোয়ান	...	শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়
পুরোহিত	..	শ্রীনবদ্বীপ দাস
বেয়ারা	...	শ্রীপুলিন পাল, শ্রীকানাই চক্রবর্ত্তী

শ্রোতাগণ—শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ সোম, শ্রীগোপাল নন্দী, শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার, শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন, শ্রীকমল দত্ত, শ্রীসত্যনারায়ণ পাঠক, শ্রীতুলসী পাল, শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, আরতি, বোস, শ্রীশিবনাথ চক্রবর্ত্তী।

শৈলজা	...	শ্রীমতী রাধারাণী
অনিমা	...	,, শান্তি গুপ্তা
করুণা	...	,, সুহাসিনী
হৈমবতী	...	,, পদ্মাবতী
কীর্ত্তনগায়িকা	...	শ্রীমতী দুর্গাবতী দেবী ও শ্রীমতী ইন্দু দেবী